
সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
কিল-মাস্টার
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

কিল-মাস্টার

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা জানল ওর বন্ধু ও ফেন্সিং ইন্সট্রাকটর পিটার উইলকিন্স মারা গেছেন। উড়ে গেল রানা সেইন্ট লুই-এ। খুনি ধরতে গিয়ে নিজের উপর বিপদ টেনে নিল। বুঝল না কখন হ্যাকারদের জালে পেঁচিয়ে গেছে। মরছে অনেক মানুষ, এর মধ্যে রূপসী ডে-লায়লাকে জড়িয়ে নেয়া কি উচিত হলো? কিল-মাস্টার মারডক শিমার ম্যাসন যখন জানল এই মাসুদ রানা কে, পাগল হয়ে উঠল সে। রানাকে নিজ হাতে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি নেই এই মৃত্যু-কারিগরের। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মিস্টার বার্নহাট রওনা হলো, যেমন করে হোক ধরে আনবে মাসুদ রানাকে।

পণ করেছে রানাও, বন্ধু খুনের প্রতিশোধ নেবেই, যেভাবে হোক আড়ালে বসে থাকা আততায়ীকে ধরবে। কিন্তু ও এখনও জানেনা, ওর উপর পুরোপুরি নির্ভর করছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবন।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

কিল মাস্টার

প্রথম প্রকাশ-২০১০

এক

লাশের মুখ দেখলে মনে হবে সে অন্য কারও স্যুট পরে আছে। মোম-পালিশ দেয়া হলেও পরিচিতরা বলবে, কাছের সেই মানুষটা বদলে গেছে একদম। চেহারা ফোলা, দেখলেই মনে হয় মানুষটা অসুস্থ ছিল। তার মুখে যেসব পেশি অন্তরের ভাব প্রকাশ করত, সেগুলো আর কাজ করবে না। সেসব শিথিল হয়ে গেছে, অবসর নিয়েছে চিরতরে।

মৃত মানুষের মুখে যে পরিবর্তন আসে, সেটা লুকিয়ে রাখা দক্ষ মেকআপ-ম্যানদের জন্যও কঠিন—এমন মেকআপ দিতে হবে, যাতে মনে হয় মানুষটা ঘুমিয়ে আছে।

আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে বারো বছর বয়সী জ্যান হার্সেলকে তার দাদু এই ব্যবসার প্রথম সবক হিসেবে বলেছিলেন, লাশ দেখে যেন ঘুমন্ত মনে হয়।

দাদু অবসর নেয়ার আগে জ্যানকে সবই শিখিয়েছেন। এই মুহূর্তে জ্যান ভাবছে, দাদুর কাছ থেকে শেখা সমস্ত কৌশল আর গোপন শিক্ষা প্রয়োগ করেছে সে সামনের এই খদ্দেরের উপর। নিজের আবিষ্কার করা আরও দু'চারটে কৌশলও খাটিয়েছে সে।

এক পা পিছিয়ে লাশটা মনোযোগ দিয়ে দেখল জ্যান, বিকেলের রোদে হাতের কাজ দেখে নিজের প্রশংসা করল।

কাস্কেটে শুয়ে থাকা পিটার উইলকিন্সকে দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাদা। চোখ বন্ধ, ডানহাতে পরা গ্লাভস, ওটা

আলতো করে একটা অ্যান্টিক ক্যাভালরি সেইবারের হাতল ধরে আছে। লাশের জ্যাকেট আরেকবার দেখল জ্যান, দু'এক জায়গা ঠিক করল, তারপর কফিনের নীচের অর্ধেক ডালা বন্ধ করে দিল। লাশটা শেষবারের মত দেখল, অস্ফুট হাসল। সাধ্যমত করেছে সে। এ শহরে এ-কাজে তার সমান কেউ নেই। কপাল ভাল যে এ লোকের মাথাটার খুব ক্ষতি হয়নি। হার্সেল একবার গর্ব করে কলিগদের বলেছিল, লাশের মুখ মোটামুটি আস্ত থাকলে পুরো কাস্কেট খুলে ফিউনারালের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে সে।

মিস্টার উইলকিন্স তাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে।

হঠাৎ চ্যাপেলের নৈঃশব্দ্য ভেঙে গেল, ভরাট একটা কণ্ঠ প্রশ্ন করল, 'এটা কি পিটার উইলকিন্স?'

চমকে গেল জ্যান হার্সেল। দীর্ঘক্ষণ লাশ-ঘরে চুপচাপ নিজের মনে কাজ করেছে সে। হঠাৎ গলার আওয়াজ তাকে ফিরিয়ে এনেছে বাস্তবে। কী যেন বলল লোকটা?

'ক্রাইস্ট!' শ্বাস ফেলল হার্সেল, 'আরেকটু হলে স্ট্রোক হয়ে যেতো আমার!' ঘুরে দাঁড়াল সে।

লোকটা এইমাত্র মরচুয়ারিতে ঢুকেছে। হাতে সাদা গোলাপের তোড়া। চ্যাপেলে ঢুকে অস্বস্তি নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে সে।

'দুঃখিত?' বলল জ্যান, 'আপনি কী যেন বলেছেন, মিস্টার...

'আমি জানতে চেয়েছি পিটার উইলকিন্স কী এই ঘরে?' বলল লোকটা। কাস্কেটের সামনে গিয়ে থামল। পিটার উইলকিন্সের চেহারা দেখে চুপ করে দাঁড়াল সে।

লোকটা আমেরিকান নয়, সম্ভবত এশিয়ান হবে, কিন্তু ঠিক কোন দেশের মানুষ বোঝা গেল না। ইংরেজিতে কোনও বিশেষ টান নেই।

'আপনার এখানে ঢোকা উচিত হয়নি, স্যর,' বলল জ্যান। 'মিস্টার উইলকিন্সের স্বজনদের ওয়েক শেষ হয়ে গেছে আগেই। আমরা চ্যাপেল বন্ধ করে দিয়েছি। আগামীকাল সকাল সাড়ে

ন'টায় ফিউনারাল শুরু হবে। প্রার্থনা শেষে মরদেহ সেইন্ট জোসেফ চার্চে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে ম্যাস্ হবে।'

'চমকে দিয়েছি বলে সত্যিই দুঃখিত,' বলল যুবক। 'আগামীকাল আমি নিউ ইয়র্কে ফিরছি, তাই পিটারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।'

'ঠিক আছে, স্যর,' বলল হার্সেল। 'আপনাকে পনেরো মিনিট দিতে পারব, তারপর কিন্তু চ্যাপেল বন্ধ করতে হবে।' নিঃশব্দে দরজা পেরিয়ে চলে গেল সে।

ঘরে এখন আগন্তুক আর মৃত পিটার উইলকিন্স ছাড়া আর কেউ নেই।

মাসুদ রানা তাঞ্জিয়ার-এ অ্যাসাইনমেন্ট শেষে ছুটিতে ছিল, পরশুদিন পিটার উইলকিন্সের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দেরি না করে রওনা হয়েছে। পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ উড়ে এসেছে শ্রদ্ধা জানাতে। পিটার ওর ফেন্সিং ইন্সট্রাকটার ছিল, মানুষটা ওর ভাল একজন বন্ধুও ছিল। তবে রানা বিমানে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পিটারের ওয়েক বা ফিউনারালে যাবে না। চ্যাপেলে আসবে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবে না। মুখে সান্ত্বনা দেয়ার মানে হয় না। বহু লোক ওখানে একই কথা বলবে, তাতে স্বজনের মনের কষ্ট কমবে না। এ যেন কাছের মানুষগুলোকে নতুন করে মনে করিয়ে দেয়া—তোমার প্রিয় মানুষটি আর নেই।

পিটার উইলকিন্স এখন ওর সামনে শুয়ে আছে কফিনে। রানার মনে পড়ল কীভাবে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়। কুইবেক-এ এজেন্সি খুলতে গিয়েছিল ও, অনুষ্ঠান শেষে হাতে কোনও কাজ ছিল না। কাছেই একটা ফেন্সিং একজিবিশন হচ্ছে শুনে দেখতে যায়। একজিবিশন শেষে আগ্রহ নিয়ে পিটারের সঙ্গে পরিচিত হয়। ওদের মাঝে দীর্ঘ আলাপ হয়, ডিনার শেষে ওরা ফেন্সিং নিয়ে আরও একঘণ্টা কথা বলে। পিটারের সঙ্গে আলাপে রানা বুঝতে পারে, ফেন্সিঙের অনেক কৌশল এখনও ওর শেখা হয়নি।

পিটার জানায়, 'খেলা হিসেবে তলোয়ারবাজি হারিয়ে যাচ্ছে। যেসব সংগঠন ফেন্সিংকে উৎসাহ দিত তারা এখন আর খেলোয়াড়দের আগ্রহী করে তুলতে পারছে না। জিনিসটার খেলোয়াড়ী দিকটা কীভাবে যেন হারিয়ে গেছে। তরুণদের কারা বলবে প্রতিযোগিতা বড় কথা নয়, খেলাটাই আসল? বাস্কেটবল, বেইসবল, ফুটবল থেকে শুরু করে দুনিয়ার কত না খেলা আগ্রহ নিয়ে শিখছে বাচ্চারা, কিন্তু ওদের ফেন্সিং করতে দেখবেন না।'

ফেন্সিং খেলা সম্বন্ধে পিটার কিছু থিওরি বলে, যেগুলো খেলাটাকে আকর্ষণীয় করে তুলবে—যেমন সেইবার খেলাতে পয়েন্ট ধরে দেয়া, বা রুল্‌স্ অভ রাইট অ্যাওয়ে থাকতে পারে। ওর কথা শুনে রানা মনে মনে স্বীকার করে, মানুষটা সত্যিই এ খেলা ভালবাসে।

পিটারকে বলে রানা, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করবার সময় কিছুদিন সেইবার ও ইপি তলোয়ার শিখেছে ও, তবে আরও সুযোগ থাকলে শিখত। সে-আলাপের পর রানা জানায় পিটার উইলকিন্সকে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক হিসেবে পেলে খুব খুশি হবে। পিটার ফেন্সিং শেখাতে আগ্রহ দেখায়। রানা দরখাস্ত করতেই বিসিআই-এর কর্ণধার ওকে দু'মাসের ছুটি দেন। কেউ কিছু শিখতে চাইলে কখনও বাধা দেন না মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।

প্রথম মাসে রানা নতুন ওস্তাদের কাছে বহু কৌশল আয়ত্ত করে। পরের মাসে ওস্তাদের দক্ষতাকে ছুঁয়ে দেয়। প্রশিক্ষণের শেষদিনে খেলা শেষে ড্র করে পিটার খুশি হয়ে বলেছিল, 'এমন ছাত্র পেলে মানুষের জীবনে আর কোনও দুঃখ থাকে না, রানা।'

সত্যিই কি তা-ই? আনমনে আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

কফিনে শুয়ে থাকা ওই মানুষটা মারা গেছে। লাশের মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। নিথর দেহটা দেখল। কোটের ল্যাপেল পিনে চোখ পড়ল ওর, চিন্তা-স্রোত গতি পেল।

পিনটা যেন সবুজ একটা বর্ম, মাঝখানে একটা সাদা ভি, তাকে ঘিরে রেখেছে তিনটে নেকড়ের মাথা। ওটা ওকে উপহার দিয়েছিল রানা। তখন লণ্ডনে ছুটিতে ছিল ও, ই-মেইলে পিটার জানায় আয়ারল্যাণ্ডে চলেছে সে আত্মীয়দের খুঁজে বের করতে।

ওই ছুটিতে রানা ওর সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে যায়। হিথ্রো থেকে পিটারকে তুলে নেয়। ওর সঙ্গে ছিল উনিশশো সাঁইত্রিশ সালের গ্রাহাম মডেল একশ' বিশ কাস্টম সুপারচার্জার স্পোর্টস কুপে। ও-জিনিস দেখে চমকে যায় পিটার। দাম জিজ্ঞেস করেনি, রানাও কিছু বলেনি।

পিটার কম কথার মানুষ ছিল।

প্রাচীন গাড়ি নিয়ে দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড চষে বেড়িয়েছে ওরা, সমস্ত ছোট শহর, তাদের পাব ও লাইব্রেরিতে গেছে। তখন অন্য একটা কারণে রানা বুঝেছে, পিটারের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা নেই। সেই যাত্রায় রানা ভালরকমের গ্যাঁড়াকলে আটকে গিয়েছিল। মেয়েটা আমেরিকান ছিল, নাম জ্যানেট—ছুটি কাটাতে আয়ারল্যাণ্ডে আসে।

কেন কে জানে, মেয়েটি গভীর ভাবে রানাকে ভালবেসে ফেলে। সমস্যাটি ছিল, সে জানিয়ে দেয়, রানা যেখানেই যাক না কেন, সে-ও যাবে। রানার মনে হয়েছিল বাচ্চারা যেমন করে বাচ্চা কুকুর পোষে, সেভাবে ওকে পুষতে চাইছে মেয়েটা। অস্থির হয়ে ওঠে ও। ওকে দখল করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল জ্যানেট। রাগে-বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে যায় রানার মন, দু'চারটে কড়া কথাও বলে। কিন্তু পরের শহরে পৌঁছে পুরো পরিস্থিতি সামলে নিল পিটার। জ্যানেটকে একটু দূরে নিয়ে সোজা কথায় বলল, 'জ্যানেট, রানার কথা ভুলে যাও। মনে রেখো না এ-নামের কাউকে চিনতে। ম্যাসাচুসেট্স্-এ ফিরে গিয়ে এমন কোনও লোক বেছে নাও, যে সংসার করতে চায়। তুমি তাকে ভালবাসলে সে-ও তোমাকে ভালবাসবে।'

আর কোনও কথার প্রয়োজন হয়নি। মেয়েটি রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। এরপর পিটার ও রানা গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যায়।

পিটারের ল্যাপেল পিনের উপর চোখ আটকে আছে রানার। নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, গোলাপের মালাটা অন্য মালাগুলোর সঙ্গে রাখল। শেষবারের মত পিটারকে দেখল, তারপর ঘুরতে গিয়ে টের পেল, ঘরে ও একা নয়।

চ্যাপেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। রানা পিটারকে শেষবিদায় দিচ্ছে দেখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সে। রানা ঘুরে দাঁড়াতেই বলল, 'ভেবেছিলাম আমি একমাত্র লোক যে বন্ধুকে চুপচাপ বিদায় দেব।' কাস্কেটের সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'কাল সকালে নিউ ইয়র্কে ফিরছি বলে এখানেই এলাম,' বলল রানা।

'আমি জন ওভারটন,' নবাগত হাত বাড়িয়ে দিল।

হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল রানা। 'মাসুদ রানা।'

বুকটা কেঁপে উঠেছে চার্লস মার্টিনের, ভয় পেয়েছে সে। একটু আগে সেইন্ট লুই-এর স্কুল-বাস বোমার খবরটা দেখেছে টিভিতে, কিন্তু এইমাত্র নিহতদের নাম শুনেছে। টেলিভিশনে সিএনএন টিউন করে রেখেছে সে, কিন্তু ওটার দিকে সামান্য মনোযোগও দেয়নি। তারপর পিটার উইলকিন্স নামটা শুনেই তো...

চার্লস মার্টিন চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, স্ক্রিনের লেখাগুলো পড়ল। ওই বোমায় আটজন ছাত্র মারা গেছে, তাদের নীচে পিটার উইলকিন্সের নামও লেখা!

যিসাস, ভাবল চার্লস মার্টিন, এটা হতে পারে না! চেয়ার ছেড়ে তিন লাফে কম্পিউটারের কাছে চলে গেল সে, স্ক্রল করে একটা তালিকা বের করল। হ্যাঁ, যারা ওই সফ্‌ট্‌ওয়্যার ব্যবহার করছে তাদের নাম আছে এখানে। দ্বিতীয় নামটা, 'পিটার·

উইলকিন্স, সেইণ্ট লুই, মিযৌরি'।

মার্টিনের তালিকার দুই নম্বর নামটা পিটার উইলকিন্স। কয়েকদিন আগে আরেকজন মারা গেছে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি সে। এবার ধুপধাপ শুরু করল তার হৃৎপিণ্ড। এরইমধ্যে কি আরও লোক মরেছে? ইন্টারনেটে ঢুকল সে, একটা নিউজ সার্চ ইঞ্জিনে নামটা টাইপ করল। এ লোকও ওর তালিকার। 'অ্যালবার্ট গ্রিয়ার, পোর্টল্যাণ্ড, মেইন।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিন সপ্তাহ আগের একটা খবর স্ক্রিনে ভেসে উঠল। 'এক গাড়ি-চালক পোর্টল্যাণ্ডের অ্যালবার্ট গ্রিয়ারকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় গ্রিয়ারের। জানা যায়...'

আরেকটা নাম টাইপ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে নাম সহ খবর ভেসে উঠল স্ক্রিনে। 'কুক কাউণ্টির ক্লার্ক বার্নার্ড অ্যাশলে কোর্টরুমে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কে বা কারা...'

অন্য আরেকটা খবরে জানা গেল, 'ডক্টর ক্যাভিস ক্যামর এবং তাঁর স্ত্রী লেটা ক্যামর টোকিয়োর ইউনাইটেড নেশান্স ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পথে ফেরিতে আগুনে ঝলসে মারা গেছেন। তাঁরা...'

এবার চার্লস মার্টিন তালিকার সবার খবর নেয়ার চেষ্টা করল।

সিসিলিয়া ওয়েলার ছিল জর্জিয়ার এক লাইব্রেরিয়ান, ধারণা করা হচ্ছে সে আত্মহত্যা করেছে।

ডিক ব্রায়েস ছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ওয়েব-ডিজাইনার, তার ৪ বছরের শিশু সন্তানসহ বাড়ি ফিরছিল, ডাকাত তার কার-জ্যাকিং করতে গিয়ে তাদের খুন করে।

চার্লস মার্টিনের তালিকায় পঁয়তাল্লিশ জন আছে, যারা ওর সফ্ট্ওয়্যার ব্যবহার করেছে। তাদের মধ্যে আঠারো জন ইতিমধ্যে মারা গেছে, উধাও হয়েছে পাঁচজন।

ওর ওয়েবসাইট বা সফ্ট্ওয়্যার থেকে কিছুতেই ওর পরিচয় যেন পাওয়া না যায়, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধান ছিল চার্লস

মার্টিন। কিন্তু এখন তার সন্দেহ হলো, সে বোধহয় যথেষ্ট সতর্ক ছিল না। যত দ্রুত সম্ভব এবার শহর থেকে সরে পড়ো চার্লস, নিজেকে বলল সে। আপাতত হারিয়ে যাও। মনে মনে আশা করল, যারা মানুষ খুন করছে তারা যে-কোনও সময় ধরা পড়বে।

দেরি না করে নিজের সমস্ত ফাইল একটা ফাইভ পয়েন্ট টু গেগাবাইটের ডিভিডি-র‍্যাম-এ তুলে নিল সে, ম্যাক কম্পিউটারের ইণ্টারনাল হার্ড ড্রাইভ পরিষ্কার করল একটা হেভি ডিউটি ম্যাগনেটিক ইরেজার দিয়ে।

এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল সে স্যুটকেস গোছাতে। কাজটা সেরে পাওয়ারবুক ও ডিভিডি একটা প্যাডেড কেস-এ রাখল। সায়েন্স-ফিকশনের কনভেনশনে যাওয়ার সময় সবসময় ওই কেস-এ ইকুইপমেণ্ট রাখে সে।

আধঘণ্টা হলো চার্লস মাথা ঘামাতে শুরু করেছে।

কারা রয়েছে এসব খুনের পিছনে? সিআইএ? নাসা? মাইক্রোসফট্? যে-কেউ হতে পারে। বড় ধরনের কোনও সংগঠন। যে-ভাবেই হোক এরা জেনে গেছে সে আর তার বন্ধু গোপনে হ্যাকিং করছে। এরা কারা সেটা পরে খুঁজে দেখা যাবে, ভাবল মার্টিন, আগের কাজ এখন শহর ছেড়ে বেরিয়ে জান বাঁচানো। কে জানে এর পরের আক্রমণটা হয়তো ওর উপরই আসবে! সে বুঝতে পারছে, তাড়াতাড়ি বন্ধুকে সাবধান করতে হবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিল, এবাড়ি থেকে ওকে সতর্ক করবে না। এমন কী ওর নিজের মোবাইলও ব্যবহার করবে না। চলার পথে কোনও পাবলিক ফোন থেকে কল দেবে।

পাঁচ মিনিট পর স্যুটকেস, পাওয়ারবুক আর ডিভিডি নিয়ে নিউ অরলিয়েন্সের অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল চার্লস মার্টিন, গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে পড়ে ওয়ান-টেন ধরে রওনা হয়ে গেল পশ্চিমের দিকে।

টিলার উপরে জিয়ান-পেপ্পে রেস্টুরেন্টে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা ও জন ওভারটন। চ্যাপেলে পরিচয় হওয়ার পর ওদের আলাপটা বিভিন্ন মোড় নিয়েছে, ওরা বলেছে কীভাবে পিটারের সঙ্গে ওদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। উঠেছে ফেন্সিঙের কথা, মার্শাল-আর্টের কথাও। এরপর বেরিয়ে এসেছে ওরা মরচুয়ারি থেকে, নামকরা এই ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে এসে ডিনার করেছে। এইমাত্র জন ওভারটন বলছিল ফিউনারালে গেলে তার অস্বস্তি হয়। কথায় কথায় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে দুজন।

জন ওভারটন খোলা মনের নিগ্রো, ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, শক্তপোক্ত দেহের অধিকারী। মাথা কামিয়ে রাখে। ঠোঁটের উপর আছে একটা মাঝারি মিলিটারি রেগুলেশন গোঁফ।

রানাকে জানিয়েছে, আগে সে ইউএস আর্মিতে এয়ার-বোর্ন রেঞ্জার ছিল। এখন পেশায় ফিজিকাল থেরাপিস্ট, পাশাপাশি একটা মার্শাল-আর্টের স্কুলে আইকিডো শেখায়। রানা তাকে জানিয়েছে, ও ছিল বাংলাদেশ আর্মিতে, মেজর পদে। এখন একটা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চালায়।

আলাপে-আলাপে দু'জনই টের পেয়েছে, ওদের মানসিকতায় প্রচুর মিল আছে। ওরা সমুদ্র, অস্ত্র ও মার্শাল-আর্ট বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখে। ডিনার শেষে আবার ওদের প্রসঙ্গ পাল্টে গেল, ততক্ষণে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে ওরা। কথা শুরু করল আগে ওভারটনই, খুলে বলল পিটার উইলকিন্সের মৃত্যুর দুর্ঘটনাটা কেমন ছিল।

'প্রথমে তুমি ভাবতে পারো হঠাৎ ছেলে দুটোর মাথা বিগড়ে যায়, নইলে এরকম বোমা বানাবে কেন,' বলল ওভারটন। 'দুই তরুণ একটা ওভারপাস থেকে বোমাটা ফেলে। ওটা সোজা স্কুল-বাসের তলায় পড়ে। পিছনে ছিল পিটারের গাড়ি। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শক্তিটা বেশিরভাগ যায় পিটারের গাড়ির উপর দিয়ে। পুলিশ

গ্রেফতার করেছে ওদের। আসলে নাকি ওই দুই ছাত্র স্কুল-বাসটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। বোমাটা বাসের পিছনে বসা আটজন ছেলেকে খুন করে, বেশ কয়েকজন আহতও হয়। ড্রাইভারও। কিন্তু ওই বোমার বিস্ফোরণ পিটারের গাড়িটাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।'

'পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে আর কাউকে ধরেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শুধু কয়েকটা পাঙ্ক ছোকরাকে ধরেছে। এখন নাকি আরও জোরালো প্রমাণ খুঁজছে। এফবিআই এ কেস নিয়ে কাজ করছে এখন। তাদের ধারণা এই বোমা ফাটানো বখে যাওয়া ছোকরাদের কাজ।' আরও ব্যাখ্যা করে জানাল ওভারটন, 'কিছুদিন আগে কলোরাডোতে দুই হাইস্কুল-ছাত্র ভারী অস্ত্র নিয়ে স্কুলে গিয়ে বাইশ জন ছাত্র-ছাত্রীকে গুলি করে খুন করে। ফেডারাল এজেন্টরা ভাবছে এখানেও ওরকমই কিছু ঘটেছে।'

'তোমার কী ধারণা, আসলে তা হয়নি?' জানতে চাইল রানা। বুঝতে পারছে জনের ধারণা ব্যাপারটা আর কিছু।

'কেউ একজন পিটারকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। এ-ব্যাপারে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। বলতে পারব না কেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এমনও হতে পারে ওকে র‍্যাণ্ডম টার্গেট করা হয়েছে। বোমাটা খুব বেশি শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু ওটা ছিল কোনও পেশাদার বোমাবাজের কাজ। ফালতু কয়েকটা পাঙ্ক ওটা তৈরি করেনি। তা ছাড়া ওই ওভারপাসের উপরে তাদের দেখা যায়নি। আমার মনে হয় পিটারের গাড়ি যখন ওটার তলা দিয়ে গেল তখন অন্য কেউ বোমাটা নীচে ফেলেছে। ছাত্ররা যদি ওই অর্ধেক-খালি স্কুল-বাসের পিছনের দিকে না থাকত, তা হলে কেউ মরত না।' কাঁধ ঝাঁকাল ওভারটন। 'আমার এই ধারণাটা অবশ্য এফবিআই-এর কেউ মেনে নেয়নি, তবে আমি পিছাতে রাজি নই। ওরা এখনও ভাবছে ওদের থিওরিই ঠিক, টিন-এজাররা

স্কুলকে একহাত দেখিয়ে দেয়ার জন্য বোমা বানিয়েছে।'

'পিটারকে খুন করতে চাইবে কে? তুমি বলছ তারা এমন কেউ, যারা বোমা তৈরিতে দক্ষ।'

'তা-ই বলছি। কিন্তু তারা যে কে সেটা আমি জানি না। পিটার উইলকিন্সকে আমি জুনিয়ার হাই স্কুল থেকে চিনি। পছন্দ করবার মত একজন মানুষ ছিল ও। ওকে কখনও বিপজ্জনক খারাপ কিছুতে দেখিনি। আমি যতটুকু জানি, ওর গোপন বিষয় বলে কিছু ছিল না।'

মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মনে। পিটারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় ও নিজে তার খুন হওয়ার জন্য দায়ী নয় তো?

জন বলে গেল পিটার ছোট একটা ফার্মে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করত। অফিসটা সেইণ্ট লুই-এর ব্যবসায়িক কেন্দ্রে। কাজের পাশাপাশি পিটার ফেন্সিং করত, অ্যান্টিক খেলনা সংগ্রহ করত, জন যে-স্কুলে আইকিডো শেখায় সেখানেই তলোয়ার শেখাত।

'ওর কোনও শত্রু ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ও তো সবসময় সবার সঙ্গে...' থেমে গেল জন। 'আসলে... হ্যাঁ, ওর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।'

'প্রতিদ্বন্দ্বী?' কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা।

'তা বলা যায়, লোকটার নাম অ্যাণ্ডি বোগার্ট। পিটার আর সে ভাল বন্ধু ছিল, পিটার এমন কী তার বিয়েতে বেস্ট-ম্যানও হয়েছিল। কিন্তু পরে দু'জনের সম্পর্কে অবনতি হয়। শুরুতে ছোটখাটো তর্ক দিয়ে মনোমালিন্য ঘটে, কিন্তু পরে দু'জন দু'জনকে এড়িয়ে চলত। একজন আরেকজনের কথা শুনলেই রেগে যেত। অ্যাণ্ডি বোগার্টকে আমিও পছন্দ করি না, কিন্তু এ-কথা বলব না সে পিটারের মৃত্যু চেয়েছে। তা ছাড়া, তার পক্ষে বোমা বানানো সম্ভব নয়। স্কুল-বাসে বোমা ফাটিয়ে নিরীহ

বাচ্চাদের মারা তো আরও অসম্ভব।'

'কিন্তু তুমি ভাবছ ওই বোমাটা পিটারের গাড়ি লক্ষ্য করেই মারা হয়েছে।'

'ভাবছি, তা নয়; আমি নিশ্চিত। বোমাটা ফেলা হয় পিটারের লেনের মাঝখানে। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে যেতে হলে ওখানেই এক্সিট নিতে হতো। প্রতিদিন ওই রাস্তা ধরেই যেত ও। বাসটা ছিল পাশের লেনে, বরাবরের মতই। আমি আর্মিতে ডিমোলিশনের ওপর ট্রেনিং নিয়েছি, রানা। পিটারের স্ত্রীকে যখন পুলিশের স্টেশনে নিয়ে গেলাম, তখন পিটারের গাড়িটা দেখেছি। আমি জানি, ওটাই টার্গেট ছিল। বোমা মেরে নিখুঁত ভাবে গাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে।'

জন ওভারটন পিটারের মৃত্যু সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছে রানাকে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, আপাতত এ শহর ছেড়ে যাবে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, এখন পর্যন্ত কারও কোনও মোটিভ নেই।

দুই

সেপ্টেম্বর চলছে। সূর্য উঠবে একটু পর। সাগরের উপর দিয়ে ভেজা বাতাস আসছে। ফাঁকা সৈকতটা পড়ে আছে। মৃদু ঢেউ বালুচরে এসে হারিয়ে যাচ্ছে। উঠতি সূর্যের লাল রং সবে পুব আকাশ রাঙাচ্ছে।

সৈকতে জোয়ারের ভেজা রেখা ও শুকনো বালুর মাঝখান

দিয়ে হাঁটছে একাকী এক লোক। জখম হওয়া ডান কোমরের কারণে বালুর উপর গিয়ে এগোতে কষ্ট হচ্ছে তার। ধীরে ধীরে হাঁটছে। লাঠি হিসেবে একটা গলফ স্টিক ব্যবহার করছে সে, কিন্তু বালিতে ওটা ব্যবহার করা যাবে না বলে বগলের নীচে ধরে রেখেছে। হিপের ব্যথায় বারবার ভ্রূ কুঁচকে উঠছে তার। বয়স বড় জোর পঁয়তাল্লিশ হবে মানুষটার। তবে লালচে-বাদামি চোখ বলছে কঠোর সময় পার করেছে সে। জীবনে অনেক দেখা চোখ দুটো অক্ষিকোটরে বসে আছে, জায়গায় জায়গায় মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মানুষটার চেহারায় কর্কশ একটা ভাব আছে। নিষ্ঠুর ঠোঁটের নীচে 'ভি-শেপ' ভ্যান ডাইক দাড়ি রেখেছে, ওটা ধবধবে সাদা। মাথার কুচকুচে কালো চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করেছে, তবে কিছুদিন হলো চাঁদিতে চর পড়ছে। মাথার পিছনের চুল শার্টের কলার পার হয়ে একটা ছোট্ট পনিটেইল হয়েছে। ভ্যান হিউসেন ক্রু-নেক শার্ট পরেছে সে। ওয়েটলিফটারদের মত চওড়া পেশিবহুল কাঁধদুটো যেন শার্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। মানুষটাকে দেখলে মনে হয় তার সঙ্গে পারা যাবে না কোনওকিছুতে। প্রতি মুহূর্ত ভয়ানক ব্যথা সহ্য করতে হচ্ছে বলে রেগে আছে সর্বক্ষণ।

বালুচরে এঁকে-বেঁকে একটা পথ তৈরি করেছে সে, ধীর পায়ে হেঁটে বালিতে গেঁথে থাকা ভাঙা শ্রিম্প বোটের কাছে চলে এসেছে। অনেকদিন আগে ওই বোট ডুবে যায়। তটরেখার উপর থেমে বোটের উপরের রিগিংগুলো দেখতে পেল সে। মাত্র তিনশ' ফুট দূরেই ডুবেছে ওটা। দ্বীপের এই দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্তই হাঁটবে ভেবে রেখেছে সে, এবার ফিরবে। কোমরের ব্যায়াম হিসেবে আজকের হাঁটা যথেষ্ট হয়েছে। বাড়ির দিকে হাঁটতে গিয়ে দ্বীপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গাটায় পৌঁছে যাবে সে, ওখান থেকে সূর্যোদয়টা দারুণ দেখায়।

এটা জেকিল আইল্যাণ্ড, জর্জিয়ার সোনালী দ্বীপ। সূর্য সবসময় এখানে সাগর থেকে উঠে আসে। ভোরে সৈকতের এদিকে সে

ছাড়া আর কেউ আসে না। সাধারণ মানুষ আরও অনেকক্ষণ পর আসবে সৈকতে। অবসর জীবন কাটাতে এখানে এসে ভুল করেনি সে। আমেরিকার পুব-উপকূলের এইসব দ্বীপ সম্পর্কে তার আর কোনও অভিযোগ ছিল না, শুধু যদি হাজার হাজার পোকা-মাকড় প্রতিনিয়ত অত্যাচার না করত! কিছু রয়েছে, যেগুলো চোখে দেখাই যায় না, কিন্তু কামড় দিয়ে শরীর জ্বালিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে এ দ্বীপকে পোকা-ভরা স্বর্গোদ্যান ভাবে সে। আজ অবশ্য এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি পোকাগুলোর অত্যাচার। এখানে বাড়ি কিনবার পর থেকে ভোরটা তার প্রিয় সময় হয়ে গেছে। দিনের এ সময়টুকু সবসময় নিজের জন্য রাখে সে। আজও বরাবরের মতই, মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করছে সে।

সৈকতের এক বাঁকে চলে এসে বড়সড় কী যেন দেখতে পেল সে। ওটা স্তূপের মত, তটরেখার কাছে আটলাণ্টিকের ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে। সাধারণত সিগালগুলো দল বেঁধে দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে ঘুমায়, কিন্তু ওগুলো এখন জেগে গেছে, বারবার ওই কালচে রহস্যময় স্তূপের উপর গিয়ে হামলে পড়ছে। সৈকতের একাকী মানুষটি প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে হাঁটবার গতি বাড়াল, দেখবে সাগরের ফেনার মধ্যে কী পড়ে আছে ওটা। দু'চোখে উত্তেজনা জেগে উঠেছে, এখন তার চোখ বাচ্চা ছেলেদের মত চকচক করছে। মুখ দিয়ে হুস-হুস আওয়াজ করে সিগালগুলোকে তাড়া দিল সে। ওগুলো উড়ে যাওয়ায় এবার কালো স্তূপটা ভালভাবে দেখা গেল। ওটা একটা মাঝারি আকারের ডলফিন। মরা। ওটার পাশে এক হাঁটু গেড়ে বসল সে। ডলফিনের চোখ লালচে-কালো, যেমন হয় মৃত মাছের চোখ—ঝাপসা। ওটার নীল-ধূসর চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে উঠেছে। সিগালের তীক্ষ্ণ ঠোঁট ডলফিনের দেহের এখানে ওখানে ছিঁড়েছে। পচে যাওয়া মাংসের গন্ধে একগাদা মাছি এসে ভনভন করছে, বেশ কিছু স্যাণ্ড ফ্লিও জুটেছে, ওগুলো মরা ডলফিনের উপরে উঠছে-নামছে। খাবারের

গন্ধে বেশকিছু কাঁকড়া হাজির হয়েছে। ডলফিনটা অস্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে। ওটার দীর্ঘ ঠোঁটে ছয়টা প্লাস্টিকের রিং। ওগুলো আটকে দিয়েই খুন করা হয়েছে ওটাকে, খেতে না পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে বেচারা।

লোকটার ঠোঁটে হিংস্র একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। নোংরা-পচা এমনিতে ওর বিরক্তি উৎপাদন করে, কিন্তু মৃত্যু সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। অবসর নেওয়ার পর থেকে মৃত্যুসংক্রান্ত ছোটখাট আনন্দের জন্যও মুখিয়ে থাকে সে। নিজের হাতে খুন করবার আনন্দ অবশ্যই আলাদা! দ্বিতীয় স্থান দেয় সে নিজের চোখে দেখাকে। খবরের কাগজে বা টিভিতে দেখা কী আর সে রকম হয় নাকি! নিজে কোনও মৃত্যুর পিছনে থাকলেও অতটা ভাল লাগে না!

সে ভাবল, ডলফিনের লাশটা পুঁতে দেবে, না সাগরকে ফিরিয়ে দেবে। না, সিদ্ধান্ত নিল, ওটা এখানেই পড়ে থাকুক, ট্যুরিস্টগুলো সৈকতে বেড়াতে এসে বুঝুক কেমন লাগে! একজনও যদি রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে, সেটাও বিরাট লাভ! মাঝবয়সী লোকটা উঠে দাঁড়াল, আরেকবার হাসল।

নাম তার মার্ডক শিমার ম্যাসন। বহু দেশের পুলিশ তার নাম জানতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে—তারা ওর নাম দিয়েছে কিল-মাস্টার। অসাধারণ এক সিরিয়াল কিলার ছিল সে। খুনি হিসাবে একজন উঁচুদরের শিল্পীর মতই দক্ষ। এই কিল-মাস্টার দুশ' ছিয়ানব্বুইজন মানুষকে হত্যা করেছে। পনেরো বছর বয়স থেকে শুরু। প্রতিটি খুনের স্মৃতি মনে রেখেছে। এত বছরে মাত্র একটিবার ধরা পড়বার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে সে।

তার বেশিরভাগ খুনের ব্যাপারে পুলিশ কাউকে সন্দেহ করতে পারেনি। কোনও সূত্রই ছিল না আসলে। ওগুলোর বেশিরভাগই ছিল অমীমাংসিত কেস। কিছু ছিল, যেগুলোতে পুলিশ ভেবেছে মানুষটার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কিছু ছিল আত্মহত্যা। মার্ডক

এস ম্যাসন কখনও সাধারণ সিরিয়াল কিলারের মত একই উপায়ে খুন করেনি। প্রতিটা খুনের জন্য নিত্য-নতুন অভিনব উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছে।

ছোটবেলায় বদসঙ্গে পড়ে বখে গেলে বা পরে প্রেমে ব্যর্থ হলে একধরনের মানুষ সিরিয়াল কিলার হয়। কিন্তু মার্ডক এস ম্যাসন তেমন নয়। সেই ছোটবেলা থেকেই সে অন্যরকম। যে-কোনও জীবন শেষ হওয়া দেখতে ভালবাসত সে। কৈশোরেই তাকে খুনের নেশা পেয়ে বসে। পনেরোতে পড়তেই প্রথম মানুষ খুন করে সে। বাচ্চা ছেলেটাকে খুন করতে সে যে কী আনন্দ পেয়েছিল!

দ্বিতীয় খুনটা করবার সময় প্রথম বুঝতে পারল, সে আসলে বৈচিত্র্য পিয়াসী—নানান ভাবে মানুষ খুন করতে চায়। এটা তার একমাত্র আনন্দ। এরপর থেকে তা-ই করেছে সে। কিন্তু এখন তার দৈহিক অসুবিধার কারণে খুন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটা খুন করে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে, ওটার কারণে ডান কোমর ভেঙে গেছে তার। হাড়ের ব্যথা তাকে ধীর করে দিয়েছে। কিন্তু যার যা অভ্যাস—বদলানো যায় না, এখনও প্রতিমুহূর্তে খুন নিয়ে চিন্তা করে সে।

আর আজকাল তো মৃত্যুর ছক আঁকাই তার পেশা। অন্যদের হয়ে খুনের পরিকল্পনা করে সে। তাতে লক্ষ লক্ষ ডলার আসেও।

কিছুটা দূরে বালির ঢিবির কাছে বেশ কিছুটা জায়গায় দীর্ঘ ঘাস আছে, তার ওপাশে চোখের কোণে সামান্য নড়াচড়ার আভাস পেল মার্ডক। মৃত ডলফিনের উপর থেকে চোখ সরিয়ে ওদিকে তাকাল। দূরের ওই আবছা লোকটা ভোরের ছায়ার ভিতর দিয়ে ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। লোকটা বিজনেস স্যুট পরেছে, হাতে একটা ব্রিফকেস। মুহূর্তে মার্ডক বুঝে ফেলল তিনটে উপায়ে লোকটাকে খুন করতে পারবে সে।

এগিয়ে আসছে লোকটা, এবার মার্ডক বুঝতে পারল শিকারটা

আসলে ওরই অ্যাসিস্ট্যান্ট, কেভিন হ্যাক্সলে।

যুবক সামনে এসে থামবার আগেই মার্ডক বুঝতে পারল, আরও তিনটে পথে ওকে শেষ করা যায়।

'বস, আবারও সমস্যায় পড়ে গেছি আমরা,' বলল কেভিন হ্যাক্সলে। মার্ডকের কটেজ থেকে দ্রুত পায়ে হেঁটে এসেছে বলে ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে সে।

একটা কাঁকড়া ডলফিনের মাংসে কামড় বসিয়েছে, ওটার দিকে চোখ রাখল মার্ডক। 'এবার কী হয়েছে, কেভ?'

'কেউ আমাদের ওয়েবসাইটে আবার ঢুকেছে,' কণ্ঠের অস্বস্তি চেপে রাখতে পারল না যুবক।

ছোকরাকে বেশ ভালই লাগে মার্ডকের। চটপটে। কিন্তু একটুতেই ঘাবড়ে যায়।

'কী বললে? ওই ওয়েবসাইটে আমাদের বিজ্ঞাপন দিচ্ছ নাকি তুমি?' মরা ডলফিনের দিক থেকে ফিরাল মার্ডক, গলফ ক্লাবটা নিয়ে বগলের ফাঁকে রাখল। হিপের ব্যথা সহ্য করে সৈকতের উপরের দিকে রওনা হলো। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, যাদের হয়ে এ কাজটা করছি, তারা মোটেই খুশি হবে না?'

'জানি।' মার্ডকের পাশে হাঁটছে কেভিন। 'আমার ধারণা হ্যাকারদের একটা দল আমাদের পিছু লেগে গেছে।'

'চিন্তা কোরো না, কেভ, আবারও তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা নেব আমি।'

জুলি ম্যাসন প্রকাণ্ড কাঁচের দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে, সাগরের দিকে যেসব বালির ঢিবি, ওগুলোর দিকে তাকিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। একটু আগে সূর্য উঠেছে, সেই রোদে কটেজের বিরাট ফেরিম্যান ঘরটা ঝলমল করছে। যারা দ্বীপে থাকে না, তারা বাড়িটাকে ম্যানসন বলবে, কিন্তু জেকিল আইল্যাণ্ডের বাসিন্দারা সেই পুলিৎযার, মর্গান বা রকওয়েলারদের

সময় থেকে ছোট-বড় সব বাড়িকে 'কটেজ বলে। মার্ডক ও জুলি নতুন একটা কটেজে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বীপটা মিলিয়নেয়ারদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে আমেরিকান সরকার, কিন্তু আইনত এখানে এক তৃতীয়াংশ কটেজ ভাঙা বা পরিবর্তন করা যাবে না।

জুলির দীর্ঘ রুপালি চুল নতুন সূর্যের আলোয় চকচক করছে। মহিলার বয়স চৌত্রিশ, কিন্তু মাত্র সতেরো বছর বয়সে হঠাৎ একদিন তার কালো চুলগুলো পেকে শনের মত হয়ে যায়। অবশ্য ওই সাদা চুল ছাড়া তার মধ্যে বয়সের আর কোনও ছাপ দেখা যায় না। যেন সেই সতেরো বছরেই আটকে গেছে। এখন সাদা সানড্রেস পরেছে সে, রক্তিম রোদে দেহের রমণীয় বাঁকগুলো খুব সুন্দর ভাবে দেখা যাচ্ছে। কমনীয় মুখে আপাতত দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। ওর স্বামী আজও একা হাঁটতে বেরিয়ে গেছে। স্বামী পাশে না থাকলে সবসময় চিন্তা হয় তার। ওই জিনিয়াস মানুষটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে, কিন্তু এ তো আর অস্বীকার করা যাবে না, মানুষটা দয়ামায়াহীন এক খুনি। জুলির মন বলে একদিন এভাবে আইন ফাঁকি দিতে দিতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়বে মার্ডক। তবে মন এ-ও বলে, মার্ডক আবার মানুষ হত্যা না করলে ধরা পড়বে না।

চার বছর হলো স্বামীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে খুন করবার পথ থেকে সরিয়ে এনেছে সে। আট বছর আগে মার্ডককে বিয়ে করেছে সে, তারপরেও মানুষটা দশজন লোককে খুন করেছে। আজ থেকে নয় বছর আগে মার্ডক ওকেও খুন করতে চেয়েছিল। তখনই তো দু'জনের প্রেমটা হলো! মার্ডক সেসময় চুল ছোট করে রাখত, গালে কোনও দাড়িও ছিল না। চওড়া ফ্রেমের চশমা পরত। পুলিশ ভাল কোনও বর্ণনা পেয়ে যেতে পারে, তাই ঘনঘন ফ্রেম পাল্টাত।

মার্ডক কয়েক মাস ওর পিছু নিয়েছে, নানাভাবে ভেবেছে কী

ভাবে নিজের হাতে মেয়েটাকে হত্যা করবে—ঠিক করেছিল খুনটা এমন ভাবে দেখাবে, যেন মনে হয় কোনও স্বল্প-বুদ্ধি লোক ভুলে খুন করেছে। পক্ককেশী সুন্দরী ওকে অমোঘ আকর্ষণে টানছিল। মার্ডক বুঝেছিল, ওই মেয়ের মধ্যে হত্যা করবার জিঘাংসা আছে। মানুষ মারা গেলে তাদের টুকটাক জিনিস সংগ্রহ করত ও। প্রায়ই গোরস্তানে গিয়ে অপরিচিত মানুষের কবর দেখত। মার্ডক পার্কে ওকে একবার নিজ হাতে একটা বিড়ালকে ঘাড় মটকে মারতে দেখে। জুলি কাজটা আনন্দের জন্য করেছিল। মার্ডক ওকে ওখানেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সাইকেলের চেইন দিয়ে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছিল সে। কিন্তু জুলির চোখে কোনও ভয় ছিল না। বহু মানুষের আতঙ্কিত চোখ দেখেছে মার্ডক, কিন্তু শ্বাস আটকে গেলেও জুলি যেন ঠিক সঙ্গমের আনন্দ পাচ্ছিল!

কিছুক্ষণ পরেই জুলির শ্বাস হারিয়ে যায়, দেহটা পার্কের গ্যারাজের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। আগে কখনও যা করেনি তা-ই করে মার্ডক, মুখে মুখ রেখে জুলির জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। উঠে বসেই আদর করে ওর ঠোঁটে চুমু দিয়েছিল জুলি। দু'জন সেখানেই মিলিত হয়, কোনও কথা হয়নি ওদের। সব শেষ হলে নীরবে পার্ক ছেড়ে চলে যায় মার্ডক।

কয়েক মাস পর আবারও জুলির সঙ্গে দেখা হয় মার্ডকের। তখন মাত্র মানুষ হত্যা করে এসেছে সে। একজোড়া তরুণ-তরুণীর গাড়িকে ধাক্কা দিয়েছিল মার্ডক। গাড়িটা ইণ্টারস্টেট-এর একটা দেয়ালে সরাসরি বাড়ি খেয়ে বিধ্বস্ত হয়। তরুণী উইণ্ডশিল্ড ভেঙে ছিটকে পড়ে। তরুণ স্টিয়ারিং হুইলের চাপে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। তরুণীকে হাসপাতালে নিতে না নিতেই মারা গেল। মার্ডক অ্যাম্বুলেন্সের পিছু নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়েটা কাউকে কিছু বলতে পারেনি। নার্সরা যখন বলল তরুণী মারা গেছে, আর থাকেনি মার্ডক, সোজা চলে গেছে জুলির অ্যাপার্টমেন্টে।

তখন রাত দুটো, দরজায় টোকা দিয়েছিল সে। জুলির পরনে ধবধবে সাদা রোব ছিল, কিন্তু মার্ডক ওকে চেয়েও দেখেনি। সোজা লিভিং রুমে ঢোকে সে, একটা কথাও বলেনি। জুলি তার কাছে এগিয়ে আসে, কোট খুলে নিয়ে ক্লজিটে রাখে। মার্ডক ওর দিকে একবার তাকায়ওনি, দেখছিল দূরের দেয়াল।

জুলি সামনে এসে দাঁড়ানোর পর মার্ডক চোখে চোখ রেখেছিল। এরপর দু'জন দু'জনকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে পিষতে থাকে, কাপড় উধাও হতে আধ মিনিটও লাগেনি। জীবনে দ্বিতীয়বারের মত পরস্পরকে অনুভব করে তারা।

পরদিন আর চলে যায়নি মার্ডক। সকালে নাস্তা তৈরি করেছে জুলি, চুপচাপ ডিমভাজা ও সসেজ খেয়েছে মার্ডক। খাওয়া শেষে চেয়ার ছেড়ে জুলিকে চুমু দিয়েছে, তারপর বিদায় নিয়েছে। সেদিন সত্যিই বিকেলে ফিরেছে সে, পরদিন নাস্তার পর প্রথমবারের মত জুলির সঙ্গে কথা বলেছে।

'আমার নাম মার্ডক। মার্ডক শিমার ম্যাসন। আমি একজন সিরিয়াল কিলার।'

এরপর থেকে জুলি ও মার্ডকের কখনও বিচ্ছেদ হয়নি।

কাঁচের ওপাশে পায়চারি করছে এখন জুলি, বারবার করে প্রার্থনা করছে, যাতে মার্ডক আবারও ওর কাছে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পর একটা বালির ঢিবির ওপাশে স্বামীর মাথা দেখতে পেল সে, কয়েক সেকেণ্ড পর মানুষটার কাঁধ দেখা গেল। তার পিছনে আসছে কেভিন হ্যাক্সলে। এই লোকই কম্পিউটার প্রোগ্রামটা তৈরি করেছে, নইলে ওরা এত বড়লোক হতে পারত না। মৃদু হাসল জুলি, পিছিয়ে গিয়ে সাদা একটা উইকার চেয়ারে বসল। এতক্ষণে স্বস্তি ফিরেছে মনে। তার মানুষটা ফিরছে!

এগিয়ে আসা লোক দু'জনকে দেখছে সে। তার স্বামী আগে আগে হাঁটছে। অহঙ্কার ও প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির কারণে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাকে পাত্তা দিচ্ছে না মার্ডক। কেভিন হ্যাক্সলে পিছনে পিছনে

আসছে, ভয় পায় সে মার্ডককে—ভাল করেই জানে সামনের ওই লোকটা বিনা কারণে তাকে মেরে ফেলতে পারে।

কী নিয়ে যেন দু'জন ব্যস্ত হয়ে আলাপ করছে।

জুলি বলতে পারবে না ওরা কী নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু বুঝতে পারল, তার স্বামী খুশি নয়।

মার্ডক উত্তেজিত হয়ে হ্যাক্সলেকে আবারও কী যেন বলল। তারপর দু'জনই চুপ হয়ে গেল। কটেজের কাছে চলে এসেছে তারা।

ম্যানসনের ফ্রেঞ্চ ডোরের সামনে স্বামীর মুখোমুখি হলো জুলি. তার হাত ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বস্ কথা বলবে, সেজন্য ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকল কেভিন হ্যাক্সলে।

বসে থাকল মার্ডক, দু'চোখ বন্ধ। মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিচ্ছে। ভাঙা হিপের তীব্র ব্যথা নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চলে আসছে, সেটা পাত্তা দেবে না সে। পুরো দু'মিনিট চুপচাপ বসে থাকল সে, তারপর চোখ খুলে বলল, 'ঠিক আছে, কেভ, দেখাও তুমি কী পেয়েছ।'

কোটের পকেট থেকে এক খণ্ড কাগজ বের করল হ্যাক্সলে, ওটা মার্ডকের হাতে দিল। 'নতুন এই হ্যাকারদের ধরেছি আমি। মোট চারজন। এদের মধ্যে দু'জনের ব্যাপারে আমি একটু বেশি চিন্তিত। এরাও সেইন্ট লুই-এর প্রোগ্রামার। আরেকজন আছে। বস্, বোধহয় এই লোকই এদের নেতা। এর কানেকশান্ কেটে দিয়েছি আমি।'

'সে আছে কোথায়?' কাগজে চোখ বোলাল মার্ডক। পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ মেসেজ করছে জুলি।

'নিউ অরলিন্সে,' বলল হ্যাক্সলে। চেহারায় মনে হলো চোর ধরতে পেরে আত্মতৃপ্তি পেয়েছে। 'লোকটার ডায়াল-আপ কানেকশান ট্রেস করতে পেরেছি আমি। সে মিসিসিপির তীরে

ছিল, একটা হোটেলে। এরপর মেমফিসের একটা পে-ফোন থেকে যোগাযোগ করে। এখন উত্তরদিকে চলেছে।' হ্যাকারকে ধরা প্রায় অসম্ভব ছিল, কাজেই কেভিনের চেহারায় গর্ব ফুটে উঠল।

কোনও প্রশংসা করল না মার্ডক, যুবককে পাত্তা না দিয়ে কাগজটা ফিরিয়ে দিল। 'মনে হয় সবকিছু সেইন্ট লুইয়ের দিকে আঙুল তাক করছে।'

'জ্বি, স্যর।'

উঠে দাঁড়াল মার্ডক এবার গলফ ক্লাবটা লাঠি হিসাবে ব্যবহার করল। 'ঠিক আছে, ভাল একটা পরিকল্পনা লাগবে। সেইন্ট লুই-এ আমাদের নিজেদের লোক থাকতে হবে।'

'জ্বি, স্যর।' হ্যাক্সলে দ্বিতীয়বারের মত মাথা দোলাল।

সিরিয়াল কিলারের কণ্ঠ গমগম করে উঠল, 'এখন থেকে আরও সাবধান হও, কেভ। আমাদের মূল অ্যাসাইনমেণ্টে বাধা এলে তোমার অসুবিধা হয়ে যাবে। তুমি একের পর এক ভুল করছ। তোমার তৈরি আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে আমাদের বাজেটের চেয়ে বেশি খরচ হয়ে গেছে।'

'জ্বি, স্যর,' হ্যাক্সলে কেঁচো হয়ে গেল। 'আর কোনও ভুল হবে না।'

টলতে টলতে বেডরুমের দিকে এগোল সিরিয়াল কিলার। স্বামীর পিছু নিল জুলি।

দরজা পার হয়ে দাঁড়াল মার্ডক, না ঘুরেই হ্যাক্সলের উদ্দেশে বলল, 'মিস্টার বার্নহার্টকে সেইন্ট লুই-এ পাঠাও। সে আমাদের বীমা হিসেবে থাকুক ওখানে।'

তিন

পিটারের শেষকৃত্যে যেতে ভাল লাগছে না রানার, কিন্তু তদন্ত শুরু করতে হলে ওই ফিউনারালে যাওয়াই উচিত। ভাড়া করা হোণ্ডা এস-২০১০ নিয়ে গতকালকের সেই চ্যাপেলে হাজির হয়ে গেল ও। আজকে দিনের আলোয় হার্সেল মরচুয়ারি ভালভাবে দেখতে পেল। পাথরের তৈরি ভবনটাতে কোনও শিল্প বলতে কিছু নেই।

মেটালিক গ্রে রোডস্টার নিয়ে পাথরের আর্চওয়ে পার হয়ে পার্কিং লটে চলে এল রানা। অনেকে এসেছে, তাদের গাড়িতে লট ভরে উঠেছে। বোঝা যায়, পিটারকে পছন্দ করত অনেকে। ফাঁকা একটু জায়গা পেয়ে গাড়ি রাখল রানা, নামবার পর দেখল আরেক দিকে গাঢ় নীল রঙের একটা ডজ ইনট্রেপিড থেকে নামছে জন ওভারটন। এক কৃষ্ণকেশী শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করছে সে। মেয়েটা হয় তার স্ত্রী, নয়তো গার্লফ্রেণ্ড।

রানা দেখছে বুঝতে পেরে হাতের ইশারা করল জন ওভারটন। জবাবে সামান্য মাথা দোলাল রানাও।

মরচুয়ারিতে ঢুকবার গেটে জন ওভারটন, তার সঙ্গিনী ও রানা প্রায় একইসঙ্গে পৌঁছে গেল, ভিতরে ঢুকল। প্রকাণ্ড হলে অনেকে দাঁড়িয়ে, বেশিরভাগই এখনও চ্যাপেলে ঢোকেনি। ওভারটন সঙ্গিনীকে পরিচয় করিয়ে দিল রানার সঙ্গে। মেয়েটির নাম ক্যারল, বান্ধবী। দু'চার কথা বলেই নড করে উল্টোদিকের লবির

দিকে চলে গেল সে। ওখানে মহিলারা দাঁড়িয়েছে।

'ওই যে ওখানে পিটারের স্ত্রী ভিকি দাঁড়িয়ে,' হাতের ইশারায় এক মহিলাকে দেখাল ওভারটন। রানা দেখল ক্যারল গিয়ে তাকে কী যেন বলছে। পিটারের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে ওভারটন। 'মেয়েটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। শুধু বাচ্চার কথা ভেবে সামলে রেখেছে নিজেকে।'

অতিথিদের দেখল সে, বেশিরভাগকে ভাল করেই চেনে। হাতের ইশারায় রানাকে দেখিয়ে দিল, এক পাশে পিটারের বাবা-মা দাঁড়িয়ে। পিটারের তিন ভাই এসেছে, ফেন্সিং ক্লাব থেকেও এসেছে অনেকে। পিটার ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিল। ওর কনিষ্ঠ ভাই এক কোনায় ভাতিজার সঙ্গে খেলছে। বাচ্চাটা জানে না কী হারিয়েছে। বড় হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করবে ওর বাবা কেমন মানুষ ছিলেন।

চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল রানা, ঠিক করে নিল এখন ওর প্রথম কাজ কী হওয়া উচিত। চারপাশ দেখে নিল ও, তারপর ওভারটনকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাণ্ডি বোগার্ট এসেছে?'

'ওই যে, সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে।' লম্বা মত এক লোককে দেখাল সে।

বোগার্টের চুলগুলো সোনালী। চিকন গোঁফ, কিন্তু খানদানী ভঙ্গিতে দু'প্রান্তে সামান্য মোচড় দিয়ে রেখেছে। তবে লোকটাকে দেখলে বোঝা যায় আগে অবস্থা একসময় সচ্ছল ছিল, এখন অসুবিধার মধ্যে আছে। সোয়্যাশবাকলার গোঁফ, লেজবিশিষ্ট ধূসর স্যুট-জ্যাকেট, দু'হাত পিছনে বেঁধে পা ফাঁক করে দাঁড়ানো —এসব থেকে বোঝা যায় লোকটা পুরানো আমলের ক্লাসিক স্টাইল পছন্দ করে। কিন্তু ওই স্টাইলের কারণেই ছোটখাটো ত্রুটি বড় হয়ে চোখে পড়ছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার তেমন টাকা-পয়সা নেই। জ্যাকেটটা পুরানো, জুতোর তলা একপাশ খেয়ে গেছে, টাইয়ের রং সামান্য জ্বলা, প্যান্টের কাফ-এ সেলাই।

শেষকৃত্যে এসেও বোগার্ট এমন ভঙ্গি নিয়েছে, যেন অতীতের আভিজাত্য বয়ে বেড়াচ্ছে এখনও।

রানার দৃষ্টি অ্যাণ্ডি বোগার্টের উপর থেকে সরে গেল। লোকটার সঙ্গে আলাপ করছে এক মেয়ে। রানার মনে হলো এই মেয়েটি জাদু জানে। হাসিতে কী যেন আছে। দেখতে যেমন, তেমনি তার দেহসৌষ্ঠব। নীলচে-কালো দীর্ঘ এলো চুল নেমেছে পিঠ বেয়ে, প্রায় হাঁটুতে গিয়ে থেমেছে। ওই নীল-ধূসর চোখ দেখে মনে হয়, যে-কোনও সক্ষম পুরুষের বুকে ঢেউ তুলতে পারে যখন খুশি। আবার এ-ও মনে হলো, ওই দু'চোখ প্রয়োজনে কঠোর হতেও জানে।

অনেক অপরূপা সুন্দরী দেখেছে রানা, কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ কী যেন আছে। গম্ভীর মুখে কথা বলছে সে বোগার্টের সঙ্গে, কিন্তু ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি-হাসি ভাব। যখন কথা শুনছে, বক্তার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছে। চোখ সামান্য বিস্ফারিত হচ্ছে। একটু ভেজা ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক। নখে লাল নেইলপলিস, আঙুলের ডগায় নখ সুন্দর করে ট্রিম করেছে। পরনে নীল ড্রেস, ওটা সম্ভবত রাতে বেড়াতে যাওয়ার পোশাক, ফিউনারালের নয়—কিন্তু ঠিকই মানিয়ে গেছে। হাসিতে দুঃখ মিশে আছে। এইমাত্র বোগার্ডের কথায় হাসল, ভদ্রচিত হওয়ায় সেটাও মানিয়ে গেল। মেয়েটাকে দেখছে রানা, ক্রমেই মুগ্ধ হচ্ছে।

'বোগার্টের সঙ্গে মেয়েটা কে?' বাধ্য হয়ে ওভারটনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আগে কখনও দেখিনি। দেখলে মনে থাকত।' আরেক দিকে চোখের ইশারা করল ওভারটন। 'ওই যে, বোগার্টের বউ, সামান্থা। পিটারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে।'

'বোগার্টের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই! তবে আগে চলো ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'ঠিক ' ফিউনারালের ভদ্রতা ভুলে গিয়েছিল রানা, তাড়াতাড়ি ওভারটনের পিছু নিল।

পিটারের স্ত্রীর দিকে এগোনোর সময় মাথা সামান্য নিচু করে প্রস্তুতি নিল ওভারটন। বিধবার সামনে গিয়ে আস্তে করে তার গালে চুমু দিল। সোজা হয়ে বলল, 'এখন কেমন বোধ করছ, ভিকি?'

'মনটাকে সামলে রাখতে পারছি, জন। এসেছ বলে অনেক ধন্যবাদ।' মহিলা কষ্টগুলো বুকের মধ্যে চেপে রেখেছে, প্রকাশ পাচ্ছে না।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, ভিকি,' রানার দিকে ফিরল জন। 'ইনি মিস্টার মাসুদ রানা। বাংলাদেশ আর্মির মেজর। পিটারের কাছে ফেন্সিং শিখতেন।'

কিছুক্ষণের জন্য মহিলার চোখ থেকে বিষাদ দূর হলো। জনের মুখে আর্মি, মেজর এসব শুনে অন্যদিকে মন দিয়েছে সে।

'আপনি সেই বাংলাদেশ থেকে উড়ে এসেছেন, মেজর?' জিজ্ঞেস করল বিধবা, চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'ঠিক তা নয়, ম্যাম। দুঃসংবাদটা আমি পাই মরোক্কোতে,' নরম স্বরে বলল রানা। এক বিন্দু মিথ্যা বলেনি ও।

'পিট বোধহয় আপনার কথাই বলেছিল, আপনি ওর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিলেন একটা গ্রাহাম স্পোর্টস কুপে নিয়ে।'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল রানা। কাঁধ ঝাঁকাল। 'কথা ছিল পিটার ফেন্সিঙের আরও কিছু কৌশল আমাকে শেখাবে। তবে নানান কাজে আর আসা হয়ে ওঠেনি।'

পাশে দাঁড়ানো সামান্থা বোগার্ট ভদ্রতার তোয়াক্কা না করে হঠাৎ বলে উঠল, 'তা হলে এখন আমার হাজব্যাণ্ড আপনাকে ফেন্সিং শেখাতে পারবে। আসলে পিটারকে ও-ই ফেন্সিং শিখিয়েছিল।'

মহিলার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ভিক্টোরিয়া। প্রচণ্ড রেগে গেছে।

রানা বুঝতে পারছে সামান্থা বোগার্টের দেয়া সুযোগটা নেয়া উচিত ওর। জন ওভারটন যেভাবে বোগার্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, তার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবে এই মহিলা।

মহিলাকে বলল রানা, 'তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে খুব খুশি হব।' পিটারের স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় চাইল ও, 'আশা করি আপনি এই ক্ষতি সামলে নিতে পারবেন, ভিকি। ভাল থাকুন।'

আরও কিছু বলবে কি না বুঝতে পারছে না রানা, কিন্তু সামান্থা বোগার্ট ছলবল করে উঠল, রওনা হয়ে গেল স্বামীর দিকে। সুযোগটা পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা, পিছু নিল।

চ্যাপেলের অ্যাটেণ্ডেন্টরা সবাইকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যাণ্ডি বোগার্ট এখনও চ্যাপেলে ঢোকেনি। মহিলা স্বামীর কাছে গিয়ে বলল, 'অ্যাণ্ডি, পিটারের ছাত্র ইনি, ফেন্সিং শেখেন। নতুন একজন কোচ খুঁজছেন।' রানার দিকে তাকাল মহিলা। 'আপনি হয়তো জানেন, অ্যাণ্ডিই পিটারকে ফেন্সিং শিখিয়েছিল।'

'তা-ই বুঝি? জানতাম না!' মন থেকে সামান্যতম আগ্রহ বোধ করল না রানা, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কথাটা বলল।

হাত বাড়িয়ে দিল অ্যাণ্ডি বোগার্ট। 'ভেবেছিলাম পিটারের সব ছাত্রকে চিনি আমি। মিস্টার...'

'রানা। মাসুদ রানা।'

'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার রানা। পিটারের সঙ্গে ফেন্সিং করতেন কবে?'

'চার বছর আগে। এর কিছুদিন পর ইংল্যাণ্ডেও ফেন্সিং করেছি আমরা। আয়ারল্যাণ্ডেও ট্রেনিং নিয়েছি ওর কাছে।'

সামান্থা বোগার্টের চোখ দুটো জুলজুল করে উঠল। বুঝতে পারছে এ-লোক পয়সাওয়ালা, একে গাঁথতে পারলে অনেক টাকা

পাওয়া যাবে—এমন কী ইংল্যাণ্ড ঘোরাটাও কপালে জুটে যেতে পারে।

কিন্তু অ্যাণ্ডি বোগার্ট মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। 'পিটারের সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কী করে?'

'কানাডায়, পিটার কুইবেকে একটা একযিবিশনে সেইবার ফেন্সিং করেছিল,' বলল রানা। 'তাকে এত কম নড়াচড়া করে লড়তে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু প্রয়োজনীয় মুভমেন্ট করছিল সে, ভবিষ্যৎ আক্রমণের খাতিরে।'

মুখটা কালো হয়ে গেল অ্যাণ্ডি বোগার্টের। রানার মনে হলো মুখের কথা দিয়ে প্রথম আঘাতটা করেছে ও।

অপেক্ষা করছে রানা, দেখা যাক এবার লোকটা কী বলে।

কিন্তু জানা হলো না আর। মরচুয়ারির অ্যাটেণ্ডেন্ট এসে দু'জনের আলাপে বাধা দিল, জানিয়ে দিল চ্যাপেলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

অ্যাণ্ডি বোগার্ট নিজের কার্ড দিল রানার হাতে, তারপর স্ত্রী সহ চ্যাপেলে ঢুকে পড়ল।

অনুসরণ করল রানা, জন ওভারটনের পাশের সিট খালি দেখে ওখানেই গিয়ে বসল। আইলের ওপাশে নীলচে-কালো দীর্ঘ এলো চুল নিয়ে বসেছে সেই মেয়েটি। জন ওভারটন জানাল মেয়েটির চারপাশের লোকগুলোকেও চেনে না সে।

আরও অনেকক্ষণ পর শোকযাত্রা গিয়ে থামল চার্চে, ওই মেয়ে তখনও অন্যদিকের আইলেই বসল। রানা বুঝল শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে এই মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সহজ কোনও পথ নেই।

বহু মানুষ এসেছে পিটারকে বিদায় দিতে। এসব অনুষ্ঠানে এত মানুষ আসতে খুব কম দেখেছে রানা। পিটারের রেইলি চাচা জেসুইট যাজক, তিনি ভাতিজার প্রশংসা করে বক্তব্য লিখে এনেছেন। পড়লেন। অন্তর দিয়ে বুঝল রানা, ভদ্রলোক একটি

কথাও মিথ্যা বলেননি। বন্ধুর জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পেল ও, যেগুলো জানত না।

চার্চ থেকে বেরিয়ে আসবার পর আবারও জন ওভারটনের সঙ্গে কথা হলো রানার।

'আজ রাতে আমরা ফেন্সিং ক্লাবের সবাই পিটারকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা জানাব,' বলল জন। 'তুমি আসবে?'

'পিটারের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হলে মন্দ হয় না,' বলল রানা। 'হয়তো ওখানে কেউ গাম্ভীর্য দেখাবে না।'

ক্লাবটা কোথায় সেটা জেনে নিল ও, তারপর বিদায় নিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ইউনিয়ন স্টেশনের হায়েট-রিজেন্সি হোটেলে উঠেছে ও। বিসিআইয়ের বুড়ো বাঘের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ওর। জানাতে হবে কোথায় আছে।

চার

সেইন্ট লুই ফেন্সিং-ক্লাব উত্তর সেইন্ট লুই কাউন্টি-চার্চের জিমনেশিয়ামটা ব্যবহার করে। ওখানে ঠিক সন্ধে সোয়া সাতটায় পৌঁছুল রানা। সাধারণ পোশাক পরেছে, টি-শার্টটা ওয়াই-নেক্‌ড্‌, সঙ্গে সুতির ট্রাউজার্স। জন ওভারটন আগেই রানাকে বলেছে, তাদের ক্লাবই ওকে মুখোশ, দস্তানা, জ্যাকেট ও তলোয়ার দিতে পারবে। অনেকদিন হলো রানার ফেন্সিঙের প্র্যাকটিস নেই, তবে সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, ঠিক করেছে, দেহ-মন থেকে জং দূর

করবার চেষ্টা করবে।

বিরাট দালানে কয়েকটা দরজা আছে, রানা সেগুলোর একটা থেকে জনের ডাক শুনতে পেল, 'রানা, এদিকে চলে এসো।'

জন ওভারটনের সঙ্গে জিমনেশিয়ামে ঢুকে রানা দেখল ছ'জন সদস্য আগেই এসেছে। চারজন এখন ওয়ার্মআপ করছে, দু'জন তলোয়ার নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমে পড়েছে। তাদের সঙ্গে রানাকে পরিচয় করিয়ে দিল জন। এরপর ওয়ার্মআপ করে নিল রানা, জনকে পছন্দের তলোয়ার বেছে নিতে দিল।

জনের সঙ্গে এক বাউট ফেন্স করল রানা।

পাঁচ-চারে জনকে হারিয়ে দিল ও, বুঝতে পারল যতটা ভেবেছে তার চেয়ে ভালই আছে ওর ফেন্সিঙের অবস্থা। ওর খেলা দেখে আগ্রহী হয়ে খেলতে এলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক, নাম কার্লোস ডিভেলো। তাঁর কথায় ইপি-তে রাজি হয়ে গেল রানা। দু'জন তীক্ষ্ণ মাথাওয়ালা তলোয়ার নিল, তবে ফলায় ধার থাকল না।

শুরু হলো দু'জনের লড়াই।

কিছুক্ষণ পর রানা বুঝতে পারল হাত-পায়ে যেসব পেশি ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলো সাধারণত অন্য কোনও কাজে ব্যবহার হয় না ওর। পেশিতে খিঁচ ধরছে। নিজের উপর আর ততটা সন্তুষ্ট নয় ও এখন। ভদ্রলোকের সঙ্গে তিন বাউট খেলে বিশ্রামের জন্য তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়াল ও।

এমনি সময় হঠাৎ অ্যাণ্ডি বোগার্টকে দেখতে পেল, লোকটা এইমাত্র জিমনেশিয়ামে ঢুকেছে। আর কাউকে যেন দেখতেই পেল না, সোজা ওর দিকেই এগিয়ে এল সে। মাতব্বরি চালে জোর গলায় বলল, 'আরে, মিস্টার মাসুদ রানা দেখি! তোমাকে এখানে আশা করিনি!'

অ্যাণ্ডি বোগার্টকে ইচ্ছে করেই আজকের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়নি। বিরক্ত হয়ে নিচু স্বরে বলল জন, 'তুমি কেন, অ্যাণ্ডি?

তোমাকেও তো আমরা আশা করিনি!'

শুনে ফেলেছে লোকটা, থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হলো নিজেকে শান্ত করবার জন্য চোখ বন্ধ করল সে, তারপর জনের দিকে তাকাল, পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তা তুমি কেমন আছ, হে?'

প্রাক্তন রেঞ্জার জবাবে হাসল, 'একটু আগেও ভাল ছিলাম।'

'তোমার জন্য সেটাই বা কম কী।' রানার দিকে ফিরল বোগার্ট, 'রানা, এক দান খেলবে না কি?'

'কী খেলতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পিটার আর আমার ছোট্ট একটা খেলা ছিল, আমরা নিয়মমত সেইবার নিয়ে দাগে দাঁড়াতাম না, বদলে একটা বৃত্তের মধ্যে খেলতাম। এক খোঁচা, ব্যস, বাউট শেষ।'

'খুব কঠিন তো মনে হচ্ছে না,' বলল রানা।

'তবে নিয়মটা একটু বদলে নিয়েছি আমরা, ফেন্স করার সময় জ্যাকেট পরি না। শার্টও থাকবে না। প্রতিপক্ষের তলোয়ার প্রতিপক্ষের চামড়া চিরবে। আসলে এতেই খেলাটা জমে ওঠে, তোমার কী মনে হয়, রানা?'

বাধ্য হয়ে মুখ খুলল জন, 'কী শুরু করলে, অ্যাণ্ডি। বেশিরভাগ সময় আমি যুক্তির ধার ধারি না, সেই আমিও বুঝতে পারছি ওভাবে তলোয়ারবাজি বিপজ্জনক। চার্চ যদি টের পায় এখানে এসব করছি, পোঁদে লাথ্ মেরে আমাদের বের করে দেবে।'

বাধা দিল রানা, 'কোনও সমস্যা হবে না, জন।' বোগার্টের দিকে তাকাল ও, 'আমি রাজি, বোগার্ট। আর সব নিয়ম কী?'

'আর কোনও বাড়তি নিয়ম নেই। সেইবারের সাধারণ নিয়ম চলবে। পা ছাড়া দেহের যে-কোনও জায়গায় ছোঁয়া মানেই পয়েন্ট। সেটা ফলা দিয়েই হোক, বা ডগা দিয়ে। আমরা শুধু একটা নিয়ম বদলেছি, বৃত্তের মধ্যে লড়তে হবে।' হাসল বোগার্ট।

'যে আগে রক্ত বের করতে পারবে, সে জিতবে। আমরা আগে কখনও এই খেলার নাম দিইনি, এবার হয়তো এটাকে পিটার মেমোরিয়াল বলা যাবে।'

নিজের প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট আনবার জন্য জিমনেশিয়ামের এককোনায় চলে গেল বোগার্ট। রানা জ্যাকেট খুলতে ব্যস্ত।

'আসলে, কেউ প্রস্তাব দিলেই কিন্তু তুমি এভাবে লড়াই করতে বাধ্য নও, রানা,' বলল জন।

'আমার জন্য চিন্তা কোরো না,' বলল রানা। 'আমি যে-খেলায় আছি সেখানে এরচেয়ে অনেক বেশি বিপদ থাকে। তা ছাড়া, আমরা তো প্র্যাকটিস ব্লেড দিয়ে লড়ব।'

'তা ঠিক, কিন্তু তারপরেও সবাই জ্যাকেট পরে খেলে। বোগার্ডের তলোয়ার যদি ভেঙে তোমার দেহে ঢোকে...'

'আমি সাবধান থাকব,' থামিয়ে দিল রানা। 'কখনও এই খেলা আগে খেলেছ?'

'হ্যাঁ। পিটারের সঙ্গে দু'চারবার।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'বাড়তি কোনও কৌশল আছে?'

'সাধারণ বাউটের চেয়ে অনেক সাবধানে লড়ে সবাই, সর্বক্ষণ আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে খেলে। এক টাচ মানেই খেলা শেষ। অনেক সময় রক্তা-রক্তি হয়ে যায়, কাজেই কেউ ঝুঁকি নিতে চায় না। মাথায় রেখো, বোগার্ট নীচ ধরনের মানুষ। তুমি নতুন হও বা দুর্বলই হও, ও সুযোগ নিতে একটি মুহূর্ত দেরি করবে না। তবে বোগার্ট বেশি কেতা দেখাতে গেলে সুযোগ পেয়ে যাবে তুমি। ওর ব্যাপারে আমাকে পিটার একথাই বলেছিল। আমি অবশ্য কখনও বোগার্টের মুখোমুখি হইনি।'

'আর কোনও আইন নেই, এ-ই তো?' মৃদু হাসল রানা। 'তা হলে আমি তৈরি।'

রানা শার্ট খুলে ফেলায় সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর বাহু-কাঁধ-বুক

দেখল জন ওভারটন, নিঃশব্দে শিস দিয়ে বলল, 'সত্যি বলছ, আগে কখনও এই খেলায় নামোনি?'

জিমনেশিয়ামের মাঝখানে একটা বড় বৃত্ত দেখল রানা। ওটা অন্য কোনও খেলার জন্য আঁকা হয়েছে। এগোল ও বৃত্তের দিকে। অ্যাণ্ডি বোগার্ট এল ওদিক থেকে। দু'জন বৃত্তের মাঝখানে মুখোমুখি হলো। আর সব ফেন্সার চুপ হয়ে গেছে, বুক-খোলা দুই পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে। বোগার্ট ও রানা মুখের উপর মুখোশ টেনে নিল, সেইবার হাতে *এন গার্ডে* হলো।

রানা জানে বোকার মত লড়ছে ও, এ-লড়াই না হলেই ভাল হতো। বোগার্ট ফেন্সার হিসেবে দক্ষ, নিয়মিত প্র্যাকটিস করে। পিটারের কথা মনে পড়ল রানার। ও বারবার বলত, 'তুমি প্রতিপক্ষ ফেন্সারকে ভালভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে সে কেমন ধরনের মানুষ।' ইতিমধ্যেই অ্যাণ্ডি বোগার্ট সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছে ও।

নিয়ম অনুযায়ী মাস্কের সামনে সেইবার উঁচু করে পরস্পরকে স্যাল্যুট করল বোগার্ট ও রানা। পরমুহূর্তে হাত নামিয়েই সামনে বাড়ল বোগার্ট, রানার পেট লক্ষ্য করে সেইবার চালাল। লোকটা কী করবে আগে থেকেই ঠিক করেছে, যে-কারণে একটু অবাক হলো রানা। এক পা পিছিয়ে গেল ও, দ্রুত সেইবার নামিয়ে আনল অগ্রসরমান সেইবারের পাতের উপর। ইস্পাতে ইস্পাতে ঠনাৎ করে আওয়াজ হলো। রানার সেইবারের ফলা তাক হয়ে গেল মেঝের দিকে। শত্রুর আক্রমণ ঠেকিয়েছে বটে, কিন্তু মনে মনে নিজেকে গালি দিল—স্রেফ পাগলের মত সেইবার চালিয়ে রক্ষা পেয়েছে। এখন থেকে সাবধান হতে হবে।

অ্যাণ্ডি বোগার্ট এবার ওকে খেলাতে শুরু করল। বুঝবার উপায় নেই লোকটা পরমুহূর্তে কীভাবে হামলা করবে। আবারও পিছাতে বাধ্য হলো রানা, এরপর কী করবে সেটা ঠিক করবার জন্য একটু সময় নিতে চাইল। কিন্তু সুযোগ দিল না বোগার্ট,

দু'পা এগিয়ে এল, সেইবার উপরে উঠিয়ে এনেই রানার বাম কাঁধ লক্ষ্য করে চালাল। এবারও সেইবার দিয়েই ঠেকাল রানা, তবে সেটার মধ্যেও কোনও দক্ষতা ছিল না। সময় নাও, নিজেকে বলল রানা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। পিটার ওকে শিখিয়েছে কীভাবে কম নড়াচড়ায় খেলতে হয়। পাগলামি করলে ঠিক সময়ে এগিয়ে সেইবারের ডগা কাজে লাগানো যাবে না।

কিন্তু দেরি হয়ে গেল রানার। বোগার্ট তার সেইবার উপরে তুলেই দ্রুত নামিয়ে আনল ওর বাম কাঁধের উপর।

'আহ্,' এবার মুখেই বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। প্র্যাকটিস সেইবার রক্তের প্রথম স্বাদ পেল। ভোঁতা ব্লেড কাঁধের চামড়া ফাটিয়ে দিয়েছে। ধারাল সেইবার অনেক ক্ষতি করত, কিন্তু ব্যথা কম লাগত। নিজের উপর রাগ হলো রানার। মোটেই ভাল খেলছে না ও।

বোগার্ট এক টানে মুখোশ খুলল, গ্লাভ্স্হীন হাতটা নিয়ম মত দোলাল—আপাতত ফেন্সিং বন্ধ। 'ভালই চেষ্টা করেছ, রানা। তবে মনে হচ্ছে ভাল কোনও লোকের কাছে শেখোনি তুমি।'

শালা একটা আস্ত হারামজাদা, মনে মনে বলল রানা। পিটার মারা গেছে, কিন্তু এই শুয়োরটার কাছে ওর এখন প্রমাণ দিতে হবে পিটার সত্যিকার ভাল কোচ ছিল।

'বুঝতে পারছি এই খেলাটা তোমার আবিষ্কার, নিয়মও তুমি বানিয়েছ,' বলল রানা। 'কিন্তু পাঁচ পয়েন্টের টুর্নামেন্ট হলে কেমন হয়? পাঁচবার যে জিতবে সে চ্যাম্পিয়ন। চলে?'

তলোয়ার সহ হাত নেমে গেল বোগার্টের, বিজয়ীর হাসিটা অদৃশ্য হলো ঠোঁট থেকে। 'ঠিক আছে, রানা,' হাসি-হাসি চেহারা করল সে। 'শেষে আবার এ খেলাকে রানা মেমোরিয়াল না বলতে হয়।'

আবার বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়াল দুই প্রতিযোগী। এবার রানা মুখোশ পরবার আগেই স্যালুট জানাল, তারপর তৈরি

হলো।

বোগার্ট কয়েক সেকেণ্ড দেরি করল। 'আমি এখন একে আছি, তুমি আছ যিরোতে।' মুখোশ পরে নিয়ে মুখোমুখি হলো সে।

এবার শুরুতেই স্টেপিংগুলো আগের চেয়ে অনেক ভাল হলো রানার। প্রথমেই বুঝতে পারল বোগার্ট যতদ্রুত সম্ভব খেলা শেষ করতে চাইছে। কয়েক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তলোয়ার চালাল রানা, তারপর দ্রুত এগিয়ে আক্রমণে গেল। ওর সেইবার ঠেকাল বোগার্ট, কিন্তু আরও হামলার মুখে তাকে দু'পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো।

দু'জন এগিয়ে-পিছিয়ে নানাভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করল। কিছুক্ষণ পর দু'জনই আত্মরক্ষা-মূলক ভঙ্গি নিল। রানা মনে মনে ভাবল, জন যা বলেছিল সেটাই শুরু হয়েছে—এখন ওদের মনোভাব দেখে মনে হচ্ছে আসলে সত্যিকারের তলোয়ার দিয়ে শত্রুকে শেষ করবে। দু'জনই অতি সাবধান। অন্তত পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল, পরস্পর অন্যের সেইবারের ফলা থেকে দূরে সরে ঘুরল, শত্রুর দুর্বলতা খুঁজল। এরপর রানা প্রথমবারের মত সুযোগ বের করে নিল।

বোগার্ট তার সেইবারের মাথাটা মেঝেতে নামিয়ে এনেছে।

জন যা বলেছে সেই সুযোগটা এসেছে এবার, বোগার্ট তার কেতা দেখাতে শুরু করেছে।

দ্রুত এগোল রানা, কিন্তু শেষমুহূর্তে বোগার্ট একপাশে সরে গেল। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখছে সে, এদিকে তার সেইবার মাথার উপরে তুলে ফেলেছে—এবার পাশ কাটানো শত্রুর পিঠে নামিয়ে আনল। তীব্র ব্যথায় চেহারা কুঁচকে গেল রানার, সামান্য কাতরে উঠল। আওয়াজটা চেপে রাখতে পারেনি বলে নিজের উপর রেগে গেল।

'তা হলে, আমি দুই, আর তুমি শূন্য,' বলল বোগার্ট। আধখানা বাউ উপহার দিল সে রানাকে।

রানার মনে হলো, লোকটা সরে যাওয়ার কৌশলটা খাটিয়ে এখন নিজেকে অভিনন্দন দিচ্ছে। ওর স্বীকার করতে হলো, বোকার মত ফাঁদে পড়েছে ও। লোকটা যে ওরকম চট্ করে সরে যাবে সেটা ভাবেনি, সাধারণ ফেন্সিঙে ওরকম নিয়ম নেই।

প্রতিযোগিতায় একটা রেখার উপর থাকতে হয়, রানা অতটা ভাবেনি যে প্রতিদ্বন্দ্বী এভাবে মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে যাবে।

শরীর থেকে ঘাম মুছতে সরে এল রানা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল জন ওভারটন। 'কালকে তোমার চামড়া-ছোলা কাঁধের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আরও লড়বে, নাকি বাদ দেবে? আমার তো মনে হয়...'

'ব্যথা যতটা দেখাচ্ছে তত বেশি না, জন। বোগার্ট মাত্র দুই পয়েন্ট এগিয়ে আছে।'

'তা ঠিক, কিন্তু তুমি কী ওরকম আরও আঘাত সহ্য করতে পারবে?'

'পারব, যদি বদলে একই জিনিস ওকেও দিতে পারি,' বলল রানা। আঙুল দিয়ে ভ্রূ থেকে ঘাম ফেলল, মুখোশ পরে নিয়ে আবারও বৃত্তের মাঝখানে দিয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে বোগার্ট।

কয়েক মিনিট পার হলো, দু'জন এগোল-পিছাল, পরস্পরের হামলা-পরিকল্পনা বুঝতে চাইল। তিন নম্বর পয়েন্ট পেল বোগার্ট রানার মুখোশে খোঁচা মেরে।

বিগলিত হাসি দিল বোগার্ট। 'বুঝলে রানা, তোমার কপাল খুলেছে, এবার ব্যথা পেতে হলো না। তবে আমি আছি তিন পয়েন্টে, আর তুমি শূন্যে।'

পরের রাউণ্ড দীর্ঘ হলো। রানা আত্মরক্ষা-মূলক ভঙ্গিতে খেলল, বোগার্টকে সময় নিয়ে বুঝতে চাইল। মনে বসতে দিল যে এই খেলা আর ঐতিহ্যবাহী সেইবার এক নয়। এখন বুঝতে পারছে বৃত্তের সীমানার কাছ থেকে লড়াই করলে সুবিধা পাবে ও। পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, বোগার্ট চাইলেও ওকে কোণঠাসা

করতে পারবে না। ও আক্রমণাত্মক হচ্ছে না, লোকটাকে বিরক্ত করে তুলছে, যাতে বাড়তি ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ পর সেইবার বাগিয়ে এগিয়ে এল বোগার্ট, ফলাটা সামান্য টোকায় বামে সরিয়ে দিল রানা, পরমুহূর্তে নিজের ফলাটা সরিয়ে নিয়েই পাশ থেকে বোগার্টের বুক চিরে দিল।

তীক্ষ্ণ কিন্তু ছোট্ট একটা চিৎকার দিল বোগার্ট, মাথা নিচু করে ক্ষতটা দেখল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ভালই, রানা। থ্রি-ওয়ান।'

পরের পয়েন্টও রানাই পেল। কিছুক্ষণ পিছাল ও, তারপর সামান্য সময় সেইবারে-সেইবারে ঠোকাঠুকি হলো। এরপর হঠাৎই এগোল রানা, বোগার্টের বাম কাঁধের চামড়ার বড় একটা টুকরো ছিঁড়ে নিল।

এবার স্কোর বলল রানা, 'থ্রি-টু, বোগার্ট।'

পরের পয়েন্টের জন্য দু'জনই সতর্ক থাকল, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করল। আশা করছে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও ত্রুটি করবে। এবার ভুল করল রানা। বোগার্ট আক্রমণ করবার ভান করেছিল, রানা এক পাশে সরে যেতেই সে-ও লাফিয়ে এগিয়ে এল, শত্রুর কিডনির উপরের চামড়া-মাংস ছেঁচে দিল। বোগার্ট এখন আছে চার পয়েন্টে, রানা দুই। আর একবার টাচ করলেই জিতে যাবে বোগার্ট।

রানা এখন জানে যে-করে হোক ওকে জিততে হবে। পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ হতে পারে, দুনিয়ার সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক মন্দা আসতে পারে, হেরোইন স্মাগলিং রিং মানুষের বারোটা বাজাতে পারে—কিন্তু অন্য-কোনও দিকে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই ওর। শুধু আছে ওর জেতার ইচ্ছা আর মৃত পিটারকে দেয়া প্রতিশ্রুতি।

অ্যাণ্ডি বোগার্ট এখন দ্রুত প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে চাইছে, বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে—মাসুদ রানা এলেই শুরু

করা যাবে। আর এক খোঁচা... কিন্তু রানা ওর তোয়ালে খুঁজতে গিয়ে দেরি করল, মুখ থেকে ঘাম মুছল, বোতল থেকে গলায় পানি ঢালল, কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিল, তারপর বৃত্তের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

'এবার নিশ্চয়ই আমরা তৈরি?' টিটকারির সুরে বলল বোগার্ট। কোনও জবাব দিল না রানা, তারের মুখোশটা পরে নিল। ওর দেহে ওটাই একমাত্র জিনিস যেটা বোগার্টের স্টিলের ভোঁতা তলোয়ারকে ঠেকাতে পারবে।

'তা হলে শুরু করা যাক,' নির্দিষ্ট জায়গায় সেইবার বাগিয়ে দাঁড়াল বোগার্ট।

শুরু থেকেই লোকটার হামলাগুলো অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক হলো। শেষ পয়েন্ট জিতে নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। এখন একটা পয়েন্টই যথেষ্ট। বোগার্ট তাড়াহুড়ো করছে বলেই আবার সুযোগ পেয়ে গেল রানা, প্রায় আগের মতই একপাশ থেকে সেইবার চালাল ও, আবারও বোগার্টের বুক চিরে দিল। পরের পয়েন্টও পেল রানা বোগার্টের ডান বাহু থেঁতলে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতটা রক্তের বিন্দু দিয়ে ভরে উঠল।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপাতত ড্র করেছে।

রানা জানে, এর পরের বাউট হবে খুব কঠিন।

এবার দেরি করল বোগার্ট, চেয়ারে বসে নিজের ক্ষতগুলো পরিচর্যা করল, ধৈর্য নিয়ে রানা বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে এসে দাঁড়াল বোগার্ট। 'ঠিক আছে, রানা, চার-চার।'

লা বেলে, ভাবল রানা। এই পয়েন্টের নাম পিটারের কাছে শুনেছে। ড্রয়ের পরে জেতার পয়েন্ট। টুর্নামেন্টে এবারের বাউটই হবে সবচেয়ে পরিশ্রমের, সবচেয়ে উত্তেজনার। এই পয়েন্টের কথা ভেবে এটাকে সুন্দরী মহিলার সঙ্গে তুলনা করা হয়। অনেক খেটে-পিটে, ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে এই পয়েন্ট পেতে হয়, গায়ের

জোরে চলে না। রূপসী তখনই কাছে আসবে, যখন তুমি প্রমাণ করতে পারবে তুমি উপযুক্ত।

বোগার্ট শুরু করল ওভার-হ্যাণ্ড সুঁইপের মাধ্যমে। মাথার দিকে আসা সেইবারটা ঠেকিয়ে দিল রানা। কয়েক মিনিট পরস্পরকে আক্রমণ করল ওরা, প্রয়োজনে পিছিয়ে গেল। এরপর রানাকে পিছিয়ে দিতে চাইল বোগার্ট। কিন্তু রানা বারবার পাশে পা ফেলে সরে গেল। এ খেলায় বৃত্তের মধ্যে থাকলেই চলবে। কিছুক্ষণ পর তিক্ত হয়ে গেল বোগার্ট, নানাভাবে সেইবার চালাল, কিন্তু শত্রুকে বাগে পেল না। রানা জানে, এখন বোগার্টকে আক্রমণ করতে দিলে ওর কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা যাবে।

রানা এটাও জানে, লোকটা কিছুক্ষণ পর মাথা ঠাণ্ডা করে অন্য কৌশলগুলো কাজে লাগাবে। কপট আক্রমণ করল রানা। শত্রুর অস্ত্র ঠেকাতে গিয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা দেখাল বোগার্ট, তার সেইবার আরেকটু হলে হাত থেকে খসে পড়ল।

সুযোগটা নিল রানা, এক লাফে এগিয়ে ডানপাশ থেকে সুঁইপ করল। মনের চোখে টাচটা দেখতে পেল ও।

বোগার্ট আতঙ্কে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল, রানার অগ্রসরমান সেইবারের পাত ঠেকাল দ্রুত। দু'জনের সেইবারের ঠোকাঠুকিতে রানার সেইবার হাত থেকে পড়ে গেল। ওদিকে বোগার্টের তলোয়ারের পাত মাঝখান থেকে ভেঙে গেল। সেইবারের লম্বা, তীক্ষ্ণ পাত বেরিয়ে থাকল। কিন্তু বোগার্ট বোধহয় ভাঙা ব্লেড দেখতে পায়নি। রানার দিকে পূর্ণ মনোযোগ ওর। রানা ভারসাম্য হারিয়েছে, এই তো সুযোগ! লোকটা এখন অস্ত্রহীন! লাফিয়ে এগিয়ে এল বোগার্ট।

পিছলে পড়ে যাচ্ছে রানা, এমনসময় ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পাতটা দেখতে পেল—বৈদ্যুতিক আলোয় তীক্ষ্ণ টুকরোটা সোজা ওর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে নেমে আসছে! বাঁচবার এখন একটাই পথ আছে, মেঝেতে পড়ে শরীর গড়িয়ে দিল ও, সেইবারের ফলার

কাছ থেকে দূরে যেতে চাইল। কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত সরতে পারেনি। টের পেল ওর ডান বুকের উপরের মাংস ফুটো হচ্ছে! গড়ান দিল রানা, ইস্পাতের ফলা এবার ওর বাম বুকের চামড়া চিরে দিল। গড়াতে গড়াতেই গাল দিল ও, 'শালা শুয়োর!'

জন ওভারটন ও আরও কয়েকজন ফেন্সার খেলাটা দেখছিল, দৌড়ে এল, কী ঘটেছে দেখেছে ওরা, আরও কী হতে পারত ভাবতে গিয়ে চমকে গেছে সবাই, ঘিরে দাঁড়াল রানাকে।

আস্তে করে উঠে বসল রানা, কাঁধের নীচের ক্ষতটা দেখল।

'কী অবস্থা, রানা?' জিজ্ঞেস করল জন, ঝুঁকে তোয়ালে এগিয়ে দিল।

'ঠিকই আছি, কিন্তু বোগার্টের বোন দাগটা পছন্দ করবে না,' বলল রানা। টপটপ করে রক্ত নামছে বুক বেয়ে, মুছল।

আধমিনিট পর ঘাড়ের উপরে এসে দাঁড়াল বোগার্ট, বলল, 'সরি, রানা। এসব খেলায় এরকম একটু হয়ই। মনে হয় খেলা বন্ধ করা উচিত, ড্র-ই থাকুক।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ড্র করার কোনও দরকার নেই। আমি ঠিক আছি। খেলাটা শেষ করব আমরা।'

'বেশ,' রাগের সঙ্গেই বলল বোগার্ট। ঘুরে দাঁড়িয়ে আরেকটা সেইবার আনতে চলল সে।

রানার চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়ল জন। 'তোমার মাথাটা গেছে! ওই শালা তো তোমাকে মেরেই ফেলেছিল! বাংলাদেশ আর্মির লোকজন কী পাগল নাকি? তুমি এখন না খেললেও কেউ কিছু মনে করবে না। ড্র-ই তো যথেষ্ট!'

'ড্রয়ের খ্যাতা কিলাই,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'খ্যাতা? ওটা কী?'

'পরে বলব। মরে তো যাইনি। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। ভাগ্যদেবী আমার পক্ষেই আছে।'

এক সেকেণ্ড ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল জন ওভারটন,

তারপর হেসে ফেলল। ‘গত সামারে শিকাগোতে একটা টুর্নামেন্টে এই কথাই বলেছিল পিটার, এক বাউটে ওর মাস্ক ফুটো হয়ে গিয়েছিল—সেইবারের ব্লেড ওর নাকের সামনে দিয়ে আরেকপাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।’ রানার কাঁধে হাত রাখল সে, ‘ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে, কিন্তু আগে রক্ত পড়া তো বন্ধ করবে—ঠিক আছে?’

আজকের লা বেলে বোধহয় খেয়ালী নারী, কিন্তু রানা এখন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করেছে, যে-করে হোক ওই সুন্দরীকে ও জিতে নেবে। চার মিনিট পর বৃত্তের মাঝখানে বোগার্টের মুখোমুখি হলো রানা। বোগার্ট বুঝতে পেরেছে প্রতিপক্ষের জেদ চেপে গেছে। যে-লোক ওরকম খারাপ ক্ষত নিয়েও থামছে না, সে খেপেছে। এই কালা আদমির চোখদুটো যেন মুখোশের ভিতর থেকে জ্বলছে। এ এমন এক লোক, যে কিছুতেই হারতে রাজি না।

রানার ইন্দ্রিয়গুলো সতর্ক হয়ে উঠেছে, যেমন হয় ভয়ঙ্কর বিপদে। বৃত্তের ফিরে গিয়ে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভাবে হামলা চালাল ও, শত্রুকে মুহূর্তে মুহূর্তে পিছিয়ে দিল, কিনারে নিয়ে চলেছে। তাড়া খেলে সরীসৃপ যেমন কিলবিল করে সরতে চায়, বোগার্ট সেভাবে এদিক-ওদিক নড়ছে, একটু সময় চাইছে। কিন্তু নানাভাবে বারবার হামলা করছে রানা, কিন্তু অতিরিক্ত ঝুঁকি নিচ্ছে না। থামল না ও, বৃত্তের অপর প্রান্তের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

পদক্ষেপ বদলে দাঁড়াতে চাইছে বোগার্ট, কিন্তু বারবার তাকে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে রানা। একটু পিছনেই গোলাকৃতি রেখা। বোগার্ট বুঝতে পারছে, না থামলে বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে যাবে সে—বাধ্য হয়ে থেমে দাঁড়াল, উল্টো আক্রমণ করতে চাইল। রানার সেইবার টং করে লাগল বোগার্টের বেল গার্ডে। জিমনেশিয়ামের সব কোণ থেকে আওয়াজটা পাওয়া গেল। রানার সেইবার কয়েক পাক খেয়ে বোগার্টকে সামনে থেকে আটকে

দিল। লোকটার বুকের উপর ডগাটা রাখল রানা, ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর! 'টাচ্,' বলল। মুখোশ খুলে ফেলল।

রক্ত নেমে গেছে বোগার্টের মুখ থেকে, আস্তে করে মুখোশ খুলল সে, হ্যাণ্ডশেকের জন্য বাড়িয়ে দিল কাঁপা হাত।

ফেন্সিঙের নিয়ম অনুযায়ী বামহাতে হ্যাণ্ডশেক করল রানা।

বোগার্ট আর একটা কথাও বলল না, কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের ইকুইপমেন্ট গুছিয়ে নিয়ে জিমনেশিয়াম ছেড়ে চলে গেল।

কপাল থেকে ঘাম মুছল রানা, জন ওভারটনের সামনে গিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ, জন। অ্যাণ্ডি বোগার্ট ওই বোমা মারেনি। ওর সে-সাহস নেই।'

পাঁচ

অফিস সাপ্লাই অর্ডার থেকে চোখ তুলল লায়লা বিনতে রাব্বানী, কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঘড়ি দেখল—ইলেভেন:থারটি এ.এম। অথচ মনে হচ্ছে সারাদিন কাজ করেছে ও। আজ শুক্রবার, কালকে থেকে দুটো দিন ছুটি। লায়লা সেইন্ট লুই-এর জন্স অ্যাণ্ড ক্রাফ্ট-এর ম্যানেজার। ওরা প্যাকেজিং ডিজাইন করে। গোটা সপ্তাহে খুব চাপ গেছে ওর। ওদের রিসেপশনিস্ট ছুটিতে গেছে, তার কাজও ওকে করতে হচ্ছে। তার উপর আছে ওদের ফার্মের সিনিয়র গ্রাফিক ডিজাইনার পিটার উইলকিন্সের মৃত্যু—মানুষটার জন্য এখন চারগুণ ফোন আসছে। শুধু তাই নয়, এদিকে বুধবার ওদের কম্পিউটারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। গত সপ্তাহের বেশিরভাগ

ফাইলই হারিয়েছে ওরা। সান্ত্বনা এটুকু, সমস্ত কাজ গুছিয়ে নিয়েছে ও। সকাল থেকে রিপোর্টারদের ফোন আসছে, কাস্টোমাররা সহানুভূতি জানাচ্ছে—সবার সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল লায়লা। দিনের কাজ শেষ হলে বাঁচা যায়।

দরজার দিকে তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল মানুষটাকে। ফিউনারালে তাকে দেখেছে। এর কথাই বলেছে ও বান্ধবীকে, 'লিসা, জানো এক লোককে চার্চে দেখে আমি... ইশ্‌শ্‌, মনে হচ্ছিল ঠিক যেন, আইডিয়াল্‌ হাজব্যাণ্ড ছায়াছবির রুপার্ট এভারেট।'

লায়লার মনে হলো, বোধহয় আজ এই শুক্রবারের দিনটা শেষ হওয়ার আগেই কিছু ঘটে যাবে ওর।

অন্তরটাকে শান্ত করল ও, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'গুড মর্নিং, স্যর, ওয়েলকাম টু জন্স অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'একটা কাজে এসেছি। আমি মাসুদ রানা। মিস্টার ক্রাফ্‌টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

বিশ্বাস করতে পারছে না লায়লা, এ-লোক রুপার্ট এভারেট নয়, এ আরও সুন্দর! মানুষের চোখের মণি এত গাঢ় কালো হয়? ঠোঁটে মৃদু হাসি, রাগলে দেখতে কেমন হয় মানুষটা? ফোনের রিসিভার তুলে মিস্টার ক্রাফ্‌টের ডেস্কে কল দিল ও, বস ধরতেই জানাল, 'মিস্টার ক্রাফ্‌ট্‌, মিস্টার মাসুদ রানা নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' কালো মণির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল লায়লা। মন বলছে, এই অদ্ভুত সুপুরুষ হঠাৎ কীভাবে, কেন ওর সামনে এলো! ...জীবনে আসবে কী?

বসের বক্তব্য শুনে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, রিসেপশন ডেস্ক থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'মিস্টার ক্রাফ্‌ট্‌ এখন একটু ব্যস্ত আছেন, দশমিনিট পর আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আমাকে

বলেছেন, ততক্ষণ আমি যেন আপনাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেকশনগুলো দেখাই।'

মিস্টার ক্রাফ্‌ট আসলে বলেছেন কেউ যেন রানাকে চারপাশ ঘুরিয়ে দেখায়। লায়লা ঠিক করেছে ও নিজেই কাজটা করবে।

'বেশ,' রানা বলল। 'আসলে পিটার উইলকিন্সের অফিসটা দেখতে চাই আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লায়লা। মন থেকে মানুষটাকে দূর করতে চাইল, কিন্তু এত কাছে বলেই হয়তো লজ্জা এসে ভর করছে। টের পেল ওর গাল রক্তিম হয়ে গেছে। এ পুলিশ নাকি রে, বাবা! দেখা যাক কী করে! ওর বহু কাজ পড়ে আছে, যেগুলোর চেয়ে এই মিস্টার রানার সঙ্গে ঘুরতে অনেক ভাল লাগবে।

এজেন্সির এক ইন্টার্নিকে ডেকে লায়লা জানিয়ে দিল, ও যতক্ষণ মিস্টার রানাকে ঘুরিয়ে দেখাবে, ততক্ষণ যেন ফোনের দিকে খেয়াল রাখে।

লায়লা যেমন চমকিত, ঠিক সমানই বিহ্বল হয়েছে রানাও। নীলচে-কালো কেশিনী তুমি এখানে এলে কোত্থেকে? কী রে, রানা? ব্যাপারটা কী?

সুন্দরী পাশে হাঁটতে হাঁটতে এলিভেটর দেখাল।

লায়লা ব্যাখ্যা করল, পিটারের ডেস্ক উপর তলায়।

রানা ভাবল, তুমি যতই সুন্দরী হও মেয়ে, আমি তোমার দিকে বেশি মনোযোগ দেব না। লায়লার পোশাকের দিকে খেয়াল দিল রানা। খুব পেশাদারী ভঙ্গিতে পরেছে ও, কিন্তু গতবারের মতই দেহসৌষ্ঠব লুকিয়ে রাখতে পারেনি। পরনে পুরুষের শার্ট, কিন্তু নিখুঁত টেইলর্ড—শরীরের বাঁকগুলো এতে আরও দারুণ লাগছে। লম্বা কালো স্কার্ট নেমেছে হাঁটুর তিন ইঞ্চি নীচে, তবে বাঁ দিকে সাত ইঞ্চি নামবার পর একটা চেরা নেমেছে বাকি পথটুকু। স্কার্ট সামান্য ঢিলে, তবে পা ফেলার সময় উরুর কাছে ঠিক জায়গায় এঁটে বসছে। হুম! কোনও গহনা নেই, কিন্তু ডিম্বাকৃতি

ছোট্ট ওয়ায়ার-রিম্‌ড্‌ চশমার পরেছে। ওটার কারণে ইস্পাত-নীল চোখের ক্ষমতা বেড়ে গেছে নাকি? এই ছেমড়ি তো দেখি ওই চোখ দিয়ে চারপাশের সব লোককে ফ্ল্যাট করে দেবে!

এলিভেটরে উঠে রানা বলল, 'সরি, আপনার নামটা জানা হয়ে ওঠেনি আমার।'

'লায়লা। লায়লা বিনতে রাব্বানী।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। 'আপনি আরব?'

'আমার দাদা ইরাকি ছিলেন,' বলল লায়লা, কাঁধের উপর দিয়ে উজ্জ্বল হাসল। 'আমার মা-বাবা আমেরিকান। আমিও।' ফিফথ ফ্লোরে পৌঁছে গেছে এলিভেটর, দরজা খুলে যাওয়ায় পথ দেখাল সে, প্রকাণ্ড একটা অফিসে ঢুকল। ঘরটার আর্কিটেকচার সত্যি দেখবার মত। দালানটা আগে একটা কফি ওয়্যারহাউজ ছিল, সেইণ্ট লুই-এ এরকম গাঢ় লাল রঙের ইটের বাড়ি এখনও আছে। ঘরের একপাশে খোলা বিরাট লফ্‌ট্‌, ছয় মিটার পর পর কাঠের মোটা পিলার ওজন নিয়েছে। এ ঘরটা খোলা অফিস, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ডেস্ক ও টেবিল। তিনপাশের জানালা দিয়ে পুরানো শহর ভালমতই দেখা যায়। অফিসে এখন কাজ করছে ছ'সাতজন লোক। রানাকে কামরার পিছনে, পিটারের ডেস্কের দিকে নিয়ে এলো লায়লা। আসলে ডেস্ক নয়, বড়সড় দুটো কাঠের টেবিল জুড়ে ওটা তৈরি করা হয়েছে।

পিটারের ডেস্কে জিন্স ও টি-শার্ট পরা এক বেঁটেমত, টেকো লোক বসে আছে। ডেস্কের কাছে এসে রানা দেখল লোকটা পিটারের কম্পিউটারে কাজ করছে।

পরিচয় করিয়ে দিল লায়লা—গ্রেগরি গোমেজ, কোম্পানির 'কম্পিউটার গাই'।

পিটার একটা এইট কোর ম্যাক-প্রো ব্যবহার করত, সঙ্গে রয়েছে দুটো ২.২৬ গিগাহার্টয কোয়াড-কোর ইন্টেল সেওন 'নেহেলেম' প্রসেসর। ছয় গেগাবাইট মেমোরি। ৬৪০ গেগাবাইট

হার্ড ড্রাইভ। ১৮এক্স ডাবল-লেয়ার সুপারড্রাইভ, নেভিডিয়া জিফোর্স জিটি ১২০, সঙ্গে ৫১২এমবি। একপাশে চব্বিশ ইঞ্চি সোনি প্রফেশনাল এলসিডি মনিটর, ও অন্যপাশে সতেরো ইঞ্চি অ্যাপল স্টুডিয়ো ডিসপ্লে এলসিডি মনিটর।

গ্রেগরি গোমেজ জানাল, সে এখন পিটারের ফাইলগুলো হার্ড ডিস্কে তুলছে।

'হ্যাঁ, কয়েক দিন আগে হঠাৎ বজ্রপাতই হোক বা যা-ই হোক, এ দালানে আঘাত করে। আমাদের কয়েকটা কম্পিউটার ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে। পিটারেরটাও ওগুলোর মধ্যে একটা। আমাদের প্রাইমারি ব্যাকআপগুলোও খতম। ইউপিএস আর সার্জ প্রোটেকটরগুলো কিছুই ঠেকাতে পারেনি। তবু রক্ষা, এরকম হতে পারে ভেবে আমার বাড়ির কম্পিউটারে সব তুলে রাখি। তবে, প্রতি সপ্তাহে মাত্র একবার কাজগুলো তুলি। প্রত্যেকে গত কয়েকদিনের কাজ হারিয়েছি আমরা।'

'পিটার মারা যাওয়ার ক'দিন পর এটা ঘটে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনে হচ্ছে দু'দিন পর,' বলল গ্রেগরি।

'পিটার ওর কম্পিউটারে কী ধরনের ফাইল রাখত?'

'বেশিরভাগই ইলাস্ট্রেটর ফাইল, কিছু ছিল বড় ফটোশপ ফাইল। এ ছাড়া, বাকিগুলো এটা-সেটা।' গ্রেগরির চেহারায় প্রশ্ন ফুটতে শুরু করেছে।

ছোট্ট ট্রে-র মত একটা জিনিস, সেটা থেকে কয়েকটা তার চলে গেছে কম্পিউটারে। জিনিসটা দেখে কৌতূহল হলো রানার, জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী?'

ট্রে-টা দেখল গ্রেগরি। 'ওটা? পিটারের পার্সোনাল ম্যাকবুকের ডক। এসব পুরানো জিনিস আজকাল লাগে না। তবুও ব্যবহার করত পিটার। বাসায় যাওয়ার সময় ওটাতে করে কাজ নিয়ে যেত। ও যখন মারা গেল তখন ওটা গাড়িতেই ছিল।'

হঠাৎ পিটারের কম্পিউটারের স্ক্রিন কালো হয়ে গেল, তারপরই একটা রংচঙা থ্রি-ডিমেনশনাল চার্ট ভেসে উঠল, স্ক্রিনে আঁকাবুকি শুরু করল।

'দুশ্-শালার স্ক্রিন সেভার,' বিরক্ত হয়ে বলল গ্রেগরি। 'এটা সমস্ত প্রসেসিং টাইম খেয়ে নেবে।' কি-বোর্ড টিপবে বলে হাত তুলল সে, স্ক্রিন সেভার দূর করে দেবে।

তাড়াতাড়ি বাধা দিল রানা, 'এক মিনিট, গ্রেগরি, আমি ওটা একটু দেখতে চাই।'

'পাগলাটে স্ক্রিন সেভার, পিটার ডাউনলোড করেছে,' বলল গ্রেগরি। 'ও বলেছিল ওটার কাজ নাকি ডিএনএ-র সিকিউয়েন্সের তথ্য যোগাড় করে জটিল হিসেব-নিকেশ করা। কোন্ এক ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ওয়ার্ক। কিছু পেলে ওই ইউনিভার্সিটির কম্পিউটারকে পাঠায় ওটা।'

'আমরা কেন ডিএনএ প্রসেসিং করছি?' মিষ্টি সুরে জানতে চাইল লায়লা। স্ক্রিনটা দেখছে। রানাও প্রশ্নটা সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল।

'এসব আসলে সাধারণ ব্যাপার, মিস্টার রানা,' বলল গ্রেগরি। 'আমাদের মত প্যাকেজিং-ডিজাইনিং ফার্ম অবশ্য... হচ্ছে কী, যেসব প্রজেক্টে বড় মেইন-ফ্রেম ব্যবহার করা যায় না সরকারী টাকা বা অনুদান না পাওয়ায়, সেগুলোকে ভাগ করে দেয়া হয় ছোট অথচ শক্তিশালী ডেস্কটপ মেশিনগুলোতে। যেমন পিটারের এই মেশিন, অনেক সময় কাজ থাকে না, বসে থাকে—সেসময়টা এধরনের প্রোগ্রাম স্ক্রিন সেভার হিসাবে কাজ করে, আবার মানুষের উপকারও করে। ক্ষতি তো নেই, বরং ভাল কাজে মানুষকে সাহায্য করা যাচ্ছে। এসব সফ্ট্ওয়্যার একবার ইন্সটল করলে মেশিনের মালিককে পরে আঙুলও তুলতে হয় না, নিজেই কাজ করে যায়।'

'আপনি এটা সাধারণ বিষয় বলছেন?' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আজকাল এসব আর কিছু না। যেমন ধরুন সেটির কথা—মানে সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সংগঠন—ঠিক এরকমই একটা সেটআপ রেখেছে ওরা। আপনি যদি অনুমতি দেন, ওরা আপনার কম্পিউটার ব্যবহার করবে। ওদের রেডিয়ো টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া টনকে-কে-টন তথ্যের খানিকটা দেয়া হবে আপনার কম্পিউটারকে। ওটা প্রসেস করবে। যদি কিছু খুঁজে পায়, আপনাকে ক্রেডিট দেয়া হবে।'

রানা সন্তুষ্ট হতে পারল না। স্ক্রিনটা ভাল করে দেখল। ওটাতে লেখা—দ্য টুইন স্পাইরাল রিং: এ ডিএনএ সার্চ ফর কয অভ ট্রিসম ১৮।

ছোট একটা প্যারাগ্রাফ লিখে ট্রিসম আঠারোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওটা ক্রোমোজোমের মিসফাঙ্কশান, ডাউন'স সিনড্রোমের মত—কিন্তু এতে মৃত্যুর হার অনেকটাই বেশি। আরও বলা হয়েছে এ সফ্‌ট্‌ওয়্যার কীভাবে কাজ করে। গ্রেগরি যা বলেছে, মোটামুটি তা-ই লেখা। প্যারাগ্রাফ শেষে লুকানো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস আছে।

'আপনি এই ওয়েব অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চয়ই,' বলল গ্রেগরি। স্ক্রিন সেভার ক্যান্সেল করে নেটস্কেপ কমিউনিকেটর আইকন ক্লিক করল, অ্যাড্রেস লিখে এণ্টার দিল। স্ক্রিনে ফুটে উঠল: এরর ৪০৪: পেজ নট ফাউণ্ড।

অবাক হয়ে বলল গ্রেগরি, 'আশ্চর্য তো! মনে হয় এ মুহূর্তে পেজ ডাউন হয়ে আছে।'

'এই প্রোগ্রাম কি পিটার ওর ম্যাকবুকে তুলেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তা-ই তো মনে হয়।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ওটার একটা কপি দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই, তুলে দিচ্ছি একটা যিপ ডিস্কে।'

ডিস্কে ফাইলগুলো কপি করছে গ্রেগরি।

'আমার মনে হয় প্রোগ্রামটা পিটারের কম্পিউটার থেকে মুছে ফেলাই উচিত হবে,' বলল রানা।

সামান্য বিরক্ত বোধ করছে মানুষটা, তাড়াতাড়ি করে বলল, 'ঠিক আছে। ভাল কথাই বলেছেন।'

ছয়

একঘণ্টা পর হোটেলে ফিরল রানা। স্বাভাবিক রুটিন অনুযায়ী কাজ শুরু করল। ঘর পরীক্ষা করছে, দেখছে কোথাও কোনও জিনিস বদল হয়েছে কি না। কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলো, ওর ঘর পুরোপুরি পরিষ্কার। এবার রুমের ডেস্কে বসল ও, অ্যাটাচি কেস ডেস্কে রেখে খুলল। অ্যাটাচি কেসটা বিসিআই-এর কম্পিউটার ব্রাঞ্চ থেকে দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে সমস্ত স্ট্যাণ্ডার্ড ফিচার ও সিক্রেট সার্ভিস কম্পিউটার সিস্টেম।

কম্পিউটার বুট করল রানা, সাধারণ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে ম্যাক ওএস চালু করল। যিপ ডিস্ক দিল কম্পিউটারের মাল্টিডিস্ক ড্রাইভে। ওটা জনপ্রিয় সমস্ত ডিজিটাল স্টোরেজ মিডিয়াতে কাজ করে—বিসিআই-এর কম্পিউটার ব্রাঞ্চের প্রধান ডক্টর শরাফত আলী তৈরি করেছেন। কাস্টম সিক্রেট সার্ভিস প্রোগ্রামগুলো থেকে 'অ্যানালাইজ প্রোগ্রাম' বেছে নিল রানা, ওটা দিয়ে দ্য টুইন স্পাইরাল রিং প্রোগ্রামের যিপ

ডিস্কটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গেল।

এবার আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরাল রানা, জানে বেশিরভাগ লোকের মতই ও-ও বুঝবে না এ-প্রোগ্রাম কী বলতে চায়। সামান্যই বোঝে ও, এ-প্রোগ্রাম টিসিপি/আইপি অ্যাড্রেস থেকে তথ্য যোগাড় করে প্রসেস করবে, ওকে তথ্যগুলো জানিয়ে দেবে—এখন এর বেশি আর কিছু দরকারও নেই ওর।

সিগারেট শেষ করে অ্যাশট্রেতে ফেলল রানা, অন্য একটা চিন্তা এল। প্রোগ্রাম যা বলবে সেটা বুঝবে ও? কাজেই সিকিউর ভিডিও ফোনে কল দিল ও, চটপট টাইপ করে এণ্টার টিপল—সঙ্গে সঙ্গে স্পিড ডায়াল ওকে বিসিআই-এর কম্পিউটার ব্রাঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত করবার কাজে নেমে পড়ল।

ভিডিওফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল উইণ্ডো, পরপর চারবার রিং হলো। উইণ্ডোতে লেখা উঠলঃ 'কানেকশান মেড'।

বিসিআই-এর চিফ আই.টি রায়হান রশিদের চেহারা ভেসে উঠবে এখন। কিন্তু তা নয়! রায়হান নয়, অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীর মুখ ফুটে উঠল। মৃদু না হেসে পারল না রানা। অ্যাটাচি কেসের ভিতরের মেয়েটাকে দেখে যে-কেউ মুগ্ধ হবে, কিন্তু এ মানুষ নয়। একটু পর যা ঘটবে, সেটাও দুঃখজনক। এ জিনিস কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর শরাফত আলী তৈরি করেছেন এজেন্টদের মুগ্ধ করতে। গ্রাফিক্সটা ভাল, কিন্তু গলাটা তার নিজের, লুকাবে কোথায়!

সময় হয়েছে, সোজা হয়ে বসে মুখটা গম্ভীর করে ফেলল রানা।

'এম-আর-নাইন, কী চান আপনি?' খনখনে বুড়োটে কণ্ঠ ভেসে এল।

'ডক্টর, আমাদের রায়হান রশিদ কই?'

'রায়হান রশিদ? ওই ছোকরা ছুটিতে। আমার ঘাড়ে সব ফেলে ভেগেছে।'

উইণ্ডোর এই অপরূপা যদি এরকম শকুনের কণ্ঠে কথা বলত, আত্মহত্যা করতাম, মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'আমার কাছে একটা প্রোগ্রাম আছে, ওটা অ্যানালাইজ করাতে চাই। জিনিসটা এখন ট্র্যান্সফার করছি আমি।'

'অফিসের কাজ?'

'ঠিক তা নয়। আনঅফিশিয়াল কাজ।'

'ঠিক আছে,' ডক্টর শরাফত আলী গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করায় চিকন গলাটা চ্যাঁ করে উঠল। 'আপনাদের জন্যই তো বসে আছি আমরা। তবে কথা কী, তাড়াতাড়ি প্রোগ্রামটা পাঠান। আপনি কাজ ছাড়া ওয়াইড-ব্যাণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল কল দিয়েছেন। মেজর জেনারেল জানলে রেগে যাবেন।'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলল রানা। 'কিন্তু এ প্রোগ্রাম যেন রিয়াল ওয়ার্ল্ড সিচুয়েশন ভেবে রান করবেন না। জিনিসটা বোধহয় ট্রেসেবল।'

'ঠিক আছে। আপনিও সাবধান থাকবেন, এম-আর-নাইন।'

ভিডিও ফোনের লিঙ্ক বন্ধ করল রানা, একমিনিট পর অ্যাটাচি কেস ডেস্কের পাশে রেখে দিল। এবার পরবর্তী সাক্ষাতের জন্য তৈরি হয়ে নিল। ঘরের এখানে-ওখানে ছোট-ছোট ফাঁদ রাখল, বেরিয়ে যাওয়ার পর কেউ ঘরে ঢুকলে বোঝা যাবে। কাজ শেষে বিশ্বস্ত ওয়ালথার পিপিকে পরীক্ষা করে শোল্ডার হোলস্টারে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। হোটেলের হলওয়ে পার হয়ে শপিং মল-এর অংশে চলে এল। হোটেল ও মলটা সেইণ্ট লুই-এর পুরানো ট্রেন স্টেশনে গড়ে তোলা হয়েছে। আমেরিকার প্রায় সমস্ত মল একইরকম, দোকান ও ফাঁকা জায়গাগুলো যেন একই মাপে তৈরি—তবে ব্যতিক্রম এই ইউনিয়ন স্টেশন। আগেও এখানে এসেছে রানা, দেখেছে এটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন নানাদিক থেকে মুগ্ধ হওয়ার মত। এই ঐতিহাসিক ভবনটা নতুন করে মেরামত করা হয়েছে। শপিং মল অংশ বাদ দিলে কমপ্লেক্সে

দোকানের চেয়ে রেস্টুরেন্টের সংখ্যা বেশি।

তবে দুঃখজনক যে আমেরিকার চারপাশে যেসব পিৎযা ও স্যাণ্ডউইচ চেইন শপগুলো দেখা যায়, এখানেও তা-ই রয়েছে। কয়েকটা রেস্টুরেন্ট দেখল রানা, যেগুলো সেইন্ট লুই-এর স্থানীয়, সেই আদ্যিকাল থেকে আছে।

ইউনিয়ন স্টেশনের গ্র্যাণ্ড হল-এ এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নকে দেখতে পেল রানা। এ-কামরাটি সেই পুরানো ট্রেন স্টেশনের মত করেই রেখে দেয়া হয়েছে। এখন এটা হোটেলের লবি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আরেকদিকে তাকিয়ে ছিল এরিক স্টার্ন, কিন্তু কেউ লক্ষ করছে বুঝতে পেরে ঘুরে তাকাল। রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'মিস্টার রানা! কেমন আছেন?' তার কণ্ঠস্বর হল-এর ভিতরে অতিরিক্ত জোরে বাজল।

এরিক স্টার্নকে ফোন করে এ-শহরে আনিয়েছে রানা। চিরকৃতজ্ঞ মানুষটা কখনও 'মিস্টার রানা' ছেড়ে 'রানা' বলতে পারেনি। ফোনে বাড়তি কথা বলেনি রানা, শুধু বলেছে এরিক এলে ভাল হয়—সেইন্ট লুই-এর বোমা বিষয়ে ওর সাহায্য প্রয়োজন। চলে আসতে দেরি করেনি স্পেশাল এজেন্ট, যদি খানিকটা হলেও ঋণমুক্ত হওয়া যায়।

'ভাল আছি, এরিক। তুমি?' নিচু স্বরে বলল রানা। গ্র্যাণ্ড হলে সামান্য শব্দও গমগম করে।

'আপনার ফোন পেয়ে বেশ অবাক হয়েছি, মিস্টার রানা,' বলল এরিক। 'স্কুল-বাস বম্বিঙের সঙ্গে আপনার...' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

রানা বুঝতে পারছে এখানে থাকা উচিত হবে না, এ-ঘর প্রত্যেকটি শব্দ তিনগুণ জোরাল করে তুলবে। দু'চার কথায় রানা জানাল ওরা আর্লি লাঞ্চ করতে পারে। আপত্তি করল না এরিক স্টার্ন, বলল সে স্টেশনের একপ্রান্তে একটা রেস্টুরেন্ট চেনে,

ওখানে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়।

রেস্টুরেণ্টটার নাম কী ওয়েস্ট। ওখানেই গেল ওরা, পিছনের দিকে একটা টেবিল দখল করল। রানা রক শ্রিম্প চাইল। এরিক চাইল গ্রুপার ফ্যাজিটা। রানাকে বলল, এখানে এলে সবসময় ওই খাবারটা শখ করে খায়। কী ওয়েস্টের গর্বিত ওয়েইটার জানাল তাদের সিফুড প্রতিদিন গালফ্ থেকে তোলা হয়, কাজেই কোনও সমস্যা হতে পারে না।

কিছুক্ষণ পর খাবার এল। খাওয়ার ফাঁকে টুকটাক আলাপ হলো। মনে মনে এরিকের প্রশংসা করল রানা, খাবারের তুলনা হয় না এখানে। রক শ্রিম্প খেয়ে বুঝল মেইন-এর লবস্টার বা কাঁকড়াও হেরে গেছে। এদিকে প্রচুর পরিমাণ গ্রুপার ফ্যাজিটা খতম করল এরিক।

খাবার শেষে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ওরা। এরিক জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটেছে একটু খুলে বলবেন, মিস্টার রানা?'

নিজের গ্লাসের বোঁবোঁতে বরফ ফেলল রানা, হালকা চুমুক দিয়ে বলল, 'ওই বম্বিঙের ব্যাপারে কী তদন্ত হচ্ছে, সেটা আমার জানা দরকার।'

'আপনি কেন জানতে চাইছেন, সেটা জিজ্ঞেস করা কী অনুচিত হবে?' নরম স্বরে বলল এরিক। 'যদি কিছু মনে না করেন তো বলতে পারেন।'

'পিটার উইলকিন্স আমার বন্ধু ছিল,' বক্তব্য বাড়াল না রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল এরিক। 'আচ্ছা। আপনার সঙ্গে কথা শেষ করেই এখানে এসে খোঁজ নিয়েছি আমি। ওই কেসটা একটু অদ্ভুত, মিস্টার রানা।' একটু ঝুঁকে বসল সে। 'এফবিআই এখানে খুব দ্রুত কেস গুটিয়ে আনছে। এদের কাছে যা শুনেছি বলছি, এরা প্রথমে বুঝতেই পারেনি কাকে টার্গেট করা হয়েছে—স্কুল-বাস, নাকি আপনার বন্ধু পিটার উইলকিন্সকে। এখনও কেউ নিশ্চিত নয় কোনটা ঘটেছে—তদন্ত চলছে। তবে

পিটার উইলকিন্সের দিকের সূত্র শুরুতেই মিলিয়ে গেছে, বদলে স্কুল-বাসে বোমা মারার ব্যাপারে অনেক সূত্র পাওয়া গেছে। প্রথমেই এক অচেনা লোক সংবাদপত্রগুলোতে ফোন করেছে, বলেছে আগের রাতে সে ওই সেতুর উপরে দুই তরুণকে দেখেছে। ছেলেগুলোর মোটামুটি চেহারার বর্ণনাও দিয়েছে সে। এই দুই তরুণের সঙ্গে সবই মিলে গেছে। এদের একজন আবার স্বীকারও করেছে সে বোমা ফাটিয়েছে। এফবিআই এখন পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে কিছু জানায়নি। লজিস্টিকস দেখা হচ্ছে, খোঁজ নেয়া হচ্ছে ছেলেদুটো বোমা পেল কোত্থেকে।'

'নিজেরা ওরা বোমা তৈরি করেনি?'

'তা-ই মনে করা হচ্ছে। বোমাটা অত্যন্ত সফিসটিকেটেড ছিল। ইন্টারনেটের কোনও প্ল্যান দেখে কেউ তৈরি করে ফেলবে, তা অসম্ভব ছিল। এ কেস আরও জটিল হয়ে উঠছে। যে-ছেলেটা অপরাধ স্বীকার করেছে, তার সঙ্গী একটা বেআইনী মিলিশিয়া গ্রুপের সঙ্গে জড়িত। এখন ধারণা করা হচ্ছে এই ছেলে যে-ভাবেই হোক বোমাটা হাতে পেয়ে যায়। এরপর এরা দু'জন ওভারপাসের নীচে বোমাটা প্ল্যান্ট করে আশপাশে লুকিয়ে ছিল। হয়তো কোনও ঝোপে, বা কোনও বিল্ডিঙে। স্কুল-বাস আসতেই আর দেরি করেনি, রিমোট-কন্ট্রোল দিয়ে বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

'তারমানে এফবিআই প্রায় নিশ্চিত, এরা স্কুল-বাসেই বোমা হামলা করেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সবাই তা-ই বলছে এখন, আপনার বন্ধুর সঙ্গে ছেলেগুলোর কোনও কানেকশান নেই,' বলল এরিক। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এমন কিছু পেয়েছেন, যেটা কেস উল্টে দেবে, মিস্টার রানা?'

'না, আমার হাতে তেমন কিছু নেই,' বলল রানা। 'তবে দু'একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে আমার। সেগুলো ঘেঁটে দেখতে চাই। তোমার ছেলেদের পা না মাড়ালেই চলবে, এ-ই তো?'

'বি মাই গেস্ট, মিস্টার রানা। দেখুন কোনওকিছু পাওয়া যায় কি না। আমি সেইন্ট লুই-এ থাকছি এফবিআই-এর অফিসার্স মেস-এ, দরকার পড়লে আমাকে পাবেন। একসঙ্গে কাজ করতে পারলে খুশি হবো।'

'যদি তেমন কিছু পাই, তোমাকে জানাব।'

এরিক স্টার্নের জোরাল আপত্তি শুনল না রানা, ওয়েইটারকে ডেকে লাঞ্চের বিল মিটিয়ে দিল। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে বিদায় নিল দু'জন, বিপরীত পথে রওনা হয়ে গেল। রানা চলেছে মলের ভিতর দিয়ে, ফিরবে হোটেলের কামরায়। ভিড়ের সঙ্গে এগোল, এরিকের দেয়া তথ্যগুলো মনের মাঝে গুছিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ পিছনে মধুর নারীকণ্ঠ ওর মনোযোগ সরিয়ে নিল।

'আরে! মিস্টার রানা না?'

ঘুরে তাকাল রানা। পিছনে একটা শপিং ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। এখনও অফিসের পোশাক পরনে, তবে শার্টের দুটো বোতাম খোলা—বুকের মধ্যখানের লোভনীয় উপত্যকা ও সুউচ্চ ঢাল দুটোর আভাস পাওয়া গেল। সামনের মানুষটা রানা, সেটা নিশ্চিত হয়ে মিষ্টি হাসল লায়লা, 'হ্যাঁ, আপনিই তো দেখছি, মিস্টার রানা! আজ বোধহয় আমার জন্যে শুভ কোনও দিন।'

'বোধহয় আমার জন্যেও,' মৃদু হাসল রানা। হাতের ইশারায় পথ দেখাল।

পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দু'জন।

প্রিটো কার্কহ্যাম সহজেই খুলে ফেলল ছিটকিনি, জানালার দুই পাল্লা খুলল নিঃশব্দে। মনে মনে নিজের প্রশংসা করল, স্প্রে দিয়ে লুব্রিক্যান্ট না ছড়ালে এভাবে ছিটকিনি বা জানালা খুলত না। প্রিটোর সঙ্গী ওয়াকওয়েতে কয়েকটা ট্র্যাশক্যানের আড়ালে লুকিয়ে আছে। হাতের ইশারা করল প্রিটো, নীরবে জানিয়ে দিল, সামনের পথ এখন উন্মুক্ত। প্রায় উবু হয়ে জানালার সামনে এসে থামল

হ্যাঙ্ক। দু'জন নীরবে জানালা টপকাল, অন্ধকার ঘরের চারপাশটা দেখল। ভাল, এখন পর্যন্ত কোনও বিপদ হয়নি, ভাবল প্রিটো। এ-কাজের জন্য ভাল টাকাই দেয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে চুপচাপ কাজ সেরে চলে যেতে পারবে ওরা, ধরা পড়বার সম্ভাবনা এখানে খুবই কম।

আর্মি অভ দ্য ককেশিয়ান ম্যান-এর উচ্চ-পদস্থ এক অফিসার এ-কাজটা দিয়েছে। জন ওভারটন নামের এক নিগ্রোকে খুন করতে হবে। এমনভাবে, যেন মনে হয় ডাকাতরা বাড়িতে লুটপাট করতে গিয়ে লোকটাকে মেরে ফেলেছে। এ-কাজের আরেকটা অংশ আছে, ওই ওভারটনের কম্পিউটারটা পুড়িয়ে দিতে হবে; ব্যাকআপ টেপ আর ডিস্কগুলো চুরি করতে হবে।

প্রিটো কার্কহ্যাম হ্যাঙ্ক ক্রিডারকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। এ লোকটাকে সে ভাল করে চেনে না, সত্যি কোনও বিপদ ঘটলে কী করে বসবে, কে জানে! তা ছাড়া, লোকটা একটু আগে এমনভাবে পিছন থেকে হাজির হয়েছে যে ভয়ই পেয়েছে সে। ব্যাটাকে দেখলে মনে হয় আস্ত জিন্দালাশ, শরীরে ফ্যাকাসে-ধূসর চামড়া, যেন কোনওমতে হাড়গুলো ঢেকেছে। দেহের সবখানে নীল শিরা ফুটে আছে। হলদেটে চুলের সঙ্গে খাপ খেয়েছে চোখের মণি, ওগুলোও নোংরাটে হলুদ রঙের। লোকটা সর্বক্ষণ যেন কড়া চোখে তাকিয়ে আছে।

একটু গর্বই হলো প্রিটোর। জিন্দালাশ ক্রিডার একটা মানুষ নাকি! এদিকে আমি প্রিটো কার্কহ্যাম যেন পোস্টারের ছবি, যে-কেউ বলবে এ-লোক ফোর্থ রাইখের সর্বনেতা হওয়ার জন্যই পোজ দিয়েছে। একটু সমস্যা আছে শুধু বাম কানের লতিতে। ওটাও তেমন কিছু নয়।

ছোটবেলায় লতিটা হারিয়েছে সে, ওটা কেটে নিয়েছে তার বাবার পিট-বুল কুকুরটা।

হ্যাঙ্ক ক্রিডার দোতলার দিকে আঙুল তুলল, প্রিটোকে উপরে

যেতে বলছে। নিজে সে একতলা ঘুরে দেখবে। প্রিটো কোমরে গোঁজা কেলটেক পি ইলেভেন নাইন এমএম ল্যুগার অটোমেটিক বের করে নিল, নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। ভাবছে, এই জন ওভারটন লোকটা নিশ্চয়ই এখন উপরের কোনও বেডরুমে ঘুমিয়ে কাদা।

উপরের হলওয়েতে পা রাখল প্রিটো, সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শালার কপাল, কিছুই দেখা যায় না। কোথায় যে কী আছে কে জানে! হঠাৎ হোঁচট খেলে বিপদ! পকেট থেকে পিন লাইট বের করল সে, বামহাতে রেখে বাতিটা জ্বেলে নিল। হল-এ পাঁচটা দরজা আছে—দুটো খোলা, তিনটে বন্ধ। প্রথম দরজা খুলল সে। এটা বাথরুম। দ্বিতীয় দরজা খুলে উঁকি দিল। ঘরের ভিতরে আলো কেমন অদ্ভুত। ভুরু জোড়া একটু কোঁচকাতেই কারণটা বোঝা গেল। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, ওটার উপরে বসে আছে ওভারটন লোকটার সাধের কম্পিউটার, মনিটরে নানারঙের গ্রাফ জ্বলজ্বল করছে।

ঘরে ঢুকল প্রিটো, কম্পিউটারের দিকে এগোল। পিন লাইটের আলো ডেস্কের উপরে ফেলল। বাহ্! ডিস্ক আর টেপগুলো এখানেই আছে দেখছি! ওগুলো চুরি করে নিয়ে যেতে বলেছে। 'আজকে আমার কপাল আসলেই ভাল,' ফিসফিস করে বলল প্রিটো।

'আসলেই তা-ই, তুমি তো এখানেই মরতে চাও, না কি?'

প্রিটোর হৃৎপিণ্ড পাঁজরের সঙ্গে বাড়ি খেল। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে—পিন লাইটে নিগ্রোটাকে দেখতে পেল এবার। লোকটা দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে! ধেড়ে ব্যাটা পুরো নেংটো, হাতে চওড়া পাতওয়ালা বিরাট এক তলোয়ার! অন্ধকারে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে ব্যাটা হাসছে আবার!

পাগলা হাসি জনের মুখে, নরম সুরে বলল, 'কাউকে খুন

করার যথেষ্ট কারণ থাকলে কখনও তাকে মারতে খারাপ লাগে না আমার।'

জমে গেল প্রিটো, এতই চমকে গেছে যে চোখের সামনে যা দেখছে সেটা বিশ্বাস করতে পারছে না। সারাশরীর কাঁপছে তার, এখন কী করা যায় সেটা ভাবতে চাইল। পরমুহূর্তে হাতে ধরে রাখা ল্যুগারের কথা মনে পড়ল।

হাতটা উপরে তুলল সে, উলঙ্গ লোকটার দিকে পিস্তল তাক করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তার। জন ওভারটন লাফিয়ে এগিয়ে এসেছে, তলোয়ার তুলে ফেলেছে মাথার উপরে, এবার দ্রুত নামিয়ে আনল—প্রিটোও ট্রিগার টিপল, তলোয়ারের চওড়া ব্লেডটাও নেমে এল তার মুঠির উপর।

ল্যুগারের বুলেট জনের কাঁধের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটা নেভানো ল্যাম্প চুরমার করে দিল। এবার প্রিটোর পিস্তলও খসে পড়ল, সঙ্গে রয়েছে চার আঙুলসহ অর্ধেক পাঞ্জা।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল লোকটা, কী ভাবে কী ঘটল বুঝল না। দু'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, ডানহাতের অর্ধেক পাঞ্জার দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল—ওখানে আঙুল বলতে শুধু বুড়ো আঙুলটা! বাকিগুলো আর নেই। তাকে আর ভাববার সময় দিল না জন, তলোয়ারের পমেল দ্রুত নামিয়ে আনল ওর মাথার পিছনে।

ভাঙা ল্যাম্প থেকে তার ছিঁড়ে নিল সে, ওটা দিয়ে আগন্তুকের হাত-পা বাঁধল। এবার ক্লজিটের পাল্লা খুলল। ওর প্রেমিকা এককোণে কুঁকড়ে বসে আছে, মোবাইল ফোনে কথা বলছে।

'পুলিশ আসছে, ক্যারল?' জিজ্ঞেস করল জন।

'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসতে বোলো ওদের।'

হঠাৎ নীচতলায় কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ হলো। কী যেন পড়ে ভেঙেছে।

'ক্যারল, এখানেই থাকো,' বলল জন। ক্লজিটের দরজা

ভিড়িয়ে দিল সে, ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। নীচতলার হল-এ একটা ছায়ামূর্তি দেখল সে। কিন্তু ওই লোকও ওকে দেখেছে, উড়ে গেল জানালার কাছে। একেকবারে তিন ধাপ সিঁড়ি ভাঙছে জন, মুহূর্তের জন্য ডাকাতটাকে দেখতে পেল—লোকটা লাফ দিয়ে জানালা টপকাল। ওখান থেকে দুটো পথে পালাতে পারবে। হয় বাড়ির সামনে দিয়ে, অথবা পিছন রাস্তা ব্যবহার করে। জানালার পাশে থামল জন, অপেক্ষা করল—পাঁচ সেকেণ্ডে পরেই জানা যাবে লোকটা কোন্ পথ বেছে নিয়েছে।

পায়ের আওয়াজে বোঝা গেল সে পিছনের গলির দিকে ছুটছে। দিগম্বর এক্স-রেঞ্জার দৌড়ে চলে গেল পিছনের দরজায়, কবাট খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল—হাতে তখনও নাঙ্গা তলোয়ার।

দৌড়ে জন ওভারটনের পিছনের আঙিনা পার হলো হ্যাঙ্ক, সামনেই পড়ল সরু গলি। এই কাজের জন্য একটা গাড়ি ধার করে এনেছে সে। দুই টনি উনিশশো আটষট্টি ডজ মাইক্রোবাসটা সামনেই। দ্রুতহাতে ওটার দরজা খুলল সে, লাফিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠল। পকেট থেকে চাবি বের করে থড়বড় করল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ইগনিশনে ভরতে পারল ওটা। চাবিতে মোচড় দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। গিয়ার ফেলল হ্যাঙ্ক, ভ্যান নিয়ে এগোতে শুরু করল। ঠিক তখনই ড্রাইভারের জানালা চুরমার হয়ে গেল, জনের ভারী তলোয়ার হ্যাঙ্কের থুতনি ঘেঁষে ভিতরে ঢুকল।

ভয়ে মাথা পিছিয়ে নিল হ্যাঙ্ক, সেঁটে গেছে সিটের সঙ্গে—এক্সেলারেটার দাবিয়ে দিল। ভ্যান ঝাঁকি খেল, চাকাগুলো বিশ্রী আওয়াজ তুলল। জনের তলোয়ার ঝটকা খেয়ে আরেকদিকে সরে গেল। গাড়িটা আরও দ্রুত এগোল। তলোয়ার সহ লাফ দিয়ে সরল জন। আরেকটু হলে ভ্যানের পিছনের দিকটা পিছলে ওর পায়ের পাতা চাপা দিত। গলির ছোট নুড়ি-পাথরগুলো চারপাশে ছুটল।

জন বুঝতে পারছে প্রাচীন ভ্যানটা থামাবার আরেকটা সুযোগ পাবে। ওটার পিছনে ছুটল ও, বামপাশের পিছনের চাকা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল। তীক্ষ্ণ ফলাটা চাকার গা ফুটো করল, বিকট আওয়াজে ফাটল টিউব। একটা টায়ার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভ্যান খানিকটা ডেবে গেল। গলির পাশের বিরাট গার্বেজ-বক্সের সঙ্গে ঘষা লাগাল। পাশ থেকে গুঁতো দিল, দ্রুত গতির কারণে উল্টেই যেত, কিন্তু ঠেকিয়ে দিল ওই ডাম্পস্টারই—বডিতে শুধু ক্ষত তৈরি করল। হ্যাঙ্ক এখনও এক্সেলারেটার টিপে রেখেছে, ফাটা চাকা নিয়েও পালিয়ে যাচ্ছে সে। চার সেকেণ্ড পর গলি শেষ হয়ে গেল, সামনে বড় রাস্তা—ডানদিকে বাঁক নিল ভ্যান, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল।

হ্যাঙ্ক ক্রিডার ভেবেছে এবারের মত উদ্ধার পেয়েছে, কিন্তু পরমুহূর্তে রিয়ার ভিউ মিররে দেখল ওই উন্মাদ কালো বাঁদরটা এখনও তার পিছনে ছুটে আসছে। আরও খারাপ খবর আছে, আয়নায় পুলিশের অগ্রসরমান গাড়ি দেখতে পেল। ওভারটনের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলো!

কপাল ভাল, ভ্যানের হেডলাইট জ্বালিনি, ভাবল হ্যাঙ্ক। আরেকটু এগিয়ে গেলে পুলিশের লোক আমাকে দেখতে পাবে না।

ভাগ্য সত্যিই তার ভাল, এইমাত্র একটা চৌরাস্তা পার হয়েছে সে। দেখেছে বাম থেকে এগিয়ে আসছে পুলিশের আরও দুটো গাড়ি। কিছুক্ষণ পর ডানে বাঁক নিল গাড়িগুলো। ছুটে আসা জন ওভারটনের দিকে নজর পড়ল অফিসারদের, হেডলাইটের মাঝখানে তাকে দেখে চমকে গেছে সবাই। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাল। হ্যাঙ্ক ক্রিডার জানে, আমেরিকার পুলিশ যতই লিবারেল হোক, ছুটন্ত ন্যাঙটো লোক তারা থামাবেই, জানতে চাইবে কেন সে রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে সদর-রাস্তা ধরে ছুটছে।

এই সুযোগে হ্যাঙ্ক ক্রিডার আরও কয়েক ব্লক পেরিয়ে গেল,

তারপর খোলা একটা গ্যারাজ দেখতে পেল। ওই গ্যারাজেই মাইক্রোবাস ঢুকিয়ে রাখল, বেরিয়ে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার, প্রিটো কার্কহ্যাম না আবার মুখ খোলে! অবশ্য তাতে খুব একটা ক্ষতি হবে না, ওই লোক জানেও না দ্বিতীয় আরেকটা পরিকল্পনা তৈরি আছে।

সাত

অন্ধকারে চোখ মেলল রানা।

গভীর ভাবে ঘুমিয়েছে বলে নিজের উপর রেগেই গেল। ওর যা পেশা, তাতে অতি-আরাম মৃত্যু ডেকে আনে। উঠে বসল রানা, একঘণ্টা ঘুমিয়ে ক্লান্তি যায়নি। হোটেলের টেলিভিশনে একটা ডিজিটাল ঘড়ি আছে, সেটা খুঁজে নিল ওর চোখ। এখন রাত চারটে সতেরো। কয়েকবার চোখ বিস্ফারিত করল, এরফলে দ্রুত অন্ধকারে অভ্যস্ত হবে ও। কয়েক সেকেণ্ড পর বিছানার দিকে তাকাল, দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। ওই তো লায়লা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। চাদর সরে যাওয়ায় দুধসাদা একটা বুক অন্ধকারে রুপালি লাগছে—মাঝখানটা অপেক্ষাকৃত গাঢ়। মেয়েটিকে সত্যিই ভাল লেগেছে ওর। একদিন এরকম একটি মেয়েকেই বিয়ে করবে রানা। তবে লায়লাকে নয় বোধহয়: ও যখন এই বিপজ্জনক পেশা থেকে অবসর নেবে, তার অনেক আগেই লায়লা একটা সংসার চাইবে। সেটাই স্বাভাবিক।

নিজের অন্তরের দিকে তাকাল রানা। ওর পেশায় কেউ বিয়ে

করে না। নিঃশব্দে হাসির একটু ভঙ্গি করল রানা, আসলে এ খেলার নিয়মই এমন! সেই সুলতা থেকে শুরু করে সোহানা, রেবেকা... আর আজ লায়লা... কত নারী ওর জীবনে এসেছে? ওকে বুঝতে পেরেছে ক'জন? যারা বাঁধতে চেয়েছে, বিফল হয়ে চলে গেছে দূরে, জুটি বেঁধেছে আর কারও সঙ্গে—কিন্তু কই, সেই একাই তো রয়ে গেল ও!

টিপয়ে রাখা সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল রানা, একটা সিগারেট ধরাল। ফুসফুস ভরে ধোঁয়া নিল। মন অন্যদিকে সরিয়ে নিল। বহুবার সিগারেট ছেড়েছে ও, পরে আবার কী করে যেন ফিরে এসেছে বদভ্যাসটা। ও এখন এইমুহূর্তে সিগারেট ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু কয়েক মাস পর এ-নেশা আবারও ওকে গ্রাস করবে, প্রচণ্ড চাপ ও উত্তেজনা প্রশমনের জন্য প্রয়োজন পড়বে জিনিসটার। ও জানে, সিগারেট ওকে খুন করবে না, তবে ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে দেবে ওর। একদিন ও আর যথেষ্ট দ্রুত থাকবে না, ঠিক তখন থেকেই শুরু হবে ওর পতন—এরপর কোনও এক প্রতিদ্বন্দ্বী হারিয়ে দেবে ওকে। শেষ।

'তুই কী চাস, রানা?' বিড়বিড় করল রানা। লায়লার পাশে আস্তে করে শুয়ে পড়ল। এত কাছে মেয়েটা, দেহের তাপ টের পাওয়া যায়, ওর সঙ্গে মিশে ঘুমিয়ে আছে।

প্রায় পুরো রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ওরা। এরিক স্টার্নের সঙ্গে কথা শেষ করে পথে হঠাৎ লায়লার দেখা পেয়ে বার অ্যাণ্ড গ্রিল নামের একটা বারে নিয়ে গিয়েছিল রানা ও মিষ্টি মেয়েটিকে। ড্রিঙ্ক হিসেবে ও যা বলেছে সেটা শুনে খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল লায়লা। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বারটেণ্ডারকে বলেছে রানা, 'দুটো ক্যামপারি কাশম্যাক্স। প্রতিটাতে তিন আঙুল রাই হুইস্কি। ক্যানাডিয়ান ক্লাব বা ভ্যান উইঙ্কল ফ্যামিলি রেসিপি হলে চলবে। তিন আঙুল করে ড্রাই ভারমুথ, সঙ্গে ক্যামপারির স্প্ল্যাশ। ভদ্রমহিলার জন্যে এক ফোঁটা চিনির সিরাপ। বরফ দিয়ে সব

ভালমত ঝাঁকিয়ে তারপর কলিন্স গ্লাসে দেবেন।'

ড্রিঙ্কের ফাঁকে গল্প করেছে ওরা। লায়লা জানিয়েছে ও সেইন্ট লুই-এর স্থানীয় মানুষ, যাকে বলা যায় সত্যিকারের সেইন্ট লুইয়্যান। বলেছে, যারা বাইরে থেকে এ-শহরে আসে, তারা বলে সেইন্ট লুই-এ এটা অনেক কম, ওটা অতিরিক্ত বেশি—কিন্তু ওর মনে হয় এই শহরে সবই আছে। যা চাওয়া যায় সবই মেলে এখানে। তুমি বড় শহর চাও? তো এটা সত্যিই বড়। আবার চাও নীরবতা বা নির্জনতা, তো এসবও পাবে তুমি। যে যা চায়, সব এখানে মিলে যায়। লায়লা ঠিক কী বলতে চেয়েছে, সেটা বুঝতে পারেনি রানা, কাজেই লায়লা যখন ওকে শহর ঘুরিয়ে দেখাতে চেয়েছে, রাজি হয়ে গেছে ও।

এরপর ওরা বার থেকে বেরিয়েছে। লায়লা বলেছে সেইন্ট লুই-এ এমন কেউ নেই যে বেসবল খেলা দেখতে ভালবাসে না। এ শহরের সত্যিকারের হৃৎস্পন্দন বুঝতে হলে এ খেলা দেখতেই হবে। কাজেই ওরা এক দালালের কাছ থেকে পাঁচগুণ টাকায় দুটো টিকেট কিনেছে, বশ্ স্টেডিয়ামে ঢুকেছে। লায়লা অবশ্য বলেছে খুব খারাপ সিট পেয়েছে ওরা। জমজমাট কোনও খেলার দিনে ভাল সিট পাওয়াই যায় না, খারাপ সিট পাওয়াও কঠিন। আপার ডেক-এ এককোনায় বসেছে ওরা।

রানা বেসবল খেলা সম্বন্ধে ভাল জানে না ধরে নিয়ে নিয়ম ও কৌশল খুলে বলেছে লায়লা। খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর রানার মনে হয়েছে আজকে খেলোয়াড়রা ধীরে খেলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর একেবারে জমে গেল খেলা। পুরো সময়টা দেখল ওরা। এরপর লায়লা স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে রানাকে নিয়ে গেছে কাস্টার্ডের একটা দোকানে, ওটা শহরের পত্তনের সময় থেকেই আছে।

এবার রানার অনুকরণে কথা বলেছে লায়লা, জানিয়েছে কী করে মিল্কশেক তৈরি করতে হয়। এ শহরে ওটার নাম অল শূক-

আপ কংক্রিট। জিনিসটা আসলে দুধের সঙ্গে চিনাবাদাম ও কলার মিশ্রণ—খুবই ঘন। ওয়েইটারকে বলেছে লায়লা, 'এই ভদ্রলোকের জন্য ক্যারামেল কংক্রিট দেবেন। ডবল ক্যারামেল, সঙ্গে ঘন সিরাপ, একচামচ চিনাবাদাম চূর্ণ, সঙ্গে আধচামচ কফির গুঁড়ো। এমনভাবে ঝাঁকি দেবেন, যেন কফির গুঁড়ো সামান্য নড়বে, কিন্তু বেশি উপরে উঠবে না।' রানার দিকে তাকিয়েছে লায়লা। 'মিস্টার রানা, আমিও জানি কী ভাবে ড্রিঙ্ক তৈরি করতে হয়।'

হেসে ফেলেছে রানা। কংক্রিট শেষ করে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে, জিনিসটার স্বাদ সত্যিই দুর্দান্ত। আগে কোথাও এধরনের আইসক্রিম খায়নি।

'উঁহুঁ, এটা আইসক্রিম নয়,' আপত্তি করেছে লায়লা। 'এটা ফ্রোজেন কাস্টার্ড। এরাই আবিষ্কার করেছে।'

আইসক্রিম পার্লার থেকে বেরনোর পর মনে হলো লায়লা পুরো শহরটা ঘুরে দেখাবে ওকে। আপত্তি করল না রানা। ওরা সেইন্ট লুই চিড়িয়াখানা ও সিটি মিউজিয়াম ঘুরে দেখল। ওখান থেকে ফক্স থিয়েটারে। ততক্ষণে ওটার বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে গেছে। এরপর গভীর রাতের শহর দেখতে বেরল ওরা। লায়লা রানাকে নিয়ে গেল একের পর এক বার, পাব ও ড্যান্সহল-এ। একটা বার-এ কিছুক্ষণ থাকবার পর লায়লা ঠিক করল রানাকে ইউনিভার্সিটি সিটি লুপে নিয়ে যাবে, সেখানে ব্লুবেরি হিল নামের একটা বার-এ না গেলেই নয়। ওই বার-এ ঢুকে রানার মনে হলো এ-জায়গা ওর জন্য নয়। পিএ সিস্টেমে অতিরিক্ত জোরে রক অ্যাণ্ড রোল চলছে, চারপাশে এলভিস প্রিসলি, বিটল্‌স্ ও বাডি হোলির মেমোরাবিলিয়াতে ভরা।

এখানে অনেকে ডার্ট খেলছে দেখে রানাও খেলল। সর্বক্ষণ ওর পাশে থাকল লায়লা, উৎসাহ দিল। নিকটস্থ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্র রানার সঙ্গে খেলল, হেরে গিয়ে জোর করে এই কপোত-কপোতীকে ড্রিঙ্ক কিনে দিল।

রাত একটার পর ইউনিয়ন স্টেশন হোটেলে ফিরল ওরা, ততক্ষণে পুরানো ট্রেন শেড নীরব হয়ে গেছে। পার্কিং লটে ঢুকে লায়লার কালো রঙের ফোর্ড মাসট্যাঙের পাশে হোণ্ডা কুপে রাখল রানা। গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রতা দেখিয়ে লায়লার দিকের দরজা খুলে দিল। বলল, 'দিনটা সত্যি চমৎকার কাটল, লায়লা। সময় দিয়েছ বলে অনেক ধন্যবাদ।'

গাড়ি থেকে নেমে এল লায়লা, মৃদু হাসল। চোখ চিকচিক করছে।

পরস্পরের চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা। কয়েক মুহূর্ত পর লায়লা বলল, 'তবে একটা জায়গা দেখা হয়নি এখনও।'

'কোন্ জায়গা সেটা?' ভ্রূ উপরে তুলল রানা।

'এখানেই,' ফিসফিস করে বলল লায়লা। জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ।

'দেখাও আমাকে।' একটু ঝুঁকে এল রানা। দু'জনের ঠোঁট এখন দু'ইঞ্চি দূরে।

'আমি আগে কখনও ইউনিয়ন স্টেশন হোটেলে ঢুকিনি।' লায়লার ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে গেল।

আলতো করে চিবুক ধরল রানা, পরমুহূর্তে ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট নেমে এল লায়লার তৃষিত ঠোঁটে।

আধমিনিট পর সরে গেল ওরা, হাতে হাত রেখে হোটেলে ঢুকল। দ্রুতপায়ে হেঁটে, দুশ' সাত নম্বর রুমের সামনে চলে এল। ভিতর থেকে দরজা আটকে যেতেই দু'হাতে রানাকে সিঙ্গেল সোফার দিকে ঠেলল লায়লা, হালকা ধাক্কা দিয়ে ওখানে বসিয়ে দিল। নিজে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ওর প্রজাপতি আঙুল শার্টের বোতাম খুলছে একে একে।

চুম্বকের মত সেঁটে আছে ওর চোখজোড়া রানার চোখে।

এক মিনিট পর লায়লার পায়ের কাছে পোশাকের ছোট্ট একটা স্তূপ হলো। রক্তিম হয়ে উঠেছে ওর মুখ। কাঁপা শ্বাস নিল। ভ্রূ

নাচাল। যেন নীরবে বলছে, 'আমি কেমন, রানা?'

লায়লার চোখ থেকে চোখ সরাল রানা, ধবধবে দেহ বেয়ে নামল ওর দৃষ্টি। লায়লার দেহ নিখুঁত। জন্মদাগ বা কোনও কাটা-চিহ্ন নেই। একটা খুঁত থাকলেই বোধহয় ভাল হতো। তারপর খুঁতটা দেখতে পেল রানা। বামপায়ে। ওর বামপায়ে ছ'টি আঙুল। রানার দৃষ্টি লায়লার মুখে স্থির হলো, তারপর নীল-কালো চোখে ফিরে এল।

এগিয়ে এল লায়লা, আস্তে করে রানার উরুর উপরে বসল। এবার নিজেই ঠোঁট নামিয়ে দিল বিদেশি মানুষটার ঠোঁটে...

দুপুরের পর যা যা ঘটেছে সব মনে পড়ছে রানার। শেষ হয়ে আসা সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে টিপে নিভিয়ে দিল, ঘুমিয়ে পড়তে চাইল। মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল, তন্দ্রা এল খানিক পর। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, কিন্তু মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ঝাঁকি খেয়ে সচেতন হলো ও, লায়লা জেগে যাওয়ার আগেই মাথার পাশ থেকে ফোনটা নিয়ে বোতাম টিপে রিসিভ করল। নিচু স্বরে বলল, 'রানা বলছি।'

'রানা, আমি জন ওভারটন। এই বিপদে শুধু তোমার নম্বরটাই মনে আছে, তা-ই ফোন দিলাম। তুমি কি একবার আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব। কোথায়?'

আট

পুলিশ-স্টেশনে এসে রানার সময় যেন ধীর হয়ে গেছে। ওয়েইটিং রুমে কাঠের বেঞ্চিতে বসে আছে এখন। বুঝতে পারছে না কতক্ষণ এই পুলিশী অত্যাচার সইতে হবে। অপেক্ষা করতে গিয়ে বিরক্ত বোধ করছে। মেঝের এখানে-ওখানে আবর্জনা পড়ে আছে, ঘরে কয়েক রকমের বিশ্রী দুর্গন্ধ।

প্রাচীন দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাল, চোখ সরিয়ে লবির অস্বচ্ছ কাঁচের ওপাশে দেখল। হাঁটতে বা জগিং করতে বাড়ি ছেড়ে সবে রাস্তায় নেমেছে কেউ কেউ।

পাঁচটা চল্লিশ বাজে।

এখানে আসতেই ডেস্ক সার্জেন্ট বলেছিল পাঁচ মিনিট পর মিস্টার ওভারটনের সঙ্গে দেখা করা যাবে। সেটা পোনে এক ঘণ্টা আগের কথা। জনের এখনও দেখা মেলেনি।

হোটেল-কামরা ছেড়ে আসবার আগে একটা কাগজে রানা লিখেছে, ও কোথায় থাকবে। কাগজটা লায়লার ভ্যানিটি ব্যাগের তলায় চাপা দিয়ে এসেছে। এখন ওর মনে হলো, উচিত ছিল ওকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জানানো কী ঘটেছে। কিন্তু ঘুমন্ত পরীকে আর জাগাতে মন চায়নি ওর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। আশা করা যায় কিছুক্ষণ পর ফিরবে ও, পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়তে পারবে। সেক্ষেত্রে ঘুম থেকে উঠে লায়লার নিজেকে একাকী মনে হবে না।

ইউনিফর্ম পরিহিত দু'জন অফিসার অবশেষে জন ওভারটনকে লবিতে নিয়ে এল। বেচারাকে পরিশ্রান্ত মনে হলো, যেন তুমুল ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল। পরনে গাঢ় নীল রঙের একটা সুয়েট্স্। উরুর কাছে লেখা: সেইন্ট এলপিডি। পায়ে জুতো নেই। পাশ ফিরল জন, এক অফিসারকে ধন্যবাদ দিল, তারপর চলে এল রানার সামনে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

'এসেছ বলে অনেক ধন্যবাদ, রানা। প্রথমে মনে হয়েছিল আমার মুক্তিপণ দেয়ার জন্য তোমাকে বলতে হবে, তবে তা আর লাগল না।' হ্যাণ্ডশেক শেষে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?'

'কোনও অসুবিধে নেই, জন,' বলল রানা। জনের পাশে পা বাড়াল ও। পুলিশ স্টেশন থেকে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। এবার জানতে চাইল রানা, 'এত লোক থাকতে আমাকে ফোন দিলে কেন?'

'কথাটা বললে আমাকে পাগল ভাববে,' বলল জন। 'তবে নাম্বারের ব্যাপারে আমার মাথা একেবারে কাজ করে না। ফোন-নাম্বার আর তারিখ শত চেষ্টা করেও মনে রাখতে পারি না। কোনও বিপদ হতে পারে ভেবে দু'একটা নাম্বার মগজে গেঁথে রাখি। তবে এরকম কিছু যে ঘটবে সেটা ভাবতে পারিনি। পিটারের ফোন নাম্বার মুখস্থ ছিল, কিন্তু ওটা কাজে লাগবে না জানতাম। আরও কয়েকজন বন্ধুর ফোন নাম্বার মনে আছে, কিন্তু তারা এখন এ-শহরে নেই। তোমাকে যেমন মনে হয়েছে, তাতে তুমি ভিজিটিং কার্ড যাকে-তাকে দেয়ার লোক নও। মনে আছে, রেস্টুরেন্টে তুমি তোমার কার্ড দিয়েছিলে? বাড়ি ফেরার পথে ফোন নাম্বারটা মুখস্থ করে ওটা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।'

নাম্বারটা ঠিক-ঠিকই মনে রেখেছে জন ওভারটন, ভাবল রানা। বাধ্য না হলে কাউকে মোবাইল ফোনের নাম্বার দেয় না ও। কার্ডটা যদিও আসলে বিসিআই-এর, তথা কণ্টিনেন্টাল

এক্সপোর্ট-এর, তবুও সাবধান থাকে। ও কী কাজ করে সে-ব্যাপারে বাড়তি কোনও কথা বলেনি, তবে মনে হচ্ছে এক্স-রেঞ্জার খানিকটা হলেও আন্দাজ করে নিয়েছে।

হোণ্ডা এস-২০১০-এর পাশে পৌঁছে গেছে ওরা, ড্রাইভিং সিটে উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

'অনেক রাতে আমার বাড়িতে দু'জন লোক ঢুকে পড়ে,' বলল জন। 'তাদের একজনকে ধরি আমি। অন্য লোকটা ভ্যান নিয়ে পালায়। রাস্তা পর্যন্ত তাড়া করেছিলাম, কিন্তু আমার কপাল খারাপ, গায়ে কোনও জামা ছিল না। আর তখনই পুলিশ এল, আমাকে উলঙ্গ দেখে ধরে নিল, আমি একটা আস্ত উন্মাদ। আর দেরি করেনি, ধরে নিয়ে এসে হাজতে ভরে দিয়েছে।'

'ওদের পরিস্থিতি খুলে বলোনি তুমি?'

'আমি একে কালামানুষ, গভীর রাতে উদোম হয়ে রাস্তা ধরে ছুটছি, হাতে চারফুটি স্কটিশ ক্লেমোর—ওটা রক্তমাখা ছিল। আমার কপাল বহুত ভাল যে, পুলিশ রডনি কিঙের মত খারাপ অবস্থা করে ছাড়েনি।'

'কথাটা মিথ্যে বলোনি,' বলল রানা। 'তুমি যাকে ধরেছ তাকে পুলিশ জিজ্ঞেসাবাদ করছে না?'

'না, সে হাসপাতালে। ডাক্তাররা তার হাত জোড়া দেয়ার চেষ্টা করছে এখন।'

খানিকটা থমকে গেল রানা, 'পুরো ঘটনা খুলে বলো তো, জন। একদম শুরু থেকে।'

'ক্যারল আর আমি বিছানায় ছিলাম। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ও, কিন্তু তখনই নীচতলা থেকে আওয়াজ পেলাম। ওকে ডেকে তুললাম, আমার অফিসে নিয়ে গিয়ে মোবাইল ফোন দিয়ে বললাম পুলিশকে ফোন দিতে। ক্লজিটে ঢুকিয়ে দিলাম ওকে, নাইন-ওয়ান-ওয়ান-এ ফোন দিল। তলোয়ারটা দেয়ালে ঝুলছিল, ওটা নিয়ে দরজার আড়ালে অপেক্ষা করলাম। প্রথম লোকটা ভেতরে

ঢুকেই কম্পিউটারের দিকে এগোল। তখনই মুখোমুখি হলাম। আমাকে গুলি করতে চাইল। এক কোপে ওর ডানহাতের অর্ধেক পাঞ্জা নামিয়ে দিলাম। তারপর হাত-পা বেঁধে দুই নম্বর লোকটাকে ধরতে ছুটলাম।'

বাধা দিল রানা, 'প্রথম লোকটা তোমার কম্পিউটারের দিকে এগোচ্ছিল?'

'হ্যাঁ। কম্পিউটার দেখেই খুশি হয়ে গেল, ফিসফিস করে বলল, "আজকে আমার কপালটা আসলেই ভাল।" অবাকই হলাম, পিটার কম্পিউটারটা দেয়ার সময় বলেছিল ওটা বহুত পুরনো আমলের, প্রায় অবসোলিট হয়ে গেছে।'

'পিটার ওই কম্পিউটার তোমাকে দেয়?'

'হ্যাঁ। যাতে প্রয়োজনে ই-মেইল করতে পারে। ওর বাড়িতে পড়ে ছিল। আমাকে দিয়ে দেয়।'

'স্ক্রিন সেভার হিসেবে কি তোমার কাছে দ্য টুইন স্পাইরাল রিং আছে?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে? লোকটা যখন ঢুকল, তখনও ওটা চলছিল। কম্পিউটারটা আমাকে দেয়ার সময় স্ক্রিন সেভারটা ইনস্টল করে পিটার।' রানার দিকে তাকাল জন ওভারটন, বুঝতে পারছে না বক্তব্য কোনদিকে চলেছে।

'পিটার কী প্রোগ্রামটা ইন্টারনেট থেকে নামিয়েছে?'

'না। ওর একটা ডিস্কে ছিল। বলেছিল বোগার্ট ওকে দিয়েছে।'

'অ্যাণ্ডি বোগার্ট?' চাপা স্বরে বলল রানা।

'সে-সময় ওদের সম্পর্ক ভাল ছিল,' বলল জন। 'বোগার্ট জানত পিটারের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা, আর তখন ছেলেটার জন্য একটা টেস্ট করা হয়—ডাক্তাররা ধারণা করছিল পিচ্চি রনের ওই ট্রিসম রোগটা আছে। বোগার্ট ভেবেছে পিটার হয়তো এই প্রোগ্রাম দেখে আগ্রহী হবে।'

জন ওভারটন বলল পুলিশ আসবার আগে কীভাবে দ্বিতীয় ডাকাতকে ধরতে গেছে। এরপর তো পুলিশ এল, ওকেই উল্টো বন্দি করল। সেই সুযোগে পালিয়ে গেল চোরটা।

গাড়ি নিয়ে দক্ষিণ সেইন্ট লুই-এ চলে এসেছে রানা।

জন জানাল, পুলিশ এসে ওর বাড়ি তল্লাসী করেছে। ক্যারল তখনও ক্লজিটের ভিতর বসে। অফিসাররা ওকে বের করে এনেছে। ক্যারলের সঙ্গে কথা বলেছে তারা, কিন্তু এরপর জনকে কিছু না বলেই স্টেশনে ধরে নিয়ে গেছে।

হ্যাঙ্ক ক্রিডার খোলা স্নাইপার স্কোপে চোখ রাখল, বাড়িটার ভিতরে উঁকি দিল। ইঁটের পুরানো বাড়ি। ওখানে আগেও ঢুকেছে সে, তবে তখন কাজ সারতে পারেনি একটুর জন্য।

বাড়ির সামনে এখন পুলিশের কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার এপাশ-ওপাশেও। বাড়ির সামনের আঙিনা টেপ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওটা 'ক্রাইম এরিয়া'। বেশ কিছুক্ষণ আগে মিডনাইট ব্লু রঙের উনিশশো তেহাত্তর ওল্ডসমোবাইল কাটলাস-'এস' নিয়ে হাজির হয়েছে ক্রিডার। এক মাইল দূরে সেকেণ্ডারি গেটওয়ে ভেহিকল হিসেবে গাড়িটা রেখেছিল সে, স্টার্লিং-এর স্থানীয় সুপারমার্কেটের, পার্কিং লটে। ওটা নিয়ে এখানে আসবার সময় খেয়াল করেছে, কেউ পিছু নেয়নি। সামনের কাজটা শেষ করেই এবার এই গাড়ি নিয়েই সরে পড়বে সে।

কাটলাস-'এস' রেখেছে সে টাওয়ার গ্রোভ পার্কের পাশে। ও-ধারে ম্যাগনোলিয়া অ্যাভিন্যু। খানিকটা পিছনে ওভারটনের বাড়ি, চারপাশ ভালমতই দেখা যায়, তবে কয়েকটা গাছের কারণে এখানে-ওখানে চোখ বাধা পায়। ও যেখানে গাড়ি রেখেছে তাতে কেউ চট্ করে সন্দেহ করবে না। অপেক্ষা করছে হ্যাঙ্ক ক্রিডার, পুলিশের লোকজন বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছে। গাধাগুলো কী পাবে আশা করছে?

আরও কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল, তারপর টার্গেটকে দেখতে পেল ক্রিডার।

জন ওভারটন এইমাত্র ধূসর একটা গাড়িতে করে এসেছে। ব্যাটা একটা জাপানি স্পোর্টস্ কারের প্যাসেঞ্জার সিটে। নিজেই সিটে গেঁথে গেল ক্রিডার, কেলে-ব্যাটা ওকে দেখুক, তা চায় না। জানালার কাঁচ তুলে দিল, লুকিং-গ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকল। ওভারটনের সঙ্গে আরেক লোক আছে, দু'জন বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। ওই লোক বোধহয় গোয়েন্দা-পুলিশ, আন্দাজ করল ক্রিডার। 'দুঃশালা!' বিড়বিড় করল সে, 'আরও পুলিশ! শালারা বাড়ি ছেড়ে যাবে কখন?' সিটে প্রায় শুয়ে পড়েছে সে, এখন অপেক্ষা করতে হবে পুলিশ কখন যায়।

একটা বুড়ো ওক গাছের পাশে গাড়িটা রেখেছে সে। ওটার ছায়া পড়েছে উইণ্ডশিল্ডের উপর, কিন্তু সূর্য পুবের গাছগুলো টপকে বেরিয়ে আসায় ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে। কাটলাসের জানালাগুলো টিনটেড, তবুও ক্রিডার রে-ব্যান সানগ্লাস পরে নিল। সূর্যরশ্মি দু'চোখে দেখতে পারে না সে। নিজেকে সত্যিকারের রাতের প্রাণী মনে হয় তার। শখ করে এমন হয়নি সে, প্রয়োজনে হয়েছে। তার ফ্যাকাসে ছাই-বর্ণ চামড়া, তাতে একটুতেই ফোস্কা পড়ে—আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির আলো তার চোখের পাপড়ি পুড়িয়ে দেয়। দিনের উজ্জ্বল আলোয় পাপড়ি নাড়তে পারে না সে। রে-ব্যান সানগ্লাস থাকবার পরও চোখ থেকে পানি বেরিয়ে আসছে তার। দেখতে কষ্ট হচ্ছে।

পুলিশের লোকগুলোর তদন্ত শেষ হয়েছে, গাড়িগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা। ভোরের আলোতে চারপাশ জ্বলজ্বল করছে। যা শালারা, তাড়াতাড়ি যা! অধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে হ্যাঙ্ক, ড্যাশবোর্ডের ঘড়িটা দেখল।

টিকটিক করে পেরিয়ে চলেছে সময়, সকাল হয়ে গেছে।

দু'হাঁটু কাঁপছে এখন তার। টেনশন হলে এমন হয়। দুশ্চিন্তা

হচ্ছে। পুলিশের লোকদের উচিত ওভারটনের বাড়িতে ডাকাতির ব্যাপারটা সাধারণ ঘটনা মনে করা। লোকগুলো নিশ্চয়ই ধরে নেবে ওখানে কিছু চুরি হয়েছে। রান্নাঘরে গিয়ে নিশ্চয়ই ভাববে না রিফ্রিজারেটারের উপর নকল রেডিয়োটা কেন!

যত সময় যাচ্ছে, ক্রিডারের মনে ততই দুশ্চিন্তা আসছে। মন বারবার বলছে, সে এখানে একা নয়, আরও কেউ আছে।

কিছুক্ষণ পর সত্যিই পুলিশের গাড়িগুলো চলে গেল। আঙুলে গুনল ক্রিডার, ওই বাড়ির ভিতরে এখন সবমিলিয়ে তিনজন মানুষ আছে—ওভারটন নিগ্রোটা, তার শ্বেতাঙ্গিনী প্রেমিকা, আর সাদা-পোশাকে আসা ওই বাদামী ডিটেকটিভ। ওই শালা ওভারটনের বাড়ির মধ্যে গিয়ে যে ঢুকেছে, এখন পর্যন্ত বেরিয়ে আসেনি।

ক্রিডারকে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে—'প্ল্যান এ' যদি কাজ না করে, অপেক্ষা করতে হবে। ওভারটনকে একাকী পেলে খুন করতে হবে। রাতেও যদি শালার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রেমিকা থাকে, তখন দুটোকে খুন করা যাবে। কিন্তু মনকে মানিয়ে নিয়েছে হ্যাঙ্ক, রাত নামবার জন্য অপেক্ষা করবে না সে। যতদ্রুত সম্ভব এ-শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। সাদা-পোশাকের ডিটেকটিভ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই আর একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করবে না, 'প্ল্যান বি' অনুযায়ী কাজ শুরু করবে।

চিন্তা বেড়ে চলেছে তার, প্যারানইয়া ধরেছে তাকে। ওভারটন সাদা-পোশাকের লোকটার সঙ্গে কোথাও বেরিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তো সর্বনাশ—অন্য কোনওদিন আসতে হবে তাকে। তার মানেই নতুন করে সমস্ত ঝুঁকি নিতে হবে আবারও। এমনিতেই ঝুঁকির শেষ নেই এ-কাজে। পুলিশ তাকে দেখে ফেলতে পারে।' 'রেডিয়োটা' আবিষ্কার করে ফেলতে পারে ওভারটন। তার সহযোগী প্রিটো কার্কহ্যামও মুখ খুলতে পারে—কী থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক কী। যে-কোনও সময় বিরাট গোলমাল হতে পারে, ধরা পড়ে যেতে পারে সে।

শেষবারের মত স্কোপের ভিতর দিয়ে বাড়িটা দেখল হ্যাঙ্ক, চারপাশ দেখে নিল। তীব্র সূর্যরশ্মি তার চোখে এসে আঘাত হানছে। আর কোনও কষ্ট করতে হবে না তোর, নিজেকে বলল। প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে কাত হলো সে, গ্লাভস্ কমপার্টমেন্ট খুলে রিমোট ট্রিগারটা বের করে নিল। এই জিনিস নকল রেডিয়োটাকে জাগিয়ে তুলবে। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, ওই দালানে বাড়তি একটা লাশ থাকলে কী যায়-আসবে!

রিমোট কন্ট্রোলটা বামহাতে ধরল সে, বড়সড় লাল বোতামটা ডান বৃদ্ধাঙুলে চেপে ধরল।

নয়

রানাকে দোতলায় নিজের অফিসে নিয়ে এসেছে জন, দেখাল কোথায় প্রথম ডাকাতের মুখোমুখি হয় সে। পিছনে দেয়ালে গেঁথে আছে আততায়ীর বুলেট। আচমকা লাফিয়ে উঠল রানা—বাড়ির ভিতর বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, সব যেন চুরমার হয়ে গেছে! কম্পিউটার, টেলিভিশন থেকে শুরু করে ঘরের সমস্ত ইলেকট্রিক ডিভাইসগুলো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো। চারপাশের সব ক'টা বালব একইসঙ্গে ফাটল, নানাদিকে ছুটল কাঁচের টুকরোগুলো। ঝিলিক দিল অতি-উজ্জ্বল আলো।

মুহূর্তে অন্ধ হয়ে গেল ওরা, বুঝতে পারল না কী ঘটেছে। ট্রেনিঙের কারণে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা, ওয়ালথার পিপিকেটা স্যাৎ করে ওর জ্যাকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ফিলামিন্টের আগুন দ্রুত নিভল, ততক্ষণে রানার ওয়ালথার টার্গেট খুঁজছে। কিন্তু ঘরে কোথাও কোনও শত্রু নেই, চারপাশে লেলিহান শিখা দেখছে শুধু রানা। ওর পাশে পড়ে আছে জন, বেচারার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে—লকলকে শিখা জামা-কাপড় পোড়াচ্ছে।

পিস্তলটা হোলস্টারে রেখেই একটানে জ্যাকেট খুলে ফেলল রানা, জনের পায়ে ধরে যাওয়া আগুন নেভাতে চাইল। জ্যাকেট দিয়ে কয়েকবার ঝাপটা দেয়ায় শিখাটা নিভে গেল, কিন্তু ঘরের ভিতরে এখন ভালমতই ধরে গেছে আগুন। বাড়ছে ক্রমশ!

উঠে বসল জন, ফুসফুসে ধোঁয়া ঢুকে যাওয়ায় বেদম কাশতে শুরু করল। ঘরের উপরের অর্ধেক এরইমধ্যে ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

'জানালা দিয়ে লাফ দাও,' দ্রুত নির্দেশ দিল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে উত্তাপ থেকে সরছে, নিজেও চলেছে জানালা লক্ষ্য করে।

'একমিনিট, রানা!' কর্কশ স্বরে বলল জন, 'ক্যারল! বাড়ির ভেতরে কোথাও আছে ও!'

সিকি সেকেণ্ড ভাবল রানা। 'আমি ওকে খুঁজে বের করছি, তুমি বেরিয়ে যাও।'

'না, রানা! দু'জন দু'দিকে যাই চলো।'

রানা বুঝতে পারছে এখন তর্ক করবার সময় নয়, আপত্তি করল না ও। দু'জন খুঁজলে আসলেই সুবিধা হবে। 'ঠিক আছে, জন, ক্যারলকে পেলে চেঁচিয়ে জানিয়ো।' জ্যাকেট পরে নিল ও, হুড মাথার উপর উঠিয়ে ছুটল আগুনের প্রাচীর লক্ষ্য করে—মুহূর্তে দরজায় পৌঁছে গেল ও, এপাশে ছিটকে বেরিয়ে এল। পরমুহূর্তে ওর পিছনে উদয় হলো জন।

হল-এ আগুন জ্বলছে, তীব্র তাপ ওদের দেহ পোড়াতে চাইল। চারপাশ থেকে শুধু আগুনের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

সিঁড়ির দিকে হাত দেখাল রানা, নীচতলায় যেতে বলল জনকে। নিজে ঠিক করেছে দোতলা খুঁজবে ও।

ছুটে নেমে গেল জন।

করিডরের আরও সামনে চলে এল রানা, জনের প্রেমিকার খোঁজে একের পর এক দরজা খুলতে হবে ওর। কুঁজো হয়ে প্রথম দরজার কাছে পৌঁছে গেল। তাপ কতখানি পরখ করল হাত বাড়িয়ে, তারপর দরজা খুলল—দ্রুত চারপাশ দেখল। ক্যারল ওখানে নেই। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল, চায় না নতুন করে অক্সিজেন পেয়ে শিখাগুলো খেপে উঠুক। মেয়েটির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে। একই নিয়ম ধরে আরও তিনটে দরজা খুলল, তারপর চার নম্বর দরজা খুলে দেখল ওটা একটা ওয়াশরুম।

টাইল্‌স্ করা মেঝেতে পড়ে আছে ক্যারল। মেয়েটি জ্ঞান হারিয়েছে, শ্বাসও নেই! ডানহাতে একটা কার্লিং আয়ার্ন। একটু আগে যে বিস্ফোরণগুলো ঘটল, সে-সময় সবকিছুতে আগুন ধরে গেছে। কার্লিং আয়ার্নটা তখন প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক দিয়েছে ক্যারলকে।

বাথরুমটা মাঝারি, ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, দরজাটা পিছনে আটকে দিল। কপাল ভাল, টাইলগুলোর কারণে আগুন মেয়েটিকে গ্রাস করতে পারেনি। শিথিল হাত থেকে কার্লিং আয়ার্ন সরিয়ে নিল রানা, দেহটা শাওয়ারের নীচে নিয়ে গেল। ঠাণ্ডা পানির ট্যাপ খুলে দিল পুরোপুরি। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের কাপড় ভিজে গেল। র‍্যাকে দুটো তোয়ালে পেয়ে ওগুলোও ভিজিয়ে নিল রানা, ক্যারলের মাথায় বাঁধল একটা, অন্যটা নিজে নিল। এবার দেহটা কাঁধে তুলে নিল ও, দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল। সিঁড়িঘরে আগুন জ্বলছে, তার মধ্য দিয়ে প্রায় উড়ে নামল রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'জন! ক্যারলকে পেয়েছি!' আগুনের গর্জনের উপর দিয়ে আরও কয়েকবার চিৎকার করল।

জ্বলজ্বলে আগুন চারপাশ থেকে এগিয়ে আসছে, অচেতন ক্যারলকে কাঁধে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল রানা। একটানে কবাট খুলে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। কয়েক ধাপ টপকে আঙিনায়

নামল। ওর কয়েক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল জন। ক্যারলকে বাড়ির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঘাসে নামাল রানা। পিছনে বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। কয়েক সেকেণ্ড কাশল রানা, তারপর ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস টেনে নিতে পারল। ক্যারলের পাশে শুয়ে পড়ল, সিপিআর দিল এবার, একহাতে বুক পাম্প করল। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস চালু করতে হবে, মেয়েটির মুখে মুখ রেখে শ্বাস দিল ও। এরই ফাঁকে মোবাইল বের করে ফেলেছে, ওটা জনের পায়ের কাছে ফেলে বলল, 'নাইন-ওয়ান-ওয়ান, জন!'

ব্যস্ত হয়ে সিপিআর দিচ্ছে রানা। জন ওভারটন তিন ডিজিটের আমেরিকান ইমার্জেন্সি সংখ্যা টিপল, পায়চারি শুরু করল। লাইনের ও-প্রান্তে কল পৌঁছে গেল, দু'বার বাজবার পর ইমার্জেন্সি অপারেটার জবাব দিল, 'নাইন-ওয়ান-ওয়ান, আপনার ইমার্জেন্সি কী?'

'আমি ম্যাগনোলিয়া অ্যাভিন্যু-র তিন হাজার নয় শ পঁচাশি নম্বর বাড়ি থেকে বলছি। আমার বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। আমার গার্লফ্রেণ্ড জ্ঞান হারিয়েছে। শ্বাস নেই ওর। আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার বন্ধু এখন আমার বান্ধবীকে সিপিআর দিচ্ছে। দয়া করে ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে জানান, আর আমাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার। আর...'

রানা খেয়াল করল জনের কথা থেমে গেছে। পরমুহূর্তে দু'বার চাপা আওয়াজ পেল ও, চমকে গেল। ওগুলো তো সাইলেন্স্‌ড্‌ রাইফেলের গুলির আওয়াজ! প্রথম বুলেট ওদের মাথার উপর দিয়ে হিসহিস শব্দে চলে গেল, জ্বলন্ত বাড়ির দেয়ালে গাঁথল। দ্বিতীয় বুলেট জনের বাম কাঁধে ঢুকল, রোটেটর কাফ ভেঙে উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পাক্কা এক সেকেণ্ড নিশ্চুপ থাকল সে, মনে হলো কিছুই বোঝেনি। তারপর চোখ দুটো আপেলের মত বড় হয়ে উঠল, চোয়াল ঝুলে পড়ল। ফোনটা হাত থেকে খসে গেল। বিস্ফারিত চোখে দেখল পায়ের কাছে রক্ত নামছে।

ধপ করে বসে পড়ল। কর্কশ গোঙানি বেরিয়ে এল গলা থেকে, বামকাঁধ চেপে ধরল ডানহাতে।

অচেতন ক্যারলকে নিজের দেহ দিয়ে চট করে ঢেকে ফেলল রানা। বুঝতে পারছে, যে-করে হোক মেয়েটির শ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আরও দু'বার ক্যারলের ফুসফুসে শ্বাস পাঠাল রানা, তারপর দেহটা তুলে নিয়ে ওর গাড়ির দিকে ছুটল। আশা করল, ওখানে আড়াল পাওয়া যাবে। ক্যারলকে গাড়ির পাশে নামিয়ে দিল, নতুন করে সিপিআর চালু করল।

আরেকটা বুলেট জনের পাশের ঘাসে নাক গুঁজল। মানুষটা প্রচণ্ড ব্যথায় শুয়ে পড়েছে, এখন তাকে সহজেই খুন করা যাবে। রানা জানে, চাইলেও জনকে সাহায্য করতে পারবে না ও, সিপিআর চালু রাখতে হবে ওর।

একদিনের পরিচয়ে রানা বুঝেছে, ক্যারল প্রচুর কথা বলতে ভালবাসে, সর্বক্ষণ ছটফট করে—কিন্তু এখন সে একদম নিথর। তাড়াতাড়ি যদি শ্বাস না ফিরে আসে, তা হলে মেয়েটার আর কোনও আশা নেই। এদিকে জনকে সাহায্য করতে পারছে না ও, আশা করছে, মানুষটার রেঞ্জার ইন্সটিংক্ট এখনও আছে, নইলে সে-ও শেষ হয়ে যাবে।

ভয়ঙ্কর ব্যথা সহ্য করছে জন, কিন্তু টের পেয়েছে কী করা উচিত। দাঁতে দাঁত খিঁচিয়ে কাত হলো সে, আঙিনার নিচু ঢালের দিকে শরীর গড়িয়ে দিল। সে একফুট নেমে আসবার আগেই দুটো বুলেট আগের জমিনে গাঁথল। আরও কয়েকবার শরীর গড়িয়ে দিয়ে রানার গাড়ির আড়ালে চলে এল জন। রানা এখনও সিপিআর দিচ্ছে ক্যারলকে। এস-২০১০ হোণ্ডার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসল জন, অচেতন প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে থাকল—তীব্র দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল চেহারায়।

তিরিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, একেকটা মুহূর্ত যেন দীর্ঘ একেকটা ঘণ্টা। তারপর ক্যারল হঠাৎ কেশে উঠল, ফুসফুস ভরে

বাতাস টেনে নিল। উঠে বসতে চাইল, কিন্তু পারল না। দু'চোখে তীব্র আপত্তি ও ভয় নিয়ে চোখ মেলল সে, চারপাশ দেখল। ক্যারলের দেহের উপর থেকে সরে গেল রানা, জনের দিকে তাকাল। ব্যথায় মুখ কুঁচকে আছে জনের, কিন্তু হেসে ফেলল খুশিতে।

ক্যারলকে উঠে বসতে সাহায্য করল রানা। বড় বড় দুটো দম নিল ক্যারল, রক্তে অক্সিজেন মিশে যাওয়ায় দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে সে।

প্রেমিকার পাশে সরে বসল জন, একহাতে তাকে শক্ত করে ধরল, রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যারলকে দেখছি আমি, রানা। ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে ধরো!'

কোনও জবাব দিল না রানা, ওয়ালথার পিপিকে বের করে একটু উঁচু হয়ে এস-২০১০-এর জানালার ভিতর দিয়ে ওপাশ দেখল। স্নাইপার ওদিকেই কোথাও আছে। পার্কে চোখ বোলাল। কেউ নেই ওখানে। আরও দূরে ডানদিকে গাঢ় নীল রঙের একটা কাটলাস গাড়ি দেখতে পেল।

ভালমত খেয়াল করবার পর মনে হলো গাড়ির ভিতরে এক লোক বসে আছে, ড্রাইভিং সিটে। তবে দূরত্বের কারণে তার চেহারা বোঝা গেল না। রানা হিসাব কষে নিল, ও যখন ওই লোকটাকে ভালমত দেখতে পাচ্ছে না, তার মানে ওই লোকও ওদের পরিষ্কার দেখতে পাবে না।

'এখানেই অপেক্ষা করো, পুলিশ নিশ্চয়ই এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে,' বলল রানা। প্রায় উবু হয়ে এস-২০১০-এর নাক ঘুরল ও। নিজের গাড়ির কারণেই এখন চট্ করে ওকে তাক করতে পারবে না লোকটা।

এক দৌড়ে রাস্তা পার হলো রানা, পার্কে ঢুকে পড়ল। শুরুতেই ছোট কয়েকটা ঝোপ পড়ল। ও আছে এখন স্নাইপারের ডানদিকে, এবার যতদ্রুত সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। ঝাড় থেকে

বেরিয়ে একটু দূরে কয়েকটা এল্‌ম্‌ গাছ পার হলো ও, এরপর আবারও কয়েকটা ঝোপের মধ্যে ঢুকল। প্রতিবারে কয়েক গজ এগিয়ে থামছে, কাটলাস গাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখছে, তারপর আবারও এগোচ্ছে।

ওল্ডসমোবাইলটা পনেরো গজ দূর থাকতে ড্রাইভারের জানালায় রাইফেলের নল দেখতে পেল রানা। সকালের উজ্জ্বল আলোয় সাইলেন্সার ও স্নাইপার স্কোপও চোখে পড়ল। ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকল রানা, গাড়িটা পেরিয়ে গেল, তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে গাড়ির পিছনের দিকে এগোল।

আততায়ী যতক্ষণ স্কোপের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকবে, ততক্ষণ কোনও চিন্তা নেই। ওই নলের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকবে বলেই দু'পাশ বা পিছন দিক দেখবে না। গাড়ির বিশ ফুট দূরে পৌঁছে গেল রানা। ওল্ডসমোবাইলের পিছনের জানালা কালচে টিনটেড। লোকটাকে ভাল করে দেখা গেল না।

না, লোকটার মুখোমুখিই হতে হবে।

সামনে কোনও ঝোপ নেই, ফাঁকা জমিটা পার হলে তারপর প্রকাণ্ড একটা ওক গাছ। স্নাইপার নিজের গাড়ি ওটার নীচে রেখেছে। ওক গাছের গুঁড়ির বামে বেরিয়ে এল রানা, নিঃশব্দে এগিয়ে ড্রাইভিং দিকের রিয়ার পিলার পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ওর জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেছে কাটলাসের জোড়া একযস্টের গভীর ধিকধিক আওয়াজে।

পাথরের মত স্থির হয়ে আছে স্নাইপার, বাম কনুই গাড়ির সিল-এ রেখেছে, নিষ্কম্প হাত দিয়ে রাইফেলের স্টক ধরেছে। স্কোপে চোখ রেখে শিকার ফেলবার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকগুলো হোণ্ডা স্পোর্টস্‌ কারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেই...

দু'পা সামনে বাড়ল রানা, খপ করে রাইফেলের নল ধরেই উপরের দিকে ঠেলে দিল। থামল না, ট্রিগার একটানে স্নাইপারের হাত থেকে সরিয়ে দিল। তার আগেই ট্রিগারে আঙুলের চাপ

পড়েছে লোকটার, একটা গুলি আকাশের দিকে ছুটল।

'অ্যাই! বেরিয়ে এসো!' প্রচণ্ড ধমক দিল রানা। ওর ওয়ালথার লোকটার কপাল লক্ষ্য করে তাকিয়ে আছে। আতঙ্কে কাতর চেহারা হলো আততায়ীর। ভয়ে মুখ কুঁচকে ফেলেছে। চোখে তাকিয়ে অবাক হলো রানা, এর মত পিশাচ আবার ভয়ও পায়? আর ওই আধ সেকেণ্ডের বাড়তি চিন্তার ছাপ পড়ল ওর নিজের চোখেও। হ্যাঙ্ক ক্রিডার এক ঝটকায় ওয়ালথারের ব্যারেল সরিয়ে দিল, ওল্ডস-হার্স্ট্ ওয়াইড-রেশিও ট্র্যান্সমিশনটা কাজে লাগাল সে—এক থাবায় ফার্স্ট গিয়ার ফেলল। চাকাগুলো তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুরল। কাটলাসের দু শ' সত্তর হর্স-পাওয়ার, চার শ' পঞ্চান্ন কিউবিক-ইঞ্চ রকেট ভি-এইট ইঞ্জিন আচমকা যেন উন্মাদ হয়ে উঠল—ভয়ঙ্কর শক্তিশালী গাড়িটা রকেটের মতই ছুটল।

ওটার পিছনের জানালা মুহূর্তে ছুটে এল রানার দিকে—হাতে জোরে ধাক্কা খেল উইণ্ডো-কলাম, সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা খসে পড়ল।

কাটলাসের পিছনের চাকাগুলো অ্যাসফল্টে বনবন করে ঘুরল—এরইমধ্যে সামনে বাড়ল রানা, বামহাত সামনের দরজার কলামে ভরে দিয়ে জাপ্টে ধরল। ডানহাতে কিছু ধরতে চাইল, কিন্তু শূন্য বাতাস ছাড়া আওতার মধ্যে আর কিছু নেই!

কাটলাসের গতি বাড়ছে, পার্কের মাঝখান দিয়ে ছুটল। রানার পা দুটো অ্যাসফল্টে ছেঁচড়ে এগোল। ডানহাতে আবারও কিছু ধরতে চাইল, কিন্তু হ্যাঙ্ক ক্রিডার ওকে চমকে দিল, লোকটা ওর বামহাত আঁকড়ে ধরেছে—গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে যেন।

জেনারেল মোটরের শেষদিকের মাস্‌ল্-কার কাটলাস, গোঁ-গোঁ করে ছুটছে! পেভমেন্টে দু'পা রাখতে চাইল রানা, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। জুতোর সোল খয়ে গেল মুহূর্তে।

পরের সেকেণ্ডে কাটলাসের সামনের চাকাদুটো উঁচু একটা স্পিডব্রেকার পার হলো। বিরাট গাড়িটা চিতার মত লাফ দিল।

দু'পায়ের তলায় ধাক্কা খেল রানা, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল কাঁধে—হেঁচড়ে চলল, গাড়ির বডিতে আছড়ে পড়ল ঊর্ধ্বাঙ্গ। মুক্তি মিলল না, কর্কশ পেভমেণ্ট ঘষে এগোল ওর হাঁটু ও শিনের হাড়। দরজার কলামের সঙ্গে হাত পেঁচিয়ে রেখেছে বলে ছিটকে পড়ল না, কিন্তু ম্যাধ্যাকর্ষণ ওর দেহ নীচে টেনে নিতে চাইল—ঝাঁকি খেয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেল কাঁধে। তারপরই স্পিডব্রেকার পার হলো পিছনের চাকাগুলোও। আবার লাফ দিল কাটলাস।

রানাকে যেন তুলতুলে পুতুলের মত ছুঁড়ে ফেলা হবে। কিন্তু ওর কপাল ভাল, গাড়ির বডিতে ধাক্কা খেতে পিছনের জানালার সঙ্গে ধাক্কা লাগল শরীরটা—ডানহাত ঢুকে গেল ফ্রেমে। সঙ্গে সঙ্গে জাপ্টে ধরল রানা, টের পেল দরজা খুলবার হ্যাণ্ডেলে আঙুল লেগেছে। শক্ত করে ওটা ধরল। ছুটে চলেছে কাটলাস। পেণ্ডুলামের মত দুলছে রানা। ভয়ে পা উপরে তুলল, ডান পা ব্যাক-ডালার উপর থামল।

হ্যাঙ্ক ক্রিডার টের পেয়েছে শত্রু সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গেছে। ব্যস্ত হয়ে সামনে দেখল সে, তার এখন এমন কিছু দরকার যেটার সঙ্গে ঘষা দিলে আপদটা খসে পড়বে। ঠিক তেমনই একটা জিনিস পেয়েও গেল। রাস্তার ধারে বিরাট একটা এলম গাছ আছে, ওটার দিকে কাটলাস ছুটিয়ে দিল সে।

গাছটা রানাও দেখেছে, বুঝে নিয়েছে উন্মাদ লোকটা ওকে পিষে দিতে চায়! আর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর... বামহাত সরিয়ে নিল রানা, ক্রিডারের বাইসেপে আঙুলগুলো ডাবিয়ে দিল। শক্ত করে ধরেছে, এদিকে ওর ডানহাত নড়ে উঠল, আধ সেকেণ্ড পর হ্যাঙ্কের গলা পেঁচিয়ে ধরল ও।

লোকটা একহাতে গলা ছাড়াতে চাইল, কিন্তু প্রাণপণে ধরেছে রানা—রক্তাক্ত বাম পা জানালার ফ্রেমে তুলল। হ্যাঙ্ক ক্রিডার শ্বাস নিতে পারছে না, ধড়ফড় করছে, কিন্তু দ্রুতগতি গাড়িটা ঠিকই এল্‌মের দিকে নিয়ে চলেছে। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় ছটফট করছে সে,

তার উপর গায়ের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাল রানা, দু'হাতে পলকা লোকটাকে স্টিয়ারিং হুইল থেকে সরিয়ে আনল। সঙ্গে যোগ হলো ওর বামহাতের টান—কয়েক সেকেণ্ড টিকে থাকতে চাইল হ্যাঙ্ক ক্রিডার, তারপর বাইরের আকর্ষণে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। জাপ্টে ধরে তার সঙ্গে নিয়ে চলল রানাকেও।

ড্রাইভারহীন কাটলাস এখন পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটে চলেছে! ওটার পাশে উড়াল দিল দু'জন। গাড়িটা এলম গাছে ঘষা দিয়ে পার্কের আরেকদিকে ছুটল।

ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল রানা ও ক্রিডার। জাপ্টাজাপ্টি করে গড়িয়ে চলেছে। এক সেকেণ্ড পর রানা বুঝল স্নাইপার ওর বুকের উপর রয়েছে, ওরা এখন আর গড়াচ্ছে না, ছেঁচড়ে এগিয়ে চলেছে। এতে ক্ষতি যা হওয়ার ওরই হবে। আর কিছু বুঝতে পারল না রানা, পাথুরে মাটিতে ঠাস্ করে লাগল মাথা, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

হ্যাঙ্ক ক্রিডার রানার উপর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল, তার মাথা আরেকটা গাছের কাণ্ডে গিয়ে বাড়ি খেল। মাথা ফাটল না তার, কিন্তু বেমক্কা ধাক্কায় ঘাড়টা ভাঙল—মারা পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ ছুটে আসছে, রানা বুঝতে পারল না কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ও। চোখ মেলল, ধড়মড় করে উঠে বসে চারপাশ দেখল। পার্কে কোনও জনমনিষ্যি নেই। হ্যাঙ্ক ক্রিডারও নেই। গেল কোথায় লোকটা? দূরে গ্র্যাণ্ড বুলেভার্ডে অনেক লোক জড় হয়েছে। ওখানে প্রবেশ-পথের পিলারে বাড়ি মেরেছে কাটলাস, তারপর ওপাশের রাস্তায় নেমে একটা মেট্রোলিঙ্ক বাসকে গুঁতো মেরে থেমেছে। হাঁটু গেঁড়ে বসে আশপাশ আরেকবার দেখল রানা, ধারেকাছে কেউ নেই। জ্যাকেটের বুক পকেটে হাত ভরল, ম্যাগনেটিক কী কার্ড স্পর্শ করে বুঝল, ওটা চুরি হয়ে যায়নি। বের করে আনল ওটা, গায়ে লেখা: 'হায়েট-

রিজেন্সি—ইউনিয়ন স্টেশন।'

এবার ক্যারল ও জনের কথা মনে পড়ল রানার। ওদের এখন সহযোগিতা প্রয়োজন। টলমল করে উঠে দাঁড়াল ও, এক পা এগোল জনের বাড়ির দিকে, তারপর বনবন করে মাথা ঘুরে ওঠায় বসে পড়তে বাধ্য হলো। মাথার আঘাতটা যা ভেবেছে তার চেয়ে গুরুতর মনে হয়। চোখ থেকে যেন আলো মিলিয়ে গেল, আস্তে করে শুয়ে পড়ল রানা। চোখ বুজল। পুলিশ এক্ষুনি চলে আসবে, তার আগে উঠবার দরকার নেই।

দশ

জন ওভারটনের বাড়ির সামনে পুলিশের ক্রুজারগুলো থেমে আছে, একটার পাশে দাঁড়িয়েছে বিধ্বস্ত রানা। এখানে-ওখানে চামড়া ছিলে গেছে ওর, জ্বলছে এখন। দু'কাঁধে ব্যথা, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়বে। আশা করছে মাথার যন্ত্রণাটা সাধারণ কংকাশন, এর বেশি কিছু নয়। প্যারামেডিকরা অবশ্য ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, রাজি হয়নি ও। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে এখন, ধ্বংসস্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। জনের বাড়িটা গেছে, ফায়ার ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা এসে বাকি দু'চারটে শিখা যা জ্বলছিল, সেগুলো নিভিয়েছে। পোড়া ইঁটের কাঠামো এখন স্রেফ একটা কঙ্কাল। পুলিশের দু'জন অফিসার ওকে পাহারা দিচ্ছে। একঘণ্টা আগে অ্যাম্বুলেন্স এসে জন ও ক্যারলকে নিয়ে গেছে। আধঘণ্টা হলো অফিসার ইন-চার্জকে জানিয়েছে রানা, ও

এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নের সঙ্গে কথা বলতে চায়—সে অবশ্যই ওর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। লোকটা বলেছে, 'এখানেই দাঁড়ান। আমি দেখছি।'

বাড়ির দিক থেকে চোখ সরিয়ে পুলিশদের জটলার দিকে তাকাল রানা, এরিক স্টার্নকে দেখতে পেল। অফিসার ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর ক্রুজারের দিকে এগিয়ে এল।

এরিক সামনে এসে দাঁড়াতে রানা বলল, 'এসেছ বলে ধন্যবাদ।'

'অফিসারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল স্টার্ন। 'আপনাকে বন্দি করা হয়নি, ফোন আর পিস্তল ফেরত দেবে ওরা।' ও-দুটো রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওয়ালথারটা দেখাল। 'ওরা এখনও এই জিনিসের জন্য বুলেট বানায়?'

'ঠিক দোকানে গেলে পাওয়া যায়।' ক্লান্ত হাসল রানা, পিস্তল হোলস্টারে ভরে রাখল।

'আপনার জন্য হাসপাতাল থেকে খবর আছে,' বলল এরিক। 'আপনার বন্ধুর একটা কাঁধ নতুন করে তৈরি করতে হবে। প্রচুর রক্তও হারিয়েছে সে, এ ছাড়া ভালই আছে এখন। তার প্রেমিকা সুস্থ, তবে একরাতের জন্য তাকে হাসপাতালে রাখবেন ডাক্তাররা। বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ অক্সিজেনের অভাব হওয়া সত্ত্বেও মাথায় পার্মানেন্ট কোনও ড্যামেজ হয়নি।' পার্কের দিকে হাতের ইশারা করল স্টার্ন, 'ওদিকে চলুন।'

'কোনও দুঃসংবাদ আছে?' এফবিআই এজেন্টের পাশে হাঁটছে রানা। গম্ভীর হয়ে গেল, 'হাসপাতালে ওদের পুলিশ প্রোটেকশন লাগবে।'

'সে-ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতে জন ওভারটন যে-লোকের হাত কেটে নামিয়েছে, তার নাম প্রিটো কার্কহ্যাম। লোকটা 'আর্মি অভ দ্য ককেশিয়ান ম্যান' নামের এক বেআইনী ফ্যানাটিক

সংগঠনের সদস্য। পার্কে যে মারা গেছে, তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ ধারণা করছে জন ওভারটনের প্রেমিকা শ্বেতাঙ্গিনী হওয়ায় তাদের খুন করতে চেয়েছে এরা।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার, তিক্ত গলায় বলল, 'আমার মনে হয় জনকে হত্যা করবার চেষ্টার পিছনে ওদের অন্য কারণ আছে। পিটার উইলকিন্স আর জন ওভারটনকে খুন করতে চাওয়ার পিছনে "দ্য টুইন স্পাইরাল রিং" নামের একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম থাকতে পারে। ওটা ওদের কম্পিউটারে ছিল।' রানা এবার খুলে বলল কেন প্রিটো কার্কহ্যাম জন ওভারটনের কম্পিউটারের ব্যাপারে অতি আগ্রহী ছিল। পিটার উইলকিন্সের কম্পিউটারেও হামলা করা হয়েছিল প্রচণ্ড ইলেকট্রিকাল সার্জ-এর মাধ্যমে। 'স্টার্ন, আমি শুধু বলব, এখন পর্যন্ত সন্দেহ করছি,' বলল রানা, 'তবে সবকিছু প্রোগ্রামটার দিকে আঙুল তাক করছে।'

পার্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে দু'জন। খানিকটা দূরে পড়ে আছে হ্যাঙ্ক ক্রিডারের কাটলাস গাড়ি।

ঘাসজমির মাঝখানে থেমে দাঁড়াল স্টার্ন। 'ইন্টারেস্টিং থিওরি, মিস্টার রানা। আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'না। আপাতত এটা থিওরিই। আমি চাই না এখনই তুমি তোমার এজেন্সির সাহায্য নাও। আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।'

হোটেল রুমে ঢুকে রানা দেখল লায়লা অপেক্ষা করেনি। মেয়েটি চলে গেছে বুঝে মনটা দমেই গেল ওর। নিজেকে বলল, 'ওদের একদিনের এ সম্পর্কে কোনও গভীরতা ছিল কী?' কিন্তু অন্তর বলল, 'যাও, লায়লার সঙ্গে গিয়ে কথা বলো, ওকে দেখো, মুগ্ধ হও। যদি পারো, তো ওকেও মুগ্ধ করো।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা, বিছানার দিকে চোখ পড়তেই লায়লার চিরকুট দেখতে পেল। দু'কদম এগিয়ে ওটা তুলে নিয়ে পড়ল:

'রানা,
হোটেলের পুলে সাঁতার কাটতে চললাম। ব্রাঞ্চের অর্ডার দিয়েছি। ঠিক এগারোটায় ফিরব।

—লায়লা।'

ও সত্যি চলে যায়নি দেখে মৃদু হাসল রানা। এখন সাড়ে দশটা। ঠিক করল চট্ করে শাওয়ার সেরে নেবে, ঘাম-কাদা থেকে মুক্ত হতে হবে, জখমগুলোতে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাবে, তারপর লায়লা ফিরে আসবার আগেই টুকটাক কিছু কাজ সারবে।

শাওয়ার শেষে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিল রানা, ডেস্কে বসে বিসিআই-এর কম্পিউটার চালু করল। আধ মিনিট পর স্ক্রিনে একটা উইণ্ডো দেখা গেল, ওখানে লেখা:

'আপনার প্রোগ্রাম অ্যানালাইজ করা হয়ে গেছে, আমাকে ফোন দিন।

—শরাফত আলী।'

ভিডিও-ফোন প্রোগ্রাম চালু করল রানা, ডক্টরকে কল দিল। প্রথমবার রিং হতেই সুন্দরীর মুখ ভেসে উঠল। শরাফত আলীর খটমটে গলা ভেসে এল, 'আমাদের বাংলাদেশে এখন অনেক রাত, এম-আর-নাইন। আপনি যেখানেই থাকুন, শুভ রাত্রি।'

লোকটা ফোন রেখে দেবে ভেবে তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'এখানে সকাল চলছে, ডক্টর আলী। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।'

নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন ভদ্রলোক, 'আপনার কণ্ঠে কোনও দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই, এম-আর-নাইন।'

ব্যাটা রোবট, বিড়বিড় করে বলল রানা। এবার নরম সুরে বলল, 'ওই প্রোগ্রাম থেকে কিছু পেলেন?'

'তার আগে কী যেন বলেছেন?'

'কিছু না। কিছুই না।'

'তা হলে শুনুন, আমাদের টিম ওটার মূল কীর্তি খুঁজে

পেয়েছে। প্রোগ্রামটা ডিএনএর কোনও সিকিউয়েন্সের কাজ করে না।'

'তা হলে কী করে?'

'ওটা একটা কোড ব্রেকার। প্রোগ্রামটা ১২৮-বিট এনক্রিপটেড কোড ভাঙার জন্য তৈরি করা হয়েছে। খুব চালাকি করে ইন্টারনেট থেকে তথ্য চুরির ব্যবস্থা করেছে।' কর্কশ হয়ে গেল ডক্টর আলীর কণ্ঠ, 'আপনি যেটা পাঠিয়েছেন সেটার সঙ্গে কাজ করে একটা মাস্টার প্রোগ্রাম। নিশ্চয়ই এই মাস্টার প্রোগ্রামের সঙ্গে কাজ করছে শতশত "দ্য টুইন স্পাইরাল রিং" নোড প্রোগ্রাম। সবগুলো ইন্টারনেটে কাজ করছে স্ক্রিন সেভার হিসেবে, মাস্টার প্রোগ্রামের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে কোডের পরবর্তী ব্লক ডিক্রিপ্ট করতে চাইছে। টার্গেটেড ওয়েবসাইট থেকে যা পাওয়া যায় ভাগ করছে নোডগুলো, পাসওয়ার্ড খুঁজছে। কাজটা করা হয় সাবধানে। প্রোসেসারগুলোর গতি বাড়িয়ে নেয়া হয়। কোনও হাই-সিকিউরিটি ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড খুঁজে বের করতে হলে ভাল কোনও কম্পিউটারের লাগবে অন্তত এক বছর। কিন্তু এ লোকগুলো শতখানেক কম্পিউটারকে কাজ ভাগাভাগি করে দিচ্ছে। এর ফলে পাসওয়ার্ড খুঁজে বের করতে লাগছে বড়জোর এক-কি-দেড় সপ্তাহ।'

'আমার তো মনে হচ্ছে ইউএস গভার্নমেন্টের এজেন্সিগুলো ১২৮-এনক্রিপশন ব্যবহার করে।'

'আমরাও তা-ই করি,' তিক্ত শোনাল ডক্টর আলীর কথাটা। 'কম সেনসিটিভ তথ্যগুলো অন্তত।'

'এই প্রোগ্রাম কে চালায় সেটা বের করা যাবে?'

'না। ধরতে হলে মাস্টার প্রোগ্রামের ফাইলগুলোর কপি লাগবে, নইলে নোডগুলো ধরা যাবে না।'

'তা হলে তো হবে না,' আনমনে বলল রানা। পরমুহূর্তে বলল, 'কিন্তু প্রোগ্রামটা কোথায় টার্গেট করা হয়েছে সেটা বের

করতে পারবেন?'

'না। সে তথ্য নোডগুলোতে দেয়া হয়নি।'

'মাস্টার প্রোগ্রামটা কোথা থেকে চালানো হচ্ছে, সেটা বলতে পারবেন নিশ্চয়ই?'

'দুঃখিত, এম-আর-নাইন। সম্ভব না। মাস্টার প্রোগ্রাম নোডগুলোকে তথ্য পাঠাতে আদেশ দিয়েছে। আমরা সেটা খুঁজে দেখেছি, ওগুলো ইউনিভার্সিটি অভ আলাস্কা-অ্যাঙ্কোরেজে তথ্য পাঠাবে। কিন্তু মাস্টার প্রোগ্রাম তো যে-কোনও জায়গা থেকে রান করা যায়।'

'তার মানে আমি যদি মাস্টার প্রোগ্রামটা ট্র্যাক করতে পারি, তা হলে টার্গেট কারা সেটা জানতে পারব? আর সব নোডও খুঁজে পাওয়া যাবে—তা-ই তো?'

'তাতে কাজ হবে এমনও বলা যায় না, তবে কাজ হতে পারে।'

'ঠিক আছে, ডক্টর, পরে আপনার সঙ্গে আবার আলাপ করব,' বলল রানা। 'সাহায্য করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

গতানুগতিক কথাটা এবার জানিয়ে দিলেন ডক্টর আলী, 'আপনাদের জন্যই তো বসে আছি আমরা। তবে আপনি অফিসের কাজ ছাড়া ওয়াইড-ব্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল কল দিয়েছেন। মেজর জেনারেল জানতে পারলে রেগে যাবেন। ...আর একটু আগে কী বলেছেন আমি শুনেছি। আমি রোবট না।'

ডক্টর শরাফত আলীর ভিডিও লিঙ্ক বন্ধ হয়ে গেল।

হাসল রানা। কম্পিউটার বন্ধ করে আস্তে করে অ্যাটাশে কেসটা আটকে রাখল। ঘরের দরজায় নক করল কেউ, একটা মোটা কণ্ঠ জানাল রুম সার্ভিস।

পিপহোলে দেখল রানা, তারপর দরজা খুলে দিল। হোটেলের স্টুয়ার্ড এসেছে, রানা সরে দাঁড়াতে কার্ট ঠেলে ধরে ঢুকল সে।

'কী অর্ডার দেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফালি করা টার্কি দিয়ে তৈরি ওয়েফার, সঙ্গে এগ্স্ বেনেডিক্ট,' স্যর। সাথে মৃদু ফ্রেশ সালসা, গুঁড়ো করা সসেজ দিয়ে প্যাটিজ, কমলার রসের মিমোসা। আর শ্যাম্পেন হিসেবে আপনাদের জন্য এনেছি টেইটিনজার "৮২"।' কথা শেষে টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলল স্টুয়ার্ড।

'গুড,' চেক লিখে পাতাটা তার হাতে দিল রানা। দরাজ হাতে টিপস্ দিল এবার। আমেরিকায় এলে টিপস দেয়ার সময় নগদ টাকা দেয় ও, নইলে বেশিরভাগ সময় টাকাটা ওয়েইটার পায় না।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর,' বলে বিদায় নিল স্টুয়ার্ড।

আধমিনিট পর ঘরে ঢুকল লায়লা। দীর্ঘ নীলচে চুলগুলো ভেজা, কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিল। গতকাল কমলা প্যান্টি ও সেইন্ট লুই কার্ডিনাল টি-শার্ট কিনেছে, সেগুলো পরেছে এখন। 'খাবার দিয়ে গেছে?' রানার সামনে থামল ও, উঁচু হয়ে গালে চুমু দিল।

'তোমার সাঁতার কেমন হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা। সাধারণ পোশাকে লায়লাকে দেখতে চমৎকার লাগছে।

'ভাল। এবারের সিজন শেষ বলে হোটেলের পুল-ম্যান ওটার পানি বের করতে এসেছিল, কিন্তু আমাকে দেখে বলল, সাঁতার শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

লায়লার টি-শার্টের ওপাশ থেকে যৌবন উঁকি দিতে চাইছে, মৃদু হাসল রানা। 'ওকে দোষ দেয়া যায় না!'

তোয়ালে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল লায়লা। কিছুক্ষণ পর দু'জন টেবিলে বসল, খাওয়ার ফাঁকে লায়লা জানতে চাওয়ায় রানা সংক্ষেপে বলল, সকাল থেকে কী ঘটেছে। লায়লা জানাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে ও, তারপর সাঁতার কাটতে গেছে। এরপর রানা সরাসরি জানতে চাইল, অ্যাণ্ডি বোগার্টকে কতটুকু চেনে ও।

'অ্যাণ্ডি বোগার্ট কে?' ভ্রূ কোঁচকাল লায়লা।

'অ্যাণ্ডি বোগার্ট। পিটারের ফিউনারালে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে

যার সঙ্গে কথা বলছিলে তুমি।'

'ও, অ্যাণ্ডি,' মাথা দোলাল লায়লা। 'পিটারের বন্ধু। কয়েকদিন অফিসে এসে পিটারের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। শুনেছি লোকটা সফ্‌ট্‌ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তবে পিটার বলেছিল আসলে ও খুব কাঁচা প্রোগ্রামার। প্রতিবার আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছে লোকটা। আমার কোনও আগ্রহ থাকলেও জোঁকটাকে এগোতে দিতাম না, জানিই তো, সে আসলে বিবাহিত।' মুচকি হাসল লায়লা, 'তা হলে ফিউনারালে আমাকে খেয়াল করেছ তুমি?'

'মিথ্যে বলব না—না করে উপায় ছিল না। এসো আগের প্রসঙ্গে ফিরি, অ্যাণ্ডি বোগার্ট কবে তোমাদের অফিসে যায়?'

'গতবছর কয়েকবার এসেছে। এরপর... পিটার মারা যাওয়ার আগের দিন। বলেছিলাম, পিটার অফিসে নেই, এখন দেখা হবে না।'

'পিটারের কাছে কেন গিয়েছিল, সেটা জানো?'

'না। পিটার নেই জানাতেই চলে যায়। একটু অবাকই হয়েছিলাম। এমনিতে আমার ধারেকাছে ঘুরঘুর করে, বকবক করে, কিন্তু সেদিন কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।'

রানার মনে হলো কয়েকটা সূত্র পেয়েছে ও, কিন্তু সেগুলো সবই ছেঁড়া সুতো—ও দিয়ে পায্‌ল্ মেলানো যাবে না। সন্দেহ নেই পায্‌লের বড় একটা অংশ ওই অ্যাণ্ডি বোগার্ট, লোকটা পিটার-হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ লোক দ্য টুইন স্পাইরাল রিঙের সঙ্গেও জড়িত, কিন্তু সম্পর্কটা জানে না রানা। লায়লার খাওয়া শেষ হতে টেবিল ছাড়ল রানা, ওকে কাছে টেনে নিল। এখন যা বলবে সেটার জন্য নিজেকে দোষই দিল—লায়লা ওকে আগ্রহী করে তুলেছে, জীবনটাকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ও চায় না এই পায্‌লের সঙ্গে লায়লা জড়িয়ে পড়ুক।

'শোনো, লায়লা,' বলল রানা, 'একটা কাজে চলে যেতে হবে আমার আজই। কবে ফিরতে পারব জানি না।'

চোখ দেখে মনে হলো লায়লার হৃৎপিণ্ডে গুলি করেছে রানা, কথা বলতে পারল না কয়েক মুহূর্ত। তারপর ম্লান হেসে রানার বুকে মাথা রাখল। গাঢ় স্বরে বলল, 'বেশ, মিস্টার রানা। ঠিক একঘণ্টা পর চলে যেতে পারো তুমি।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা, তারপর ওর নিষ্ঠুর ঠোঁট নেমে এল লায়লার নরোম ঠোঁটে। একপা, দু-পা করে পিছিয়ে ওকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে চলল মেয়েটা।

এগারো

মিসিসিপি নদীর পাড়ে যে ব্লাফগুলো রয়েছে, সেগুলোর উপর একাকী ঘুরছে এক বাদামি বাজপাখি। ওরনিথোলজিস্টরা বড়সড় পাখিটার নাম দিয়েছে, চওড়া ডানাওয়ালা বাজ। ওটার পেট সাদা রঙের, সঙ্গে মিশেছে লাল ও বাদামি ছোপ। লেজে রয়েছে কালো-সাদা ফিতার মত লম্বা দাগ। সবমিলে ওটার মধ্যে রাজকীয় একটা ভঙ্গি আছে।

বিশাল নদী থেকে হু-হু করে ছুটে আসছে জোর বাতাস, সঙ্গে আনছে কুয়াশার মত জলকণা। এই টানা হাওয়া পাথুরে দেয়ালের উপর দিয়ে অ্যালটনের উত্তর-প্রান্তের গ্রেট রিভার রোডে পৌঁছে দিচ্ছে কণাগুলোকে। জায়গাটা ইলিনয়-এ। পাগল হাওয়া প্রকাণ্ড ওয়াটারওয়েতে এসে তর্জন করছে, কিন্তু আওয়াজটা আবার চেপে

দিচ্ছে ওই ওয়াটারওয়ের রক্তপানি করা গর্জন।

বাজটাকে নিয়ে খেলছে যেন দমকা বাতাস, পাথুরে দেয়ালে নিয়ে আছড়ে ফেলতে চায়। তারই মাঝে শেষ আলোয় খাবার খুঁজছে পাখিটা। শীতকাল এলে এই শিকারের ময়দান দখল করবে তার খালাত ভাই, ন্যাড়া-মাথা ঈগল। তবে তার আসতে দেরি আছে। মাত্র শরৎ চলছে। শীতের আগেই বাজ তার সঙ্গিনী খুঁজে নিয়ে দক্ষিণে রওনা হয়ে যাবে। আবারও পাগলাটে হাওয়া ওকে নিয়ে ছুটোপুটি খেলল। বেচারা বাধ্য হয়ে ব্লাফের পাশ দিয়ে নামতে শুরু করল। ডুবন্ত সূর্যের আলো ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আর তখনই ক্লিফের দেয়ালে বিশাল জন্তুটা দেখতে পেল সে।

ওটা যেমন ভয়াল দেখতে, তেমনি প্রকাণ্ড। চারটে থাবা, চওড়া ডানাগুলো বাজের খালাত ভাই ঈগলের চেয়েও অনেক বড়। মুখে আবার লম্বা দাড়িও আছে। মাথাতে এলকের শিঙের মত কয়েকটা শিং রয়েছে। দীর্ঘ, সরু একটা লেজ আছে—কেন কে জানে, ওটা দিয়ে আঁশওয়ালা শরীর পেঁচিয়ে রেখেছে।

জানোয়ারটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল বাজ, দ্রুত বিপরীত দিকের ক্লিফের দিকে চলল। ওখানে পাথুরে দেয়াল ফুঁড়ে একটা গাছ জন্মেছে, সেটার ডালে বসল সে। খেয়াল করে দেখল, ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা এখনও নড়ছে না। নীচের দিকে তাকাল, এবার ব্লাফের উপর এক লোককে দেখতে পেল। চুপচাপ পড়ে আছে মানুষটা। বোকাটা মরবে তো! পিউইইই! তীক্ষ্ণকণ্ঠে সতর্ক করল বাজ। ওই লোকের একটু নীচেই আছে জানোয়ারটা!

কিন্তু লোকটা মোটেই কেয়ার করল না। সে জানে, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোত্রের উপকথার ওই পাখিটা ওর কোনও ক্ষতি করবে না। পাথুরে দেয়ালে ওটাকে আঁকা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়। বিরাট দানবটার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন লোক, বুশনেল বিনকিউলার দিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে আছে উপরের লোকটা।

ইলিনি ইণ্ডিয়ান গোত্র বিদঘুটে দানোটার নাম দিয়েছে: *পিয়াসা*। অর্থাৎ যে পাখি মানুষ ধরে খায়। পরবর্তীকালে তাদের কাছে শুনেছে সাদা সেটলাররা, যে-যার মত গল্পে রং চড়িয়েছে। আঁকা দানবটা রয়েছে ব্লাফের উত্তরদিকে। নীচে আছে দুটো মানুষের তৈরি গুহা। সেগুলোর কাছে হাঁটছে নীচের মানুষটা। তাকে চেনে উপরের লোকটা।

অ্যাণ্ডি বোগার্ট অ্যাসফল্টের পার্কিঙে পায়চারি করছে, ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে না। ঠিক করেছে, ওটাকে পাত্তা দেবে না। কালো ট্রেঞ্চ কোট পরেছে সে, সেইন্ট লুই-এ সেপ্টেম্বরের দিকে ওটা ব্যবহার করে না কেউ। নদী থেকে আসা জোর হাওয়ায় কোটটা বারবার তার পা পেঁচিয়ে ধরছে। দু'হাত পিছনে বেঁধে রেখেছে, একটু পর পর হাইওয়ের দিকে চোখ রাখছে। তার সঙ্গে যার দেখা করতে আসবার কথা, সে এখনও পৌঁছয়নি।

একটু পর পর নিজের অজান্তেই ব্লাফের দিকে চলে যাচ্ছে বোগার্টের চোখ, অস্বস্তি নিয়ে দেখছে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটাকে। হঠাৎ করে তাকালে মনে হয় তেড়ে আসছে ওটা। সর্বক্ষণ যেন কটমট করে তাকিয়েই আছে। কিন্তু যে-লোকটা সত্যিই তাকে লক্ষ করছে, তাকে দেখতে পেল না বোগার্ট।

রানা খুব সাবধানে তার উপর নজর রেখেছে। বোগার্টের গাড়ির হুইল ওয়েল-এ একটা মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটার ফিট করেছে ও। ওটার কারণে দূরত্ব বজায় রাখতে পারছে, আবার একইসঙ্গে লোকটা কোথায় চলেছে, সেটাও জানা যাচ্ছে। তবে আপাতত বোঝা যাচ্ছে না বোগার্টের মতলবটা কী। কমলা রঙা সূর্যটা নদীর ওপাশে ডুবছে, কিন্তু তার আগে পানিতে ওটার তীব্র রশ্মির প্রতিফলন রানার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। বোগার্টের দিকে চেয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে।

আজ গভীর রাত থাকতে বিছানা ছেড়েছে ও। সেই ভোর থেকে লেগে আছে বোগার্টের পিছনে। হয়তো আরও বেশ কয়েক

ঘণ্টা বিশ্রাম পাওয়া যাবে না। মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছে, প্রয়োজনে জাগবে সারারাত।

সেইন্ট লুই-এর সাউলার্ড ডিস্ট্রিক্টে প্রায় পরিত্যক্ত একটা বাড়িতে থাকে বোগার্ট। সে-যে কার্ড দিয়েছে সেই অনুযায়ী ঠিকানা খুঁজে রানা গিয়ে দেখেছে, ওখানে কেউ থাকে না। একতলার দরজা-জানালাগুলো বোর্ড মেরে আটকে দেয়া হয়েছে। নোংরা ভরা আঙিনায় জন্মেছে জংলা ঝোপঝাড়। বাড়িটার উপর অনেকক্ষণ নজর রাখবার পর দোতলার জানালার পাশ দিয়ে যেতে দেখা গেছে বোগার্টকে। স্ত্রীকে নিয়ে ওই দোতলায় থাকে সে।

টাকা হলে একতলাটা হয়তো নতুন করে সাজিয়ে নেয়ার ইচ্ছে আছে বোগার্ট দম্পতির।

দুপুরের পর নেমে এসেছে লোকটা, গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছে। রানা দেখেছে বোগার্টের গাড়িটা সাদা রঙের, উনিশশো বাহাত্তর সালের ভলভো ১৮০০ইএস স্পোর্টস্ ওয়্যাগন। লোকটা খানিক দূরে গিয়ে সাউলার্ডের ওপেন-এয়ার মার্কেটে থেমেছে। সে বাজারে ঢুকতেই গাড়িতে ছোট্ট ট্র্যাকারটা প্ল্যান্ট করেছে রানা।

এরপর থেকে তাকে অনুসরণ করছে ও। লোকটা বাজার সেরে আবার বাড়ি ফিরেছে। কয়েকবার উপর তলার জানালায় বোগার্ট ও তার স্ত্রীকে দেখেছে রানা। ও জানে, লোকটা পাযলের মাত্র একটা অংশ। গাড়িতে বসে থেকে নানান চিন্তা এসেছে মনে, এক এক করে ভেবেছে গত চব্বিশ ঘণ্টায় কী কী ঘটেছে। বোগার্টের স্ত্রী যখন আরেকটা গাড়িতে উঠে চলে গেছে, তখন দিবাস্বপ্ন কাটিয়ে উঠেছে রানা। কিছুক্ষণ যেতেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বোগার্টও, দ্রুত পায়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে তীক্ষ্ণ আওয়াজে চাকার রাবার পুড়িয়ে রওনা হয়েছে। পুরো তিরিশ সেকেণ্ড তাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে ধীরে সুস্থে পিছু নিয়েছে রানা। বিসিআই-এর কম্পিউটারটা ওর পাশের সিটে খোলাই ছিল, ওটার

ভিটাচড় এলসিডি ডিসপ্লেটা আটকে নিয়েছে ড্যাশবোর্ডে। ওখানে সর্বক্ষণ বোগার্টের গন্তব্য দেখা গেছে পরিষ্কার।

প্রথমে ঘুরপথে সাউলার্ডের ব্লকগুলো পার হয়েছে বোগার্ট, চলে গেছে ডাউন-টাউন সেইন্ট লুই-এ। লোকটা আসলেই অ্যামেচার, ভেবেছে কেউ পিছু নিয়ে থাকলে লেজটা খসিয়ে দেবে সে। রানার কাছে যে ট্র্যাকারটা আছে, সেটার রেঞ্জ মাত্র সত্তর মাইল, তবে সেটাই যথেষ্ট। বোগার্টকে যেতে দিয়েছে ও, গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করেছে, তারপর আবারও পিছু নিয়েছে। কিছুক্ষণ পর বুঝেছে, ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে বোগার্ট এবার সত্যিই এবার কোনও গন্তব্যে পৌঁছুতে রওনা হয়েছে।

মার্টিন লুথার কিং ব্রিজ ব্যবহার করে মিসিসিপি নদী পেরিয়ে ইলিনয়-এ ঢুকেছে বোগার্ট, ইন্টারস্টেট ৫৫/৭০ ধরে এগিয়েছে। হাইওয়েতে গাড়ির কোনও ভিড় ছিল না, খামোকাই প্রচণ্ড গতি তুলে গাড়িগুলো পেরিয়েছে সে, এরপর উত্তরদিকে গেছে ১-২৫৫ হাইওয়ে ধরে।

এক মাইলের তিনভাগের একভাগ দূরত্ব রেখেছে রানা, যখন রাস্তাটা সরল রেখার মত হয়ে গেল, তখন সরে এসেছে আরও পিছনে।

পথটা রানাকে মিসিসিপি ও ইলিনয় নদীগুলোর সংযোগস্থলে পৌঁছে দিয়েছে। সামনেই পড়েছে ছোট শহর অ্যাল্টন। এ শহরের মানুষগুলোকে অতি কৌতূহলী মনে হয়েছে ওর, চেহারা দেখেই যেন চিনে নেবে, লোকটা ও কেমন। প্রায় সব গলিগুলোতে জমিয়ে চলছে ফাস্ট-ফুডের দোকান। অ্যাল্টন আমেরিকার মিডওয়েস্টের সাধারণ শহর, মানুষগুলোর যেন কোনও কাজ নেই, সর্বক্ষণ চোখ রাখছে বিশাল ওয়াটারওয়ের দিকে। ওখানে দেখবার মত অপূর্ব একটা আল্ট্রামডার্ন দীর্ঘ সাসপেনশন ব্রিজ রয়েছে।

এলসিডি স্ক্রিনে বোগার্টকে অ্যাল্টনের উত্তরপ্রান্তে যেতে

দেখেছে রানা। ওর মানচিত্র অনুযায়ী, ওখানে নদীর ধারে একটা বার্জ ডক রয়েছে। ওটার চারপাশে অসংখ্য ডিজেল ট্রেইলার রাখা হয়। ম্যাপে আরও পাওয়া গেল অদ্ভুত একটা বাক্য, 'এখানে রয়েছে পিয়াসা বার্ড।'

বোগার্ট যেখানে থেমেছে, পার্কিং এরিয়ার সে-জায়গাটা এড়িয়ে গেছে রানা, নদীর পাশ দিয়ে পার্কিং লটে ঢুকেছে। সে-সময়েই দেখতে পেয়েছে পিয়াসা বার্ড। প্রকাণ্ড ওই অদ্ভুত পাখি ওকে চমকে দিয়েছে। দেখলে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটা এখুনি পার্কিং লট ভরা ট্র্যাক্টর-ট্রেইলারের উপর নেমে আসবে। ট্রেইলারগুলোর তৃতীয় সারি পার হওয়ার সময় বোগার্টের গাড়িটা দেখেছে ও। লোকটা গাড়ি থেকে নামছিল। দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকায়নি রানা, পথের পরের মোড় ঘুরে এগিয়ে গেছে। তারপর যে-মুহূর্তে বুঝেছে আশপাশে কোনও গাড়ি নেই, এস২০১০টা একশ'-আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিয়ে পিয়াসা বার্ডের কাছে ফিরে এসেছে।

রাস্তার পাশের পার্কিং এলাকাটা আবারও পার হয়েছে ও, মুরালটা তখনও চোখে পড়েছে। ও শহরের শেষ উত্তর প্রান্তে ফিরে হোণ্ডা পার্ক করেছে। অ্যাটাচি থেকে টুকটাক ইকুইপমেন্ট নিয়েছে, কম্পিউটার কেসটা গাড়ির বুটে রেখে শহরের এদিকের ব্লাফে উঠতে শুরু করেছে। মুখ-ব্যাদান করা পাথুরে দেয়াল বেয়ে উঠতে খুব একটা সময় লাগেনি, তবে দু'হাত ব্যবহার করায় বেড়েছে কাঁধের ব্যথাটা।

পিয়াসা বার্ডের চওড়া ডানা দুটোর সংযোগে, ব্লাফের মাথায় শুয়ে আছে রানা। এলাকাটা জরিপ করছে। নদীটা খুব কাছেই। শহর ছেড়ে এদিকে এলে যে-কেউ বলবে, জায়গাটা খুবই বিদঘুটে। বিশাল পার্কিং লটে একের পর এক ট্রেইলার রাখা হয়েছে। নদী থেকে উঠে আসা কুয়াশার আক্রমণে মরিচা ধরে গেছে ওগুলোর গায়ে।

রানা যেখানে আছে তার ঠিক নীচেই চেইন-লিঙ্ক ও কাঁটাতারের সীমানা। পার্কিং লটের ওপাশে দেখা যাচ্ছে বোগার্টকে. পায়চারি করছে। তার খানিকটা দূরে রয়েছে টুরিস্টদের আকর্ষণ পিয়াসা বার্ড। পাথুরে রাস্তায় অনেকে সাইকেল চালিয়ে মজা পায়। উঁচু-নিচু পথটা ঠিক যেন উত্তরদিকের রিভার রোডেরই প্রতিবিম্ব। পার্কিং লটের সীমানা থেকে শুরু করে অর্ধেক জায়গা ভরে গেছে গাড়িতে। ওগুলোর উপর রয়েছে সাইকেলের র‍্যাক। সাইক্লিস্টরা যার-যার দ্বি-চক্রবাহন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

ক্লিফের গুহা দুটোর মুখের ভিতর বেশি দূর চোখ গেল না রানার। তবে এটা বোঝা গেল, ওদিকে কারও নড়াচড়া নেই।

সাইক্লিস্টরা কিছুক্ষণ পর আজকের মত নদীর ধারে ভ্রমণ শেষে ফিরতে লাগল, যার-যার বাইক গাড়ির র‍্যাকে তুলে রওনা হয়ে গেল। অ্যাণ্ডি বোগার্ট এমন একটা ভাব নিয়েছে, যেন মন দিয়ে অদ্ভুত প্রকৃতি দেখছে, টুরিস্টদের মত ক্লিফের দেয়াল দেখে মুগ্ধ সে।

বাজপাখিটা মাথা নিচু করে দেখতে চাইল একটু নীচের দু'পেয়ে জন্তুটা কী শিকার ধরেছে। হতাশই হলো। পিই-ই-ই-ই! আরেহ্, বোকাটা তো কিছুই ধরতে পারল না!

ও জানে না, এই প্রাণীটা শিকার ধরতে আসেনি, কিছু প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য উঠেছে ওখানে।

অ্যাণ্ডি বোগার্ট এখানে এসেছে কেন? কার জন্য অপেক্ষা করছে সে? দ্য টুইন স্পাইরাল রিঙের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? যদি সম্পর্ক থেকে থাকে, তা হলে পিটার উইলকিন্স হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে কী ভাবে জড়িত সে? জন ওভারটনকে হত্যা-চেষ্টায় সে কী ভূমিকা রেখেছে? বোগার্টই কি আততায়ী ভাড়া করেছে, নাকি নিজেই সে পরবর্তী আক্রমণের শিকার হতে চলেছে?

রানার মনে নানান থিওরি আসছে, কিন্তু এসব প্রশ্নের কোনও

জবাব নেই ওর কাছে। মন বলছে, পিটার খুন হওয়া থেকে শুরু করে পরের ঘটনাগুলো একই সুতোয় বাঁধা। অ্যাণ্ডি বোগার্ট এসবের সঙ্গে ভাল ভাবেই জড়িত।

এইমাত্র শেষ সাইক্লিস্ট তার সাইকেলটা র‍্যাকে তুলে গাড়ি নিয়ে পার্কিং এরিয়া ছেড়ে চলে গেল। চারপাশে সূর্যকে হারিয়ে দিয়ে নেমে আসছে আঁধার। একটা গাড়ি এখনও রয়ে গেছে, সেটার দিকে মনোযোগ দিল বোগার্ট। ভ্রূ কুঁচকে ওটাকে দেখল সে, তারপর কুঁজো হয়ে এগিয়ে গেল। ডান হাঁটু মুড়ে গাড়ির লাইসেন্স প্লেট দেখল, চারপাশটা দেখে নিল একবার। তার চোখ দূরের গাছ-পালা ও ঝোপগুলো দেখছে, কোনও মানুষের উপস্থিতি আছে কি না বুঝতে চাইছে। যার জন্য অপেক্ষা করছে, সে নিশ্চয়ই আগেই চলে এসেছে। উঠে দাঁড়াল বোগার্ট, আরেকবার চারপাশ দেখে নিল। মনোযোগ দিল পিয়াসা বার্ডের ব্লাফের দিকে। ওই যে, গুহা দুটোর মুখ দেখা যায়।

হনহন করে হেঁটে নিজের গাড়ির কাছে চলে গেল সে, প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে কালো রঙের লম্বাটে ডাফল ব্যাগটা বের করল। পিছনের সিট থেকে তুলে নিল ব্যাটারি চালিত ফ্লুরেসেন্ট লণ্ঠন। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে ল্যাম্প হাতে ব্লাফের সামান্য উৎরাই বেয়ে এগোল। গুহার দিকে চলেছে। পাঁচ মিনিট পর পৌঁছে গেল গন্তব্যে। গুহার মুখে পড়ে থাকা পাথর ও ধুলো পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর তাকে আর দেখা গেল না। তবে কিছুক্ষণের জন্য লণ্ঠনের আবছা সাদাটে আভা বেরিয়ে এল। তারপর ওই সামান্য আলোটাও হারিয়ে গেল।

কাজে নামার সময় হয়েছে, ব্লাফের মাথা থেকে দড়ি নামিয়ে দিল রানা, বাজপাখিটার দিকে আরেকবার তাকাল।

বাজপাখির মনে হলো জন্তুটা এবার বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, দ্রুত ডানা ঝাপটে উড়াল দিল।

দড়ি বেয়ে নেমে এসে মাটি স্পর্শ করল রানা, গুহার দিকে

এগোল। ট্রেইলারগুলো পেরিয়ে গেল, একবার থেমে আগন্তুকের গাড়িটার লাইসেন্স প্লেট দেখে নিল। লুইসিয়ানার গাড়ি। ভিতরে চোখ বোলাল, কোকের খালি একটা ক্যান ছাড়া আর কিছুই নেই। দেরি না করে মুরালের নীচে, গুহার মুখে চলে এল। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল প্রাচীন প্রাণী। ওটাকে ভয়ঙ্কর দেখাল, রানার মনে হলো জন্তুটার অভিশাপ পড়তে চলেছে কারও উপর। মন থেকে বাজে চিন্তা দূর করে আরও সতর্ক হলো রানা, ঢুকে পড়ল গুহার ভিতর।

ভিতরে কোথাও কোনও আলো নেই, তবে মেঝে আন্দাজ করা যায়। খানিকটা সামনেই পাথরের বড়সড় একটা স্তূপ, ওটার ওপাশ থেকে সাদাটে আলো এল। নিঃশব্দে মোড়ে পৌঁছে গেল রানা, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল বামে। একটা লাশ দেখে থমকে গেল ও। মৃতদেহটা বোগার্টের পাশেই, উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথার কাছে থকথকে রক্তের বড়সড় পুকুর। লোকটার পকেট হাতড়ে দেখছে বোগার্ট। ডাফল ব্যাগ থেকে বের করে পাশে নামিয়ে রেখেছে রুপালি তলোয়ারটা।

একমুহূর্ত ভেবে নিল রানা, তারপর বার্নস-মার্টিন হোলস্টার থেকে ওয়ালথার পিপিকে বের করে নিল, অন্ধকারে সামনে বাড়ল ধীর পায়ে। নিঃসীম নৈঃশব্দ্যে গুহার ভিতর গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠ, 'লাশটা ছেড়ে সরে যাও, বোগার্ট। দু'হাত মাথার উপর তোলো।'

কথাটা পাত্তা দিল না বোগার্ট, এক হাতে তলোয়ারটা তুলেই চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল, অন্ধকারের আগন্তুকের মুখোমুখি হতে চাইল।

'খবরদার! তুমি যেই হও, পিছিয়ে যাও!'

'আমি মাসুদ রানা, বোগার্ট। তলোয়ারটা নামিয়ে রাখো।' জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে, কিন্তু কণ্ঠ শান্ত।

অন্ধকারের দিকে হুমকি ছুঁড়ল বোগার্ট, 'মাসুদ রানা, তুমি কী

চাও আমি জানি না, তবে এক্ষুণি পিছিয়ে যাও।'

লণ্ঠনের আলোয় বেরিয়ে এল রানা, পিস্তলটা তাক করে রেখেছে বোগার্টের বুকে। 'একটা কথা জানো, বোগার্ট? আমি যে পেশায় আছি সেখানে সবাই বলে পিস্তলের ক্ষমতা তলোয়ারের চেয়ে ঢের বেশি।'

প্রতিপক্ষকে পেয়েছে বোগার্ট, ওয়ালথারের নলের দিকে তাকাল একবার। মনে হলো রানাকে আক্রমণ করে বসবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে র‍্যাপিয়ারটা হাত থেকে ফেলে দিল। পাথুরে মেঝের উপর ঠং-ঠনাৎ করে পড়ল ওটা।

'ঠিক আছে, রানা। পয়েন্ট এবার তোমার।'

ছোট্ট অফিস-ঘরের ভিতর সনি ট্রিনিট্রন মনিটর বিদঘুটে আলো ফেলেছে, অদ্ভুত আভায় শেলফে রাখা ওয়েব-পেজ প্রোগ্রামিং ও নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বইগুলো কেমন যেন লাগছে। কেভিন হ্যাক্সলে স্ক্রিনে বিভিন্ন মিশন বিশ্লেষণ করছে, ওগুলোর অগ্রগতি দেখছে। আমেরিকার পুবালী সময় অনুযায়ী এখন সাড়ে আটটা। এজেন্টদের যোগাযোগ করবার সময় হয়েছে। আই.সি.কিউ স্ক্রল্ড রিপোর্ট বলছে, গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য নেই। এরপর একজন যোগাযোগ করল আরেকজন:

ওয়াই: কোনও রিপোর্ট নেই।

তারপর আরেকজন:

ডি: টার্গেটকে নজরে রাখা হয়েছে। বিস্তারিত রিপোর্ট পাঁচ দিনের মধ্যে পাবেন।

কেভিন হ্যাক্সলে কোনও জবাব দিল না, ওয়েব-মাস্টার হিসেবে সাইনিং করল–'ডাব্লিউএম'।

ডাব্লিউএম: বেশ। নির্দেশমত কাজ করে যান।

-অথবা-

ডাব্লিউএম: আপাতত অপেক্ষা করুন। ঘটনা আগামী

কয়েকদিনে কীভাবে এগোয়, সেটা দেখে কাজে নামুন।

এম.এস.এম সেইন্ট লুই থেকে কী রিপোর্ট আসে সেটার জন্য অপেক্ষা করছেন—বিশেষ করে এওক ম্যানের ডেভিড ড্র্যাগোজার জন্য। জন ওভারটনের অ্যাসাইনমেন্টটা তাকে দেয়া হয়েছে। কর্নেল ড্র্যাগোজা শেষবার সাইন অফের পর অনেক তথ্য আসছে এখনও।

স্ক্রিনে ড্র্যাগোজা-র মেসেজ ভেসে উঠল:

ডি: অপারেশন কোড ৩১৫-৪-এ ঝামেলা হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকল কেভিন হ্যাক্সলে, তারপর জবাব দিল:

ডাব্লিউএম: বিস্তারিত জানান।

ডি: অপারেশন কোড ৩১৫-৪-এর টার্গেট জন ওভারটন আহত হয়েছে, কিন্তু মরেনি। এক সৈন্য গ্রেফতার হয়েছে, পুলিশ সম্ভবত তাকে চিনে ফেলেছে। দ্বিতীয় সৈন্য মারা গেছে।

বস কেমন মানুষ সেটা ভাল করেই জানে কেভিন হ্যাক্সলে। মার্ডক শিমার ম্যাসন মোটেই খুশি হবেন না। তিনি আগে চেয়েছেন বিপজ্জনক ফাইলগুলো ধ্বংস করা হোক।

ডাব্লিউএম: ওভারটনের কম্পিউটারের কী হয়েছে?

ডি: জানি না। তবে মনে হয় সব ব্যাক-আপসহ আগুনে পুড়ে গেছে।

ডাব্লিউএম: ভাল। কম্পিউটার আর ডিস্কগুলো ধ্বংস হয়েছে কি না সেটা নিশ্চিত করুন, তারপর অপারেশন চালিয়ে যান। কম্পিউটার আর মৃত সৈন্যের ফিউনারালের জন্য পেমেন্টের চারভাগের এক ভাগ পাঠিয়ে দেয়া হবে। শহরে আমাদের নিজেদের লোক পৌঁছে গেছে। অপারেশনটা তারাই শেষ করবে।

পরবর্তী কাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল হ্যাক্সলে:

ডাব্লিউএম: অপারেশন কোড ১০০-১-এর কাজ কতদূর?

ডি: সব ঠিকই চলছে। আমাদের টিম এরইমধ্যে জায়গায়

পৌঁছে গেছে। ওরা দু'দিন পর আপনার লোকের সঙ্গে দ্বিতীয় সাইটে দেখা করবে। নির্দেশ অনুযায়ী দু'জনের একটা দল ওখানে চলে গেছে।

ডাব্লিউএম: ভাল। কোনও সমস্যা হলে জানাবেন। প্রয়োজনে সময় বদলে দেয়া হবে।

ডি: আউট।

ডেস্কে বসে থাকল কেভিন হ্যাক্সলে, একটার পর একটা মেসেজ আসছে। দরকার পড়লে যোগাযোগ করছে সে। এরপর মিটিং শেষ হয়ে যাওয়ায় মনিটরের স্ক্রিনে কিছুই থাকল না। কয়েক সেকেণ্ড পর শেষ এজেন্ট চেক-ইন করল।

*: রিপোর্টিং ইন।

জবাব দিল হ্যাক্সলে:

ডাব্লিউএম: জানাও *।

*: ৩১৫-৪-এ নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ডাব্লিউএম: বিস্তারিত জানাও, *। ডি আমাদের জানিয়েছে তার একজন মারা গেছে, একজন বন্দি। টার্গেট আহত হয়েছে। কম্পিউটার ধ্বংস করা হয়েছে।

*: এসবের সঙ্গে আরেকজন লোক জড়িত। সম্ভবত পুলিশ বা ফেড এজেন্ট সে। ডি-র লোক দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার সময় সে ছিল।

কিছুই টাইপ করল না হ্যাক্সলে। স্ক্রিনে ভেসে উঠল আরও লেখা:

*: এই ফেডারাল এজেন্টের পিছু নিয়ে হোটেলে গেছি। হোটেলের রেজিস্ট্রি অনুসারে তার নাম মরিস রেনার। রেন্টাল গাড়ির রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী তার নাম, তা-ই। আমি তার একটা ছবি তুলেছি, হোটেলের সামনে থেকে। আমাদের আলাপ শেষ হলে ওটা পাঠিয়ে দেব। এ লোকের নামে আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে আন্দাজ করছি অপারেশন কোড ৩১২-২-এর সঙ্গে

জড়িত ছিল। একটু পর এর প্রেমিকার আইডি দেব। মেয়েটার গাড়ির লাইসেন্স প্লেট অনুযায়ী তার নাম লায়লা বিনতে রাব্বানী। বাড়ি চিনি এখন। আমাদের এক লোক ওখানে চোখ রাখছে।

মেসেজ শেষ হতে স্ক্রিনে একটা আউট-অভ-ফোকাস ফটো ভেসে উঠতে শুরু করল। প্রথমে দেখা গেল একমাথা কালো চুল, তারপর লাফ দিয়ে এল ইস্পাত-কঠিন দুটো কালো চোখ। মুখের উপরের অংশ পরিষ্কার হতেই মনে হলো লোকটার বাম গালে জখমের চিহ্ন আছে। দৃঢ় চোয়াল বলে দিল লোকটা কিছু প্রতিজ্ঞা করলে ভুলে যায় না। হ্যাক্সলের মনের মধ্যে কু ডেকে উঠল। ওরা কোনও ফেডারাল এজেন্টের জন্য তৈরি ছিল না।

যেভাবেই হোক, লোকটা পিটার উইলকিন্স ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। হ্যাক্সলের মনে হলো, শালার আমি নিজেও ফেঁসে গেছি।

ডাব্লিউএম: অপেক্ষা করো।

হ্যাক্সলে জানে এখন কী করা উচিত, কিন্তু কাজটা করতে ইচ্ছে হলো না। এবার বসকে সব জানাতে হবে। থম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকল সে, তারপর চেয়ার ছেড়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল। ওর অফিসটা মার্ডকের কটেজেই।

বসের ভিডিও রুমের দিকে রওনা হয়ে গেল হ্যাক্সলে।

ঘরে ঢুকে দেখল, যা ভেবেছে, বস্ থিয়েটার ডিজাইন অ্যাসোসিয়েটস চেয়ারে বসে ছাপ্পান্ন ইঞ্চি সনি প্রজেকশান টিভিতে সিএনএন দেখছেন। দু'পাশে আরও ছ'টা বিশ ইঞ্চি টেলিভিশন আছে, ওগুলোতে অন্যান্য নিউজ চ্যানেল চলছে। মিস্টার মার্ডক মুগ্ধ হয়ে সিএনএন-এর অ্যাঙ্কর ডিসকাশন শুনছেন—রাশার ভলগডনস্ক-এ একটা অ্যাপার্টমেন্টে বোমার আঘাতে আঠারোজন মারা গেছে।

'স্যর,' অতি মিহি স্বরে ডাকল হ্যাক্সলে।

'কী হয়েছে, কেভ?' ধমকে উঠল মার্ডক। টেলিভিশনের দিক

থেকে মনোযোগ সরাল না সে।

'আবার সেই সেইন্ট লুই, স্যর। মনে হয় এক ফেড দুয়ে-দুয়ে চার মিলাতে চায়।'

উঠে দাঁড়াল মার্ডক। ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'তুমি ভাল করেই জানো এইমুহূর্তটা এসবের জন্য উপযুক্ত নয়। আমাদের অতিথি শীঘ্রি চলে আসবে।'

মার্ডকের সঙ্গে অফিসের দিকে চলেছে হ্যাক্সলে, নরম স্বরে বলল, 'জানি, স্যর। কিন্তু এটাও জানি, এই সমস্যার বিহিত করতেই হবে।'

অফিসে পৌঁছে হ্যাক্সলের চেয়ারে বসল মার্ডক, স্ক্রিনে শেষ লেখাগুলো পড়ে নিল, যে-লোকের জেপিইজি ছবি জেগে আছে, সেটার দিকে মনোযোগ দিল। তার চেহারায় প্রকাশ পেল না এ লোককে সে চেনে কিনা।

'আমি এখন শুধু টাইপ করলেই চলবে, এই তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জী স্যর, এখন মিস্টার বার্নহার্টের সঙ্গে আলাপ করতে পারবেন।'

'গুড,' বিড়বিড় করে বলল মার্ডক। টাইপ করতে শুরু করল।

ডাব্লিউএম: এই ফেড লোকটা সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জেনে নাও, তারপর ব্যবস্থা নাও, যাতে মুখ খুলতে না পারে। তোমার লোকদের নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান নিতে বলে দাও। ঠিক আধঘণ্টা পর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নির্দেশ দেব আমি।

*: বুঝেছি। আউট।

বারো

লোকটা দুর্বল অবস্থানে আছে এখন। অ্যাণ্ডি বোগার্ট মাথার উপর দু'হাত তুলে রেখেছে। মৃতদেহটা পাশেই, রক্তাক্ত ধুলো-কাদার মধ্যে পড়ে আছে। লণ্ঠন থেকে সাদা আলো ছিটকে আসছে। বোগার্টের মুখের একপাশ অন্ধকার, আরেকপাশে দেখা গেল দুশ্চিন্তা।

রানা বুঝল, প্রশ্নের জবাব পাওয়ার সময় হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়ল ও, 'মৃতদেহটা কার, বোগার্ট?' ওর গম্ভীর কণ্ঠে কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল।

জমাট ভয় নিয়ে বলল বোগার্ট, 'চার্লস মার্টিনের। ও আমার বন্ধু ছিল।'

'এখানে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। এমনভাবে বলেছে, মনে হয় আরও বহু কিছু জানে ও।

'আমাকে ফোন দিয়েছিল। বলল বিপদে পড়েছে।'

বাড়তি কথা বলছে না বোগার্ট, কিন্তু রানার মনে হলো ধীরে ধীরে একের পর এক তথ্য মিলছে।

'বিপদটা কীসের ছিল?'

বোগার্ট মিথ্যে বলতে গিয়ে হোঁচট খেল, 'আ-আমি কিছুই জানি না।'

'মিছেকথা বলে লাভ নেই, বোগার্ট। ফোনে আর কী বলেছে?'

'বলেছে মানুষগুলো মরছে। আসলে কী বোঝাতে চেয়েছে,

আমি জানি না।'

রানা বুঝতে পারছে, সব বলছে না বোগার্ট। শেষ টেক্কা খেলল ও, তুরুপ করল, 'মার্টিন বলতে চেয়েছে লোকগুলো "দ্য টুইন স্পাইরাল রিং" প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মরছে, এই তো?'

অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হলো বোগার্টের দু'চোখ। ভীত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। বুঝতে চাইল মাসুদ রানা কতটুকু জানে। 'আঁ... হ্যাঁ। তা-ই।' বাধ্য হয়ে সত্যি কথা বলতে গিয়ে তোতলামি পেয়ে বসেছে তাকে।

রানা জানে, ওর তুরুপের তাসটা কাজে লেগে গেছে, এবার হাতের বাকি ট্রাম্পও কাজে লাগবে।

'চার্লস বলেছিল ওই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সবাই মরছে,' বলল বোগার্ট।

'খুন হয়েছে ওরা,' সঠিক শব্দ জুগিয়ে দিল রানা।

'হ্যাঁ। খুন হয়েছে। চার্লস বলেছে ইউজারদের অন্তত ষোলোজন খুন হয়েছে।' ঢোক গিলল বোগার্ট। 'জানি না কেন মরতে হলো ওদের। আমরা যারা ওই সাধারণ প্রোগ্রামটা দিয়ে...'

বাধা দিল রানা, বোগার্টকে আবারও সত্যের দিকে ঠেলে দিল, 'তোমরা ওই প্রোগ্রাম দিয়ে দুনিয়ার সব হাই-সিকিউরিটি ওয়েবসাইটে ঢুকতে।'

হতবাক হয়ে গেল বোগার্ট—সে মিথ্যে বলবার আগেই পরের কথাটা বুঝে যায় বিদেশি লোকটা। বাধ্য হয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি। চার্লস মার্টিন হ্যাকারই ছিল। ১২৮-বিট এনক্রিপটেড পাসওয়ার্ড আবিষ্কার করে ও, কিন্তু ওর কম্পিউটারের এমন ক্ষমতা ছিল না যে পাস-ওয়ার্ড খুঁজে বের করে। "দ্য টুইন স্পাইরাল রিং" বুদ্ধিটা আমার ছিল। আমরা ঠিক করি, "সেটি" প্রোগ্রামের মত একটা কিছু তৈরি করব। কিন্তু কাজটা ছোট মাত্রায় নেয়া হবে। রেয়ার রোগ হিসেবে আমি ট্রিসম-আঠারোকে দেখাই। পিটারের কাছ থেকেই রোগের কথাটা

পাই। প্রোগ্রামটা আমরা শুধু ম্যাকিনটশ কম্পিউটারে রান করি, যাতে জানাজানি কম হয়। তা ছাড়া, প্রোগ্রামটা ম্যাকিনটশ মেশিনে দ্বিগুণ দ্রুত রান করে।'

যদি মেনে নেয়া যায় ওই প্রোগ্রাম অ্যাণ্ডি বোগার্টেরই, তারপরও প্রশ্ন থাকে—ব্যবহারকারীদের খুন করছে কে? একটা ছবির ছোট কয়েকটা টুকরো পেয়েছে রানা, কিন্তু গোটা চিত্র পায়নি। 'তোমরা কাদের টার্গেট করতে, বোগার্ট? প্রোগ্রামটা দিয়ে কী জানতে?'

'চার্লসের কাছে একটা লিস্টি ছিল। আমি জানতাম ও গভার্নমেন্ট নেটওয়ার্কস্-এ ঢোকে। এ ছাড়া এক ফোন কোম্পানি আর এক স্টক হাউজে ছোঁ মারত। প্রোগ্রামটা এমনভাবে তৈরি করা যে নিজেই ওটা টার্গেট খুঁজে নেয়। চার্লস বলেছে লিস্টিটা ওর ডিভিডিতে আছে।'

'ভাল কথা,' বলল রানা, 'কিন্তু সেটা কোথায়?'

'জানি না! হয়তো ওর গাড়িতে রয়ে গেছে।' বোগার্টের কণ্ঠে লজ্জা প্রকাশ পেল। এখন সে বুঝতে পারছে কত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। প্রথমে তারা ভেবেছিল বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হ্যাকিং করলে কেউ টের পাবে না। কিন্তু একের পর এক লোক খুন হতে শুরু করল।

আর এখন তার বন্ধুও খুন হয়ে গেছে। পিটারের ছাত্র মাসুদ রানা ওকে এই গুহার মধ্যে লাশ সহ ধরেছে। চার্লস মার্টিনের দেহের দিকে তাকাল বোগার্ট, হঠাৎ তার মনে পড়ল পিয়াসা বার্ডের ব্যাপারে প্রচলিত কথাটা—ওই পাখি হাজার হাজার স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ান খুন করেছে, তারপর হাড়গুলো নদীর তীরে ব্লাফের কোনও গুহার ভিতরে রেখে দিয়েছে। মার্টিনের নিথর লাশটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ও ছিল ওই দানব পাখির শিকার। কথাটা সত্যি হতে পারে না, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হলো, হতেও তো পারে!

তারপর হঠাৎ একটা জিনিস দেখল বোগার্ট, আগে খেয়াল করেনি। চার্লসের ডান কব্জিতে ছোট্ট একটা উল্কি। ওটা একটা মেসেজ। ও নিজে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না ওটার মানে কী। হাই-স্কুলে পড়বার সময় ওই কোড ব্যবহার করত ওরা। বোগার্ট এখন জানে চার্লস নিজের ফাইল কোথায় রেখেছে। যেতে হবে ওখানে, কিন্তু প্রথম কাজ মাসুদ রানাকে খসিয়ে দেয়া।

'হ্যাঁ, ডিভিডিটা নিশ্চয়ই গাড়ির মধ্যে রয়ে গেছে। খুঁজে বের করতে হবে।'

বোগার্ট যখন লাশের দিকে তাকিয়ে ছিল তখন তার চোখে আবিষ্কারের ঝিলিক দেখেছে রানা। লোকটা কিছু লুকাতে চাইছে। তবে এ-কাজে তেমন দক্ষ নয়।

বোগার্টকে পিস্তলের নলের ইশারা করল রানা। 'নিশ্চয়ই খুঁজবে তুমি, বোগার্ট। কিন্তু আগে লাশ ছেড়ে সরে দাঁড়াও দেখি।'

দু'পা পিছিয়ে গেল বোগার্ট। সামনে বাড়ল রানা, প্রথমবারের মত লাশটা কাছ থেকে দেখল। মার্টিনের কব্জির অদ্ভুত উল্কিটা দেখল ও, কিন্তু তেমন কিছু মনে হলো না। আমেরিকান সাউথ-ওয়েস্টার্ন প্যাটার্ন। চার-কোনা বাক্সের মত, সেটাকে ঘিরে রেখেছে ক্ষয়া চাঁদ। উল্কির ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করল না রানা, ঠিক করেছে প্রথমে ভালমত লাশটা দেখবে। মরদেহটার পাশে এক হাঁটু গেড়ে বসল ও।

এক কোপে গলা ফাঁক করা হয়েছে। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত হাঁ হয়ে আছে গলা।

বাধ্য হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে বোগার্ট। ওর বন্ধুর লাশ দেখে কী আবিষ্কার করতে চায় মাসুদ রানা! লোকটা কে? পুলিশ? ফেডারাল এজেন্ট? খুনিদের কেউ? মনে হয় না। লোকটা কী ওকে খুনি ভাবছে? কে জানে! একবার তলোয়ারটার দিকে তাকাল বোগার্ট। ওটা অনেকটা দূরে। লাফ দিয়ে গিয়ে তুলে নিলে? মাসুদ রানাকে হারিয়ে দিতে পারবে? না মনে হয়। কিন্তু

ল্যাম্পটা... ওটা আছে মাত্র তিন ফুট দূরে। যদি... ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল বোগার্ট। বুঝতে পারছে ল্যাম্পটা সুযোগ এনে দেবে। মাসুদ রানা মার্টিনের গলার ক্ষতটা দেখছে। চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল। আর দেরি করল না বোগার্ট, এক পা এগিয়ে লাথি মারল লণ্ঠনে, পরমুহূর্তে ঝেড়ে দৌড় দিল গুহার মুখ লক্ষ্য করে।

শূন্যে ভেসে উঠল লণ্ঠনটা, ডিগবাজি খেল কয়েকবার—তখনও আলো জ্বলছে—তারপর পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। গুহার ভিতরে কাঁচ ও প্লাস্টিক ভাঙবার আওয়াজ উঠল। মুহূর্তে সমস্ত আলো দপ্ করে নিভে গেল। রানার মনে হলো অন্ধ হয়ে গেছে, ঘুরে দাঁড়াল ও। নিজেকে দুষল, লোকটার উপর চোখ রাখা উচিত ছিল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছুটতে শুরু করল ও। গুহার মধ্যে বোগার্টের পায়ের শব্দ দূরে চলে যাচ্ছে। রানা জানে, ওর এখন উচিত যেভাবে গুহার মধ্যে ঢুকেছে, সেভাবে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু সে সুযোগ ওর নেই এখন। বোগার্ট প্রতি মুহূর্তে সরে যাচ্ছে। দৌড়ের গতি বাড়াল রানা। যতক্ষণ মেঝে সমতল থাকল, কোনও সমস্যা হলো না। কিন্তু অমসৃণ মেঝেতে পা পড়তেই হোঁচট খেল ও। কয়েকবার গোড়ালি মচকে যাওয়ার মত হলো। ভালই ছুটছিল, কিন্তু হঠাৎ গোড়ালি ও শিন বোনে কী যেন লাগল। দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা কোনও পাথর ওটা। উড়ে সামনে গিয়ে মেঝেতে পড়ল রানা, প্রচণ্ড ব্যথায় মনে হলো জ্ঞান হারাবে। গুঙিয়ে উঠল, হাত বাড়িয়ে দেখল প্যান্টের হাঁটুর কাছটা রক্তে ভিজে গেছে। ওর গোঙানির আওয়াজ গুহার ভিতরে প্রতিধ্বনিত হলো। সামনে তাকিয়ে নক্ষত্র দেখতে পেল। গুহার মুখ বেশি দূরে নেই। শেষমাথায় দুটো বালবও জ্বলছে। তার ওপাশে অন্ধকার রাত। গুহার মুখে অন্ধকার একটা অবয়ব দেখতে পেল। দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বোগার্ট!

ভয়ানক ব্যথা সহ্য করে কোনওমতে উঠে দাঁড়াল রানা, পিস্তল তাক করল গুহার মুখে—দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল বোগার্টের মাথার উপর দিয়ে। পিস্তলের আওয়াজ গুহার ভিতরে ভয়ঙ্কর শোনাল, কিন্তু থামল না লোকটা। বালবের আলোয় আবছা দেখাল তাকে, পর মুহূর্তে রাতের আঁধারে বেরিয়ে গেল সে। গুলি করে বোগার্টকে ভয় দেখাতে চেয়েছে রানা, আরেকটা উদ্দেশ্য: আগুনের ঝিলিকে সামনের অংশটা ভালমত দেখা যাবে।

গুহার ভিতর এখানে-ওখানে পাথরের স্তূপ রয়েছে। সাবধানে খুঁড়িয়ে সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছে গেল রানা। পার্কিং লটের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেল, রওনা হয়ে গেছে বোগার্টের গাড়ি।

'পরিকল্পনামত আজ কিছুই ঘটছে না!' মহা বিরক্ত হয়ে ভাবল রানা।

মার্ডক শিম্যার ম্যাসন জেকিল আইল্যাণ্ড এয়ারপোর্টে এসেছে পাঁচ মিনিট হলো। টারমাকে এখনও উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। দু'মিনিট আগে একটা টুইন-ইঞ্জিন সেসনা নেমেছে। ওটার দরজা খুলে যাওয়ায় ব্রিফকেস হাতে নেমে এল অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো।

মার্ডক লোকটাকে রিসিভ করতে এসেছে স্ত্রীকে নিয়ে। এক্স-ইউএস মেরিন লিঙ্কন টাউন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

রানওয়ের পাশে পৌঁছে একটু থামল অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো, মনে মনে বলল, 'এখানে আসতে না হলে ভাল লাগত।'

লোকটাকে দেখছে মার্ডক। মনে মনে হাসল সে। ক্যাটেলো জীবনে খুব কম মানুষকে ভয় পেয়েছে। তাদের অন্যতম ছিল ইউনিয়নের সর্বোচ্চ নেতা লে গ্যারান্ট, টমাস হ্যারিস। তাকে এবং তার দুই লেফটেন্যান্টকে শেষ করতে মার্ডককে ভাড়া করে ক্যাটেলো। অতি সহজেই খুনগুলোর প্ল্যান তৈরি করে মার্ডক। এরফলে ক্যাটেলো ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসাবে চেয়ারে বসে। বলা যায়, সে এখন আর কাউকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু বিশেষ

একজন আছে, যাকে সমীহ করে সে—ভয় পায়। সেই ব্যক্তি ও নিজেঃ মার্ডক এস ম্যাসন। লোকটা জানে, আর কেউ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হতে চাইলে তেমনি সহজে নিশ্ছিদ্র প্ল্যান তৈরি করে ফেলবে মার্ডক। মনে মনে হাসছে আর হিসাব কষছে ও কত ভাবে লোকটাকে খুন করা যায়। আত্মতৃপ্তি নিয়ে ভাবল, ক্যাটেলো জানে বাড়াবাড়ি করতে গেলে খুন হয়ে যাবে নির্ঘাত।

আন্দাজের উপর নির্ভর করে জুয়া খেলছে লোকটা। খেলাটা তো ওর নিজেরও পছন্দের। বিপদের মুখে বেঁচে থাকা বা মানুষ খুন করবার এই খেলাটা দারুণ লাগে ওর কাছে। সেজন্যই ইউনিয়নের কাছে তার এত কদর। তবে কখনও ইউনিয়নের কোনও পদ নেবে না সে। বিশ্বাস করে না সে এদের কাউকে। ক্যাটেলো অবশ্য বারবার করে বলে, সে নিজে তাকে রিক্রুট করেছে। কথাটা সত্য নয়। কারও কাছে বিক্রি হয়ে যায়নি সে। কেউ যদি প্রচুর টাকা দেয়, ক্যাটেলোকে শেষ করতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করবে না সে। দুনিয়া জোড়া এই কমার্শিয়াল টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন তাকে যথেষ্টর বেশি টাকা দিচ্ছে, কাজেই আপাতত সে এদের সঙ্গেই আছে। এর বেশি কিছু নয়।

অদ্ভুত এই দম্পতির দশফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলো, ঠোঁটে ঝুলছে নকল হাসি।

অনেকের নকল হাসি সুন্দর হয়, কিন্তু এ লোকেরটা তা নয়। তার কোঁচকানো ডানগাল ও থুতনি অতীত অস্তিত্বের প্রাণপণ লড়াইয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাকটা কয়েকবার ভেঙেছে, ওটা তুবড়ে গেছে। মার্ডক নিজেও দেখতে ভাল নয়, তবে সামনের লোকটার মত অতটা খারাপ হতে পারেনি সে।

অ্যাঞ্জেলো ক্যাটেলোর চেহারাটা এমনই, যে-কারও মনে ভয় ধরিয়ে দেবে। কিন্তু মার্ডকের সামনে এসে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল সে, মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শিরশিরে ঠাণ্ডা অনুভূতি।

তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মার্ডক।

করমর্দন করবার আগে চট্ করে হাতটা দেখে নিল ক্যাটেলো. তারপর হাত মেলাল। মার্ডকের মুখোমুখি হলেই তার মনে হয়, একদিন এ লোক ওকে খুন করতে চাইবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একে ছাড়া চলেও না ওর। মার্ডকের মত আরেকজন মৃত্যু-কারিগর খুঁজে পায়নি সে।

গাড়ির পিছনের সিটে বসবার পর বলল ক্যাটেলো, 'ম্যাসন, দেরি না করে আমাদের আলাপ সেরে নিতে হবে।'

'আসতে বেশ দেরি হয়েছে তোমার, তাই আমরা ঠিক করেছি লেট ডিনার করব,' বলল মার্ডক। গাড়ির দরজা খুলে লোকটার পাশে বসল সে। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসল জুলি ম্যাসন।

স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসেছে কেভিন হ্যাক্সলে।

'ডিনার দরকার নেই, ম্যাসন,' বলল ক্যাটেলো। 'আজই এখানকার কাজ শেষে আবার প্লেন ধরব।'

'শুনে খুব খারাপ লাগছে,' মিষ্টি সুরে বলল জুলি ম্যাসন। 'তোমার জন্য গেস্ট রুম গোছগাছ করে রেখেছি আমি।'

'অন্য কখনও। আজ রাতেই আমার ফিরতে হবে।'

এয়ারপোর্ট থেকে কটেজে পৌঁছনোর সংক্ষিপ্ত পথে কেউ কথা বলল না, তবে গাড়ির মধ্যে টানটান উত্তেজনা তৈরি হলো। মনে হলো ধনুকের ছিলা টেনে তীর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তীরটা কার গায়ে গিয়ে লাগবে, ঠিক নেই।

কটেজের ড্রাইভে গাড়ি থামবার পর নামল মার্ডক, বাড়ির সদর দরজার তালা খুলল। এ সময়ে গাড়ির পিছনের সিটে বসে থাকল ক্যাটেলো, তারপর ম্যাসন দরজা খুলতেই গাড়ি থেকে নেমে গটগট করে হেঁটে অফিসে গিয়ে ঢুকল। বুঝিয়ে দিল সে-ই আসলে বস্। প্রকাণ্ড ওক ডেস্কের পিছনে বসল সে, ব্রিফকেস খুলে কয়েকটা কাগজ বের করল।

ক্যাটেলোর পিছু নিয়ে অফিসে ঢুকেছে মার্ডক, দরজাটা পিছনে আটকে দিল সে।

জুলি ও হ্যাক্সলে লিভিং রুমেই রয়ে গেল।

কাগজের দিক থেকে চোখ তুলল না ক্যাটেলো। 'মার্ডক, প্রথমেই এখন আমাদের জানা দরকার, প্রোজেক্টের কাজ কতদূর।'

একটা চেয়ার টেনে ডেস্কের সামনে বসল মার্ডক। 'আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব সময়মতই ঘটছে।' কুৎসিত চেহারার লোকটার দিকে তাকাল মার্ডক, প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইল। ক্যাটেলোর চোখ মরা মাছের চোখের মতই। ঠিক যেন ঘষা কাঁচ। 'আমি নিজে ওখানে থাকব।'

কাগজগুলোর উপর থেকে চোখ সরাল ক্যাটেলো। 'না। সেটা উচিত হবে না। পরিকল্পনা তোমার, পছন্দমত লোক নিয়েছ তুমি, কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়েছ—এ পর্যন্ত যথেষ্ট। ওই খুনের সঙ্গে তোমার জড়িয়ে যাওয়া চলবে না।'

'আমি জড়িয়ে যাব না, ক্যাটেলো। আমি শুধু ওখানে থাকব। ঘটনাটা উপভোগ করব। তুমি জানো, টিভিতে এসব দেখে কোনও আনন্দ পাই না আমি।' ক্যাটেলোর চোখে দুশ্চিন্তা দেখল মার্ডক। লোকটা জানে ওর উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে না। ক্যাটেলোর চোখে নিষ্পলক চোখ রাখল সে। নীরবে যেন জানিয়ে দিল, এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকবে।

উত্তেজনার একটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর চোখ নামিয়ে নিল ক্যাটেলো। 'ঠিক আছে, ম্যাসন। কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে সমস্ত তথ্য সরিয়ে নেবে। আমরা চাই না তুমি ধরা পড়ে যাও। আমাদের সাবধান হতে হবে। ইউনিয়নের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক আছে তার কোনও প্রমাণ যেন না থাকে। ভাল পরিকল্পনা করেছ তুমি, কিন্তু আইএসআই আমাদের উপর হানড্রেড পার্সেন্ট নির্ভর করছে। এই কাজের জন্যে দুই মিলিয়ন ডলার পাচ্ছ তুমি। এই পর্বটা শেষ হলে আইএসআই আমাদের আরও কাজ দেবে।'

মার্ডক মনে মনে বলল, আরবের কয়েকটা দেশ পাকিস্তানের আইএসআই-এর মাধ্যমে এ ধরনের গুমখুনগুলো করছে। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, কিন্তু তোমরা পেয়েছ বিশ মিলিয়ন পেট্রো ডলার, আর আমাকে দিয়েছ দশভাগের মাত্র একভাগ। মুখে বলল সে, 'আগেই সব সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এমন কী হ্যাক্সলের প্রোগ্রামও ইন্টারনেট থেকে অভ-সাইট করা হয়েছে।'

'তা হলে পরের কাজ নিয়ে আলাপ করা যাক। তোমাদের প্রোগ্রামের মেইনটেন্যান্সটা বাজেটের অনেক বাইরে চলে গেছে। তোমরা বোধহয় ভাল রকমের বিপদে পড়েছ?' কাগজ ছেড়ে মার্ডকের চোখে দৃষ্টি ফেলল ক্যাটেলো।

মুহূর্তের জন্য মার্ডকের চোখে দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল। 'যতটা ঝামেলা হওয়া উচিত, তার বেশি হয়েছে, কথাটা ঠিক—কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, সিস্টেমের সমস্যাগুলো মেরামত করে নেয়া হবে।'

'তোমার "ঝামেলাগুলোকে" সরিয়ে দেয়ার জন্য ইউনিয়নকে কাজে লাগিয়েছ তুমি। এতে আমাদের সবার মুনাফার বিরাট একটা অঙ্ক বেরিয়ে গেছে। ক্ষতির ভাগ তোমার আর হ্যাক্সলেরও শেয়ার করা উচিত।' থেমে গেল ক্যাটেলো, ব্রিফকেস থেকে একটা ফোল্ডার বের করে মার্ডকের সামনে ফেলল। 'তবে মনে হয় ক্ষতিটা তুমি পূরণ করে দিতে পারবে। ফোল্ডারে যে-লোকের ছবি আর ডেটা আছে, তাকে যে-করে হোক সরিয়ে দিতে হবে। এর মাথার উপর চার মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছি আমরা।'

ফোল্ডার খুলে পড়তে শুরু করল মার্ডক: 'মাসুদ রানা—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।' এবার ছবিটার দিকে চোখ গেল মার্ডকের। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। এ লোককে তো চেনে সে। এই লোকের ছবিই সেইন্ট লুই থেকে পাঠিয়েছে বার্নহার্ট। নাম বলেছে, মরিস রেনার। আরেকটা জিনিস দেখে

চমকে গেল মার্ডক—বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স থেকে জানানো হয়েছে এ লোক কতজন এজেন্টের মৃত্যুর কারণ। সংখ্যাটা অবিশ্বাস্য। সিআইএ, মোসাদ, আইএসআই, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স, র, কেজিবি—সবাই মিলে যা লিখেছে তা মার্ডকের হত্যা-কাণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মার্ডক, এ লোকের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আলাপ করতে হবে, এবং আলাপ শেষে একে নিজের হাতে খুন করতে হবে। তবে কেন যেন ভয়ের একটা প্রবাহ অনুভব করল সে শিরদাঁড়ার ভিতর।

ফাইলটা বন্ধ করে ডেস্কে নামিয়ে রাখল মার্ডক।

'কাজটা নিলে চার মিলিয়ন পেতে পারো তুমি, বলল ক্যাটেলো।

'বেশ, ক্যাটেলো, তুমি বরাবরের মত টাকাগুলো আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিতে পারো,' নিষ্ঠুর হাসল মার্ডক এস ম্যাসন। 'কেসটা নিলাম।

ভলভো গাড়িটা পঁচানব্বুই মাইল গতিবেগে ইলিনয়ের এক শ' নম্বর রুট ধরে উত্তরে চলেছে। গাড়ির চালক পিয়াসা বার্ডের নীচের গুহাটার কথা ভুলে যেতে চাইছে। ওখানে কী বীভৎস দৃশ্য! চার্লস পড়ে আছে, কেউ ওর গলা ফাঁক করে দিয়েছে! গুহার মেঝেতে থকথক করছে রক্ত! বোগার্ট রাস্তার ধারে বারবার একটা সাইনবোর্ড খুঁজছে, ওটা বলে দেবে পেরে মার্কুয়েট স্টেট পার্ক সামনে। ওটার খানিক পর থেকে শুরু হবে ঘন জঙ্গল। সংরক্ষিত অরণ্যটি ইলিনয় নদীর পাড়ে। চার্লস ওখানে দরকারী একটা জিনিস রেখেছে। ওটা কী আন্দাজ করতে পারছে বোগার্ট। ওটা একটা ডিস্ক, ভিতরে দ্য টুইন স্পাইরাল রিং প্রোগ্রামের ফাইলগুলো থাকবে। অথবা এমন কিছু, যেটা ওকে ফাইলগুলোর কাছে পৌঁছে দেবে।

নদী-বন্দর গ্র্যাফটন পিছনে ফেলে আসবার পর রাস্তা একদম

ফাঁকা পাওয়া গেল। আশপাশে কোনও গাড়ি নেই। ভলভোর হলদেটে হেড-লাইটগুলো কালো অ্যাসফল্টে পড়ে এগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে গাড়ির চারপাশ অন্ধকারে ডুবে গেছে।

হঠাৎ ভলভোর ভিতর উজ্জ্বল আলো পড়ল, মনে হলো সবকিছু বন্যায় ভেসে গেল।

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল বোগার্ট। পিছনে একটা গাড়ি হাজির হয়েছে। দ্রুত আসছে। গাড়িটা আচমকা কোত্থেকে এল! মন তিক্ত হয়ে গেল বোগার্টের। সম্ভবত ওই গাড়ির ড্রাইভার মাসুদ রানা। আলোদুটো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এক্সেলারেটার মেঝেতে টিপে ধরল বোগার্ট, ভলভোর পুরানো ইঞ্জিন ঝাঁকি খেয়ে দ্বিধা করল, তারপর লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল।

কিন্তু আলোগুলো পিছিয়ে গেল না। হাইওয়েটা মাত্র দুই লেনের, কিন্তু বোগার্ট তীরের মত ছুটছে, গতি খুব একটা না কমিয়ে বাঁকগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। চওড়া বাঁক পেলে ব্রেকই কষছে না, গাড়ি পিছলে যেতে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে গতি আরও তুলেছে সে, ফলে মোড়গুলো বিপজ্জনক হয়ে উঠল। একটু পর টের পেল গাড়ির নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তে রাখতে পারছে না। যে-কোনও সময় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাধ্য হয়ে গতি খানিকটা কমাল সে। পিছনের গাড়িটা সুযোগ নিল, একদম ঘাড়ের কাছে চলে এল, তারপর বাম্পার দিয়ে জোরেশোরে গুঁতো দিল।

'ক্রাইস্ট!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল বোগার্টের। দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরেছে সে, গাড়িটাকে সামলে রাখতে চাইল। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'মাসুদ রানা! অ্যাই শালা, কী করিস!'

পিছনের গাড়িটা আবারও এগিয়ে এল, বোগার্টের ভলভোর লেজে ধাক্কা দিল। আগের চেয়ে জোরে মেরেছে। ভলভোর বাম্পার খসে পড়ল। এবার আর সামলে রাখতে পারল না বোগার্ট, পিছনের চাকাগুলো মুহূর্তে পিছলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে

গাড়িটা আড়াআড়ি ভাবে রাস্তা থেকে নেমে গেল। পাশেই নুড়ি-পাথরের সামান্য অংশ, তারপর ছিটকে বেরিয়ে যাবে। আধ সেকেণ্ড পর ঘাসে নেমে গেল গাড়ি, চাকাগুলো আরেকবার জমাট মাটিতে দাঁত বসাল। কিন্তু সামনে যাওয়ার গতি অনেক বেশি। মুহূর্তে কাত হয়ে গেল গাড়ি, তারপর দুটো গড়ান দিয়ে নাকের উপর ভর দিল। এক সেকেণ্ড পর ডিগবাজি খেল। পরপর তিনবার ডিগবাজি খেল ওটা, তারপর চিত অবস্থায় পিছন দিক দিয়ে কাছের একটা ব্লাফের দেয়ালে গিয়ে টুঁ মারল। পিছনটা দাঁড়িয়ে গেল, তারপর খানিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর দড়াম করে পড়ল ভলভো। মুহূর্তে উইণ্ডস্ক্রিন বিস্ফোরিত হলো। চারপাশে ছিটকে গেল কাঁচের টুকরোগুলো। গাড়ির ভিতরে ছুটোছুটি করল জানালার ভাঙা কাঁচ। তার আগেই ড্রাইভারের পাশের দরজাটা মড়মড় করে ভেঙে পড়েছে।

ভলভোর সিটে উল্টো হয়ে ঝুলছে বোগার্ট, সারাদেহ থেকে রক্ত ঝরছে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না, সবকিছু ঝিমঝিম করছে। তারপর পিছনের গাড়িটার কথা মনে পড়ল। ওটা কোথায়?

ওটাও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। ভলভোর ক্রোম বাম্পারটা খসে পড়তেই ওটার সামনের চাকা ফেটেছে। ...হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে ওটাকে! একটা পুরানো গাড়ি! ফ্যাকাসে নীল রঙের শেভ্রোলে ইমপালা। রাস্তার উল্টো পাশের মস্ত এক গাছের গায়ে গুঁতো মেরেছে! ড্রাইভারের কপালে কী ঘটেছে কে জানে! মরে গেছে বোধহয়! ...না, মরেনি। ওই তো শেভির ভিতর থেকে ক্রল করে বেরিয়ে আসছে ব্যাটা!

খুনিকে দেখে ঘোর কেটে গেল বোগার্টের, ককিয়ে উঠল, 'শালার কপাল আমার!' দু'হাতে সিট বেল্ট খুলতে চাইল। গাড়ির বর্তমান মেঝেতে নামবে যে-করে হোক। কিন্তু বেল্ট কিছুতেই খুলছে না!

বাকলটা খুলবার চেষ্টায় বিড়বিড় করল বোগার্ট, 'খোল্, খোল্,

খোল্ শালা হারামজাদা!'

রাস্তার ওপাশে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে খুনি। ঠিক তখনই বোগার্টের বেল্ট খুলে গেল, ভলভোর ছাদে মাথা নিয়ে নামল সে ভাঙা কাঁচের মধ্যে। হাত ও হাঁটু কেটে গেল, কিন্তু না থেমে ক্রল করে বেরিয়ে এল বাইরে। আততায়ীও তার গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, ভিতরে হাত ভরে কী যেন খুঁজছে!

জিনিসটা কী সেটা জানবার ইচ্ছা নেই বোগার্টের, বুঝতে পারছে যতদ্রুত সম্ভব সরে পড়তে হবে। রওনা হয়ে গেল সে সবচে কাছের গাছগুলোর দিকে। গাছের প্রথমসারির কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে গুলির আওয়াজ পেল। সটান শুয়ে পড়ল সে, দু'হাতে মাথা ঢাকল। ভাবল, তার জীবনের শেষমুহূর্ত এসে গেছে।

কিন্তু আর কোনও বুলেট নৈঃশব্দ্য ভাঙল না।

মনের মধ্যে ভয় নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকল বোগার্ট, পরের বুলেটের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু গুলির বদলে শোনা গেল একটা বিরক্ত কণ্ঠ, 'উঠে দাঁড়াও, বোগার্ট। খেলা শেষ।'

গুরুগম্ভীর, জোরাল কণ্ঠটা মাসুদ রানার। না দেখা কোনও ব্লাফের কারণে স্বরটা ওরকম শোনাচ্ছে।

দেরি না করে নির্দেশ পালন করল বোগার্ট, উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত মাথার পিছনে রাখল। এবার মেরে ফেলা হবে তাকে?

'হাত নামাতে পারো,' রানার বিরক্ত গলা শোনা গেল। 'লোকটা মারা গেছে।'

শেভ্রোলে ইমপালার দিকে তাকাল বোগার্ট, ভেবেছে রানা ওদিকেই আছে। কিন্তু তা নয়, গাড়ির গায়ে ঠেস মেরে বসে আছে লাশ। কাঁধের উপর কাত হয়ে পড়ে আছে রাইফেল। পিছনে ফেলে আসা রাস্তায় রানাকে দেখতে পেল বোগার্ট। লোকটা লাশের দিকেই হেঁটে আসছে।

ওয়ালথারটা হোলস্টারে পুরে রাখল রানা, চোখ থেকে নাইট ভিশন গগল্‌স্‌ সরিয়ে নিল, লাশটার উপর ঝুঁকল। ইমপালার হেডলাইটের আলোয় লোকটার চুল তেলতেলে লাগল। চুল মুঠো করে ধরল ও, মুখটা উপরে তুলল। চেনে না একে। পুরুষ। বাচ্চা-বাচ্চা চেহারা। কিন্তু কমবয়সে বক্সিং বা কারাতে খেলতে গিয়ে নাকটা একদম ভচকে গেছে। অন্তত চার-পাঁচবার নাকের ব্রিজ ভেঙেছে। ঘাড় ফেরাল রানা।

সাহস ফিরে পেয়েছে বোগার্ট, মাথার উপর থেকে হাত নামিয়ে রানার পাশে চলে এল।

'আমার ধারণা এই লোকই চার্লস মার্টিনকে খুন করেছে,' বলল রানা। 'একে আগে কখনও দেখেছ?'

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল বোগার্ট। 'আমার ধারণা হয়েছিল তুমিই খুনটা করেছ।'

'আমার নাক এতবার ভাঙেনি, আমি না,' মৃতের পকেট হাতড়াল রানা। যা ভেবেছে, কোনও আইডেন্টিফিকেশন নেই। এক প্যাকেট সিগারেট আর ম্যাচ পাওয়া গেল, ওগুলো পকেটে রেখে দিল। গাড়ি তল্লাসী করে কিছুই মিলল না।

'লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করল বোগার্ট।

'আমার ধারণা এ ইউনিয়ন নামের এক সংগঠনের হিটম্যান,' বলল রানা। 'গত কয়েক বছর ধরে বেড়ে উঠেছে এরা। গোড়া কাটতে পারছে না কেউ। ...চার্লস মার্টিন আর তুমি এমন কিছু করেছ, যেটার কারণে তোমাদের মেরে ফেলতে চায় তারা।'

'লোকটা হঠাৎ কোত্থেকে এল?' জিজ্ঞেস করল বোগার্ট।

ব্যাটা দেখি আবার উল্টো প্রশ্নও করে! ভাবল রানা। ভেবেছিল এ ব্যাপারে ফালতু লোকটার সঙ্গে কথা বলবে না, কিন্তু বলল, 'এ পিয়াসায় লুকিয়ে ছিল। আমার ধারণা আমাকে দেখে ফেলে, নইলে ওখানেই তোমাকে খুন করত। ওখান থেকে তুমি রওনা হতেই পিছু নিয়েছে। পিয়াসার ও-ধারে টো-বোট ডকের

পাশে গাড়ি রেখেছিল।' জবাব দেয়া শেষ হয়েছে ওর, এবার বোগার্টকে উল্টো জিজ্ঞেস করল, 'এবার খুলে বলো তো বোগার্ট, মার্টিনের উল্কির রহস্য কী?'

এত কিছু মাসুদ রানা কী করে জানল সেটা এখনও মাথায় ঢুকছে না বোগার্টের। তার বন্ধু মারা গেছে, সে নিজেও মরতে বসেছিল—মাসুদ রানা না থাকলে মরতে হতো তাকে। তা ছাড়া, এ লোক তার শত্রুও নয়। বোগার্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, একে সব খুলে বলা যায়।

'ওই উল্কি আসলে একটা কোড,' বলল বোগার্ট। 'ওটা দিয়ে স্কুলের পরীক্ষায় চুরি করতাম আমরা। চার্লস আবিষ্কার করে। পুরানো আমলের টিআরএস-এইটি কম্পিউটারের তৈরি গ্রাফিক্সের একটা চরিত্র ছিল ওটা।'

'বলে যাও, বোগার্ট। ওটা দিয়ে কী বোঝানো হতো?'

'ওটা বলছে চার্লসের ডেটা ডিস্ক কোথায় আছে। অন্তত আমার ধারণা ওটা কোথায় থাকবে আমি জানি। সামনে পাওয়া যাবে হাইওয়ে থেকে নেমে যাওয়া একটা কাঁচা রাস্তা। নদীর পাড়ে গিয়ে থামবে ওটা। ডিস্কটা ওখানেই কোথাও আছে। আমরা ছোটবেলায় ওখানে কয়েকবার গেছি।'

'চলো, পথ দেখাও,' বলল রানা।

ওর সঙ্গে হাঁটছে বোগার্ট।

একটু দূরে রাখা রানার গাড়িতে গিয়ে উঠল দু'জন। একমিনিট পর উত্তরদিকে রওনা হয়ে গেল রানা, হোণ্ডার গতি আশি মাইলে তুলল। কিছুক্ষণ পর পেরে মার্কুয়েট-এর চওড়া ফটক পেরিয়ে গেল ওরা। একটু পর বামে সরু একটা কাঁচা রাস্তা পড়ল। ঢুকবার আগে ছোট একটা সাইনবোর্ডে লেখা: *রিপ র‍্যাফ্‌ট্‌ রিভার অ্যাক্সেস।*

'এটাই!' উত্তেজিত স্বরে বলল বোগার্ট।

এস২০১০ হোণ্ডা বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল। দু'পাশে ঘন জঙ্গল।

গর্তভরা রাস্তায় ব্রিজস্টোন পোটেনযা চাকাগুলো আপত্তি জানাল। বাধ্য হয়ে গতি কমাতে হলো। এ ধরনের পথে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়নি ইন-হুইল ডাবল উইশবোন সাসপেনশন। শামুকের মত এগোল গাড়ি।

এই গতি দেখে দমেই গেল রানা। সেইন্ট লুই-এর লুক শর্টস্ এক্সোটিক অটো রেণ্টালের ক্লার্ক ওকে নতুন সুবারু ডাব্লিউ-আর-এক্স দিতে চেয়েছিল। লোকটা বলেছিল, 'শহরের বাইরে গেলে এ ধরনের কিছু লাগবে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ইঞ্জিন এটার।'

কিন্তু শোনেনি ও, বেছে নিয়েছে হোণ্ডা হাই-পারফরমেন্স স্পোর্টস্ কার। এখন হাড়ে হাড়ে টের পেল, সামনে আরেকটু বড় গর্ত পড়লে ফেঁসে যাবে এ গাড়ি।

কিন্তু কপাল ভাল আটকা পড়ল না ওরা, নিরাপদেই নদীর তীরে পৌঁছে গেল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। 'জিনিসটা এখানেই কোথাও আছে,' বলল বোগার্ট।

'কী খুঁজব আমরা?' জানতে চইল রানা।

'তা এখনও জানি না, তবে জিনিসটা দেখলেই চিনতে পারব।'

গাড়ির হেডলাইট বন্ধ করেনি রানা। হোণ্ডার বুট থেকে ইমার্জেন্সি ফ্লেয়ার বের করে জ্বেলে নিল। জোরাল আলোয় নদী-তীর ফকফকা হয়ে গেল। কী জিনিস জানা নেই, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু খুঁজতে শুরু করল দু'জন।

জিনিসটা প্রথমে খেয়াল করল বোগার্ট, হাতের ইশারায় রানাকে ডাকল। ওটা নদীর কিনারা থেকে দু'হাত দূরে, পানিতে। একসময় ওটা দুধের ক্যান ছিল। রানা ফ্লেয়ার তাক করতেই পার্মানেণ্ট মার্কারের কালি দেখা গেল। ক্যানের মাঝখানে চার-কোনা বাক্সের মত একটা নকশা, সেটাকে ঘিরে রেখেছে বাঁকা চাঁদ।

তীরে একটা গাছ জন্মেছে ওখানে। একহাতে ওটার কাণ্ড

ধরল বোগার্ট, পানির উপর ঝুঁকে ক্যানটা তুলে নিতে চাইল। কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় কী যেন ঝিলিক দিল, ক্যান ডুবো ডুবো হলো। মাছধরা নাইলন সুতো ওটাকে আটকে রেখেছে। অগভীর পানিতে নেমে গেল বোগার্ট, নলখাগড়া হাতড়াতেই সুতো পেয়ে গেল। সঙ্গে আছে, যা খুঁজছে। উত্তেজিত স্বরে বলল, 'পাওয়া গেছে, রানা! চার্লসের ডিভিডি!'

ফিশিং নাইলনের গিঁঠ থেকে জিনিসটা খুলে নিল বোগার্ট, তীরে উঠে এল। তার আগেই রানা চলে গেছে গাড়ির কাছে। ব্যাক-ডালা খুলে ওর অ্যাটাচি নিয়ে এল, নদী-তীরে বসে কম্পিউটার চালু করল। ও হাত বাড়িয়ে দেয়ায় সামান্য ইতস্তত করল বোগার্ট, তারপর ডিস্কটা বাড়িয়ে দিল। ওটা মাল্টিডিস্ক ড্রাইভে দিল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা স্ক্রিন ভেসে উঠল, পাসওয়ার্ড চাইছে।

নির্দিষ্ট একটা কী টিপল রানা, 'বিসিআই-এর কম্পিউটার সাইফার প্রোগ্রাম চালু করল। প্রোগ্রামটা পাসওয়ার্ড খুঁজছে।

রানার পাশে বসে পড়ল বোগার্ট, বলল, 'শব্দটা ডেডবিফ।'

'কী?'

'পাসওয়ার্ড হচ্ছে ডেডবিফ। শব্দটার সঙ্গে আছে হেক্সাডেসিমেল অক্ষর। আমাদের পুরানো একটা আইবিএম কম্পিউটারের মেমোরি থেকে ধার করা। আমরা যখন এনকোডেড মেসেজ পাঠাতাম তখন ওটাকে পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করতাম। সেই হাই স্কুল থেকেই। প্রোগ্রামার সার্কেলের কেউ এটাকে ভাল কোনও পাসওয়ার্ড বলবে না, কিন্তু চার্লস জানত আমি প্রথমেই পাসওয়ার্ড হিসেবে ডেডবিফকে ধরে নেব।'

সাইফার প্রোগ্রাম ক্যানসাল করে দিল রানা, টাইপ করলঃ 'DEADBEEF'. প্রোগ্রামের আত্মরক্ষা-ব্যূহ মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। স্ক্রিনে সিকিউর ওয়েব-সাইটগুলোর লিস্ট ভেসে উঠল। বোগার্ট ও মার্টিন চুরি করে যেসব প্রোগ্রামে ঢুকেছে সেগুলোর

লিস্টি।

দ্রুত চোখ বোলাল রানা, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'কালপ্রিট এই সাইটগুলোর একটার আড়ালে লুকিয়ে আছে। তোমাদের বদমাইশির কারণেই খুন হচ্ছে মানুষ। আমাদের জানতে হবে আসল সাইট কোনটা।'

টার্গেট করা ওয়েবসাইটগুলো নিয়ে কাজে নেমে পড়ল বোগার্ট ও রানা। দ্য টুইন স্পাইরাল রিং দিয়ে সবগুলোর মধ্যে ঢুকেছে বোগার্ট ও মার্টিন। এর মধ্যে রয়েছে, এফবিআই, সিআইএ, ইউএস সিনেট, মোসাদ, এমআইসিক্স, দ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইত্যাদি।

'আমার মনে হয় আমাদের যে খুন করছে, তারা এনএসএ,' বলল বোগার্ট।

'না, ওদের কাজের ধারা এরকম নয়,' জবাব দিল রানা।

লিস্ট ধরে স্টেট গভার্নমেণ্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন এজেন্সি, সরকারী চুক্তি, সিকিউরিটি এজেন্সি, ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি, ফোন কোম্পানি—কিছুই বাদ দিচ্ছে না ওরা।

অনেকক্ষণ পর একটা সাইট দেখে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। হাইড-কিউরিও নাম ওটার। এই জিনিস হাই সিকিউরিটি ওয়েবসাইটের লিস্টে থাকবার কথা নয়।

'এই লিস্টের মধ্যে হাইড-কিউরিও ডটকম আছে দেখছি, ওটাকে কেন টার্গেট করা হলো?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের প্রোগ্রামটা অটোমেটিকালি এক শ' আটাশ বিট এনক্রিপশন সাইটগুলো খুঁজে বের করে,' বলল বোগার্ট। 'এটার সময়েও তা-ই করেছে। আমাদের জন্য তো ওখানে কিছুই থাকার কথা নয়।'

'কিন্তু একটা অ্যাণ্টিকের দোকানে এক শ' আটাশ বিট এনক্রিপশন ব্যবহার করা হবে কেন?'

'ওরা সম্ভবত ক্রেডিট কার্ডের লেনদেনের জন্য এই ব্যবস্থা

করেছে,' আন্দাজ করল বোগার্ট।

'না। ওতে কাজ হবে না। তা হলে তো সমস্ত খদ্দেরকেও একশ' আটাশ বিট ব্যবহার করতে হবে। সেটা হতে পারে না। আমরা যেটা খুঁজছি সেটা বোধহয় পেয়ে গেছি।'

'কী যে বলো রানা!' কাঁধ ঝাঁকাল বোগার্ট। 'ওটা একটা অতি সাধারণ অ্যান্টিক শপ।'

কথাটাকে পাত্তা দিল না রানা, একটা ওয়েব ব্রাউজার বেছে নিয়ে হাইড-কিউরিও ডটকম-এ ঢুকতে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে সাইট ভেসে উঠল। ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ডিজাইন করেছে যথেষ্ট খারাপ। তথ্য খুব কমই দিয়েছে। পেজের উপর গা জ্বালানো ব্যানার, বড়বড় অক্ষরে লেখা, 'আণ্ডার কনস্ট্রাকশন'। নীচে ঠিকানা ও ফোন নম্বর। লেখা হয়েছে কী ভাবে দোকানে পৌঁছানো যাবে। দোকানটা পোর্টল্যাণ্ড, অরিগনে।

এক্সট্রা মেন্যু থেকে 'অ্যানালাইজ পেজ' বের করে নিল রানা। বিসিআই-এর কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা ওটা ব্রাউজারে যোগ করে দিয়েছেন। কয়েক মুহূর্ত পর স্ক্রিনের ডানদিকে আরেকটা উইণ্ডো লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। ওটাতে পেজের বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে। তার মধ্যে রয়েছে ওটা কোন্ প্রোগ্রাম দিয়ে তৈরি। এটা আছে HTML ফরম্যাট-এ। আইপি অ্যাড্রেস, URL অ্যাড্রেস, পেজের অন্যান্য লিঙ্কের আইপি ঠিকানা তো আছেই, তার চেয়ে বড় কথা—পাওয়া গেল পেজের সার্ভারের লোকেশন।

রানা এই পেজে একটা জাভাস্ক্রিপ্ট লিঙ্ক দেখতে পেল। অ্যানালাইজ না করলে ওটা লুকিয়েই থাকত। লিঙ্কটা এমনভাবে সেট করা হয়েছে যে, কেউ পেজের ছোট্ট লোগোর নীচে ক্লিক করলে তবেই অ্যাক্টিভেট হবে। লোগোর নীচে তীরটা নিয়ে গেল রানা। যা সন্দেহ করেছে, তা-ই—ব্যবহারকারীকে কোনও লিঙ্ক দেখাল না। তীরটা বদলে গিয়ে পরিচিত হাতে পরিণত হলো না।

ইউজারকে জানতে হবে লিঙ্কটা ওখানে লুকিয়ে আছে, নইলে খুঁজে পাওয়াটা প্রায় অসম্ভব।

নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লিক করল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উইণ্ডো কালো হয়ে গেল। দুটো ফিল্ড দেখা দিল—ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড। ব্রাউজার উইণ্ডোর নীচে ছোট্ট প্যাড-লকের আইকন বলে দিল, তালা মারা আছে। আরও রয়েছে খুদে '১২৮'। ওটা জানাচ্ছে ও আছে এখন ১২৮-বিট সিকিউর ডকুমেণ্টে। অ্যানালাইজ উইণ্ডো স্ক্রিনে দেখাল, 'ওয়ার্নিং! টাইপ ১৬ ট্রেস বিইং অ্যাটেম্পটেড। ট্রেস ব্লক্‌ড্।'

সতর্কীকরণ রানাকে জানিয়ে দিল, সে-অপশনটাও আছে। এক্সট্রা মেন্যু আবারও নামিয়ে আনল ও, বেছে নিল 'ট্রেস পেজ'। উইণ্ডো সাড়া দিল, 'ট্রেস সেণ্ট...' কম্পিউটার ঘড়ির আইকন দেখাল, ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। তারপর লেখা ফুটে উঠল, 'লোকেশন ফাউণ্ড। আইপি সার্ভার: ব্রান্সউইচ জিএ ইউএসএ—হোস্ট সার্ভার: জেকেল আইল্যাণ্ড জিএ ইউএসএ।'

পকেট থেকে খুনির কাছ থেকে নেয়া সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল রানা। প্যাকেটের তলার ট্যাক্স স্ট্যাম্পটা দেখল। ওটাতে লেখা: 'স্টেট অভ জর্জিয়া'।

বোগার্টের চোখে তাকাল রানা, তারপর হাতের ইশারায় কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখাল। 'আমরা এই ওয়েবসাইটই খুঁজছি।'

তেরো

জোরালো ঠাস্ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল রানার, সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা ছেড়ে হাতে উঠে এল পিস্তল। রাত পৌনে দুটোয় হোটেল কক্ষে ফিরেছে ও। অন্ধকারে চারপাশ দেখল রানা, ঘরে আর কেউ নেই। আওয়াজটা বাইরে থেকেই এসেছে। চট্ করে ঘড়ি দেখল, রাত তিনটে সাতান্ন।

নদীর তীরে অ্যাণ্ডি বোগার্টকে পনেরো মিনিট জিজ্ঞাসাবাদ শেষে স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্নকে ফোন করেছে ও, বলেছে রিপ র‍্যাফ্‌ট্ রিভার অ্যাক্সেস-এ চলে আসতে। এরপর সোয়া একঘণ্টা ডিস্ক থেকে তথ্য উদ্ধার করেছে। এরিক স্টার্ন হাজির হওয়ার পর ডিস্কটা তার হাতে তুলে দিয়েছে। জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত যা জেনেছে।

রানা জোর দিয়েই বলেছে, ইউনিয়ন নামের এই অপরাধ সংগঠনটাই খুনগুলো করছে। শেষে জানিয়েছে, লাশ দুটো কোথায় পাওয়া যাবে।

রানাকে বলেছে এরিক, সকাল আটটায় নাস্তার সময় আবারও বসবে ওরা, বিস্তারিত আলাপ করে একটা প্ল্যান অভ অ্যাকশান দাঁড় করাবে। এরপর এরিক ফোনে এফবিআই এজেন্টদের ব্যাকআপ চেয়েছে। তখনই ঠিক হয়েছে, অ্যাণ্ডি বোগার্টকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নেয়া হবে। রাত একটার সময় রানা ও এরিক পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যার যার পথে রওনা

হয়েছে।

সাধারণ নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থাগুলো ঠিকঠাক আছে কি না, সেটা হোটেলে ফিরে দেখেছে রানা। ও যখন ঘরে ছিল না, কেউ ঢোকেনি। নিশ্চিত হওয়ার পর জুতো খুলে শুয়ে পড়েছে, এত ক্লান্ত ছিল, কাপড় ছাড়েনি। ঘুমে চোখ বুজে আসছিল। তখনও চাদরে লায়লার দেহের মিষ্টি ঘ্রাণ। রানার মনে হয়েছে, ও পাশে থাকলে ভাল লাগত। পর মুহূর্তে ঘুম ওকে গ্রাস করেছে।

এরিকের সঙ্গে মিটিং সকাল আটটায়, ও ভেবেছিল তার আগে খানিকটা ঘুমিয়ে নেবে—কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজও ওর কপালে ঘুম নেই। বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা, দরজার দিকে এগিয়ে গেল—চোখ রাখল তলার ফাঁকটার দিকে। ওদিকে কোনও মানুষ থাকলে আলো বদলে যেত। ওপাশে কেউ নেই। দরজার পাশে সরে দাঁড়াল ও, এক হাতে আস্তে করে নব ঘোরাল। দরজা এক সুতা আন্দাজ খুলল। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে হলওয়ে দেখে মনে হলো পুরো ফাঁকা। কিন্তু দরজার মাঝখানে অদ্ভুত কিছু আছে। দরজাটা এক টানে খুলে দিল রানা, হাতে উদ্যত পিস্তল—হলওয়েতে বেরিয়েই এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চারপাশ ফাঁকা। করিডরে কেউ নেই। দরজার বুকে কী আছে দেখবার জন্যে ঘুরে তাকাল। কাঠে বিঁধে আছে একটা ছোট থ্রোয়িং ড্যাগার, ওটার মাথায় একটা কাগজ আটকানো। ওটা এক টানে ছিঁড়ে নিল রানা, চোখ বোলাল। কাঁচা হাতে লেখা:

'জনাব মজনু মিয়া,

তোমার লায়লা এখন আমাদের হাতে...'

আর কিছু লেখেনি। অজান্তেই ঢোক গিলল রানা। ওরা লায়লাকে তুলে নিয়ে গেছে! তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। ও লায়লার সঙ্গে না জড়ালে কখনও... বেচারি নিশ্চয়ই এখন...

হঠাৎ হলওয়ের নৈঃশব্দ্য ভেঙে গেল। কোনও দরজা আটকে দেয়া হয়েছে। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, আন্দাজ করতে

পারল, আওয়াজটা এসেছে স্টেয়ারওয়ের দরজা থেকে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করল। ঘাড়ের নীচের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। করিডরে আর কোনও আওয়াজ নেই। নিঃশব্দে, দ্রুত রওনা হলো ও স্টেয়ারওয়েলের দরজার দিকে। ওটার সামনে পৌঁছে প্রায় উবু হয়ে গেল, বামহাতে নবটা ধরে একটানে দরজা খুলে ফেলল।

জোরাল পদশব্দ শুনতে পেল, সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে চলেছে এক লোক। দরজা ঠেলে স্টেয়ারওয়েলে ঢুকল রানা, খালি পায়ে একেকবারে তিন ধাপ করে নামতে শুরু করল। দশ সেকেণ্ড পর গ্রাউণ্ড লেভেলে পৌঁছে গেল, পলকের জন্য দেখতে পেল এক্সিট ডোর অটোম্যাটিকালি বন্ধ হচ্ছে।

হোটেলের সুইমিং পুলটা ইউনিয়ন স্টেশনের প্রকাণ্ড ট্রেন শেডের নীচে। দরজার দিকে বিদ্যুদ্গতিতে ছুটল রানা, ওটা খুলেই ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল মস্ত ভুল করেছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই ওর হাঁটুর উপর প্রচণ্ড জোরে বেসবল ব্যাট চালিয়েছে কেউ। ব্যথা তো আছেই, পা দুটো মুহূর্তে দু'ভাঁজ হয়ে গেল। দেহটা দেড় সেকেণ্ড ভেসে থাকল, তারপর হুড়মুড় করে পড়ল রানা। ব্যথা যা পেল, সেটা সহ্য করা যায় না—গলা দিয়ে অদ্ভুত বিদঘুটে আওয়াজ বেরুল। পিস্তলটা হাত থেকে ছিটকে গেছে। ওটা রট আয়ার্নের দেয়াল টপকে পানি-শূন্য পুলে গিয়ে পড়ল। রানা গোঙানির ফাঁকে ভাবল, যদি একপলক আগে ওই ব্যাট না দেখতাম, দুই হাঁটু ভেঙে যেত! পড়েও থামল না ও, কমব্যাট ট্রেনিং ওকে বাঁচিয়ে দিল—কয়েকবার শরীর গড়িয়ে দিয়েই আবার উঠে দাঁড়াল।

ক্যামোফ্লেজ প্যান্ট ও কালো টি-শার্ট পরা দু'জন দু'পাশ থেকে তেড়ে এল। একজনের হাতে ব্যাট, অন্যজনের কাছে নান-চাক্কু। সম্ভবত এই তরুণই স্টেয়ারওয়ে থেকে ওকে টেনে এনেছে, ভাবল রানা। মনে হলো দুই অ্যাম্বুশার বয়সে তরুণ। দৈহিক

আকার-আকৃতিতে ওর মতই। নান-চাক্কুওয়ালা চুলগুলো খুব ছোট করে কেটেছে, সর্বক্ষণ ভেংচি কাটছে। চেহারাটা এমনই যে, বুঝে নিতে হলো, ওটাই তার হাসি।

না, ব্যাটসম্যানের বয়স আরও বেশি। চিকিৎসা না করায় ডান চোখের পাতা ঝুলে গেছে। সে-ই রানাকে পিছিয়ে নিতে চাইল। এদিকে নান-চাক্কুওয়ালা বৃত্ত তৈরি করে ঘুরছে, রানাই তার কেন্দ্র-বিন্দু।

একইসঙ্গে দু'দিকের দু'জনকে নজরে রাখল রানা, আত্মরক্ষার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি। দুই বদমাশ দু'দিক থেকে হামলা করবার ভঙ্গি নিল, কিন্তু ওর দ্রুত নড়াচড়া দেখে আক্রমণ করল না। দু'সেকেণ্ড পর নান-চাক্কুওয়ালা দু'পা এগিয়ে এল, স্টিক তুলেই পাশ থেকে মাথা লক্ষ্য করে চালাল। তার আগেই ঝপ্ করে বসে পড়েছে রানা, প্রায় নীল-ডাউন হয়ে গেল। নান-চাক্কুর হ্যাণ্ডেল মাথার অনেক উপর দিয়ে গেল। এদিকে ব্যাটওয়ালা পিছন থেকে এগিয়ে এসেছে, সজোরে রানার পিঠে নামিয়ে আনল ব্যাট। ব্যথায় পিঠ কুঁজো হয়ে গেল রানা। নান-চাক্কুওয়ালা একহাতে ওর বামকনুই ধরে ফেলেছে। হাতটা পিঠের পিছনে নিয়ে মুচড়ে ধরল। উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল রানা, লোকটার দিকে ঘুরতে চাইল। ব্যাটসম্যান দেখল শত্রু ধস্তাধস্তি করছে—সুযোগ নিল সে, ঘুরে সামনে এসেই ব্যাট দিয়ে গুঁতো দিল পেটে। প্রায় দুই ভাঁজ হয়ে গেল রানা ব্যথায়। নান-চাক্কুওয়ালা ওকে না ধরে রাখলে পড়েই যেত। আর সেজন্যই ব্যাটসম্যান আবারও মারবার সুযোগ পেয়ে গেল। ব্যাটের আঘাত নামল রানার কাঁধে। গতকাল ওখানেই ব্যথা পেয়েছে ও, মনে হলো কাঁধে আগুন ধরে গেছে। বুঝল, যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে, নইলে মার খেয়ে পড়ে যাবে—মারাও যেতে পারে। এদিকে ব্যাটসম্যান আবারও পিছিয়ে গেছে, ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে একপাশ থেকে এল, ওর মাথার উপর নামিয়ে আনবে।

নান-চাক্কু এখনও রানার হাত মুচড়ে ধরে। ব্যাট নেমে আসতেই বিদ্যুদ্গতিতে নড়ে উঠল রানা, চরকির মত বামে ঘুরে গেল—এক টানে বামহাত ছুটিয়ে নিয়েছে। বসে পড়বার আগে দু'হাতে নান-চাক্কুওয়ালাকে নিজের উপর টেনে নিল।

ছোকরা বুঝে উঠবার আগেই ব্যাট চালিয়েছে ব্যাটসম্যান। তরুণের ঘাড়ের নীচে খ্‌ঠাস্ করে লাগল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল সে। দেহটা কাঁধের পাশ দিয়ে পড়ে যেতে দিল রানা, এক পা সরেই ঘুরে দাঁড়াল। তার আগেই নান-চাক্কু তুলে নিয়েছে। ব্যাটসম্যান অপ্রস্তুত বোধ করল। ভাবছে, ভাগ্য তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। একটু আগেও সে এই লোকটাকে এক বাড়িতে খুন করতে পারত। কিন্তু এখন সমান সমান সুযোগ পাবে।

নান-চাক্কুটা হাতের ভাঁজে নিয়ে এল রানা, দ্রুত সামনে বাড়ল—শত্রুকে সুযোগ দেবে না। নান-চাক্কুর দ্বিতীয় হ্যাণ্ডেল আলগা ভাবে ধরেছে, প্রথম স্টিকটা দুরন্ত গতিতে ঘুরতে লাগল। বারবার আক্রমণের ভঙ্গি নিল।

ভয় পেল ব্যাটসম্যান, কিন্তু পিছাল না, উন্মাদের মত পাশ থেকে ব্যাট চালাল—রানার মাথা চুরমার করতে চায়। কিন্তু ব্যাট আসবার আগেই নান-চাক্কু তৈরি হয়ে গেছে রানার, শিকলের মাঝখানে ব্যাট নিল ও, আক্রমণটা ঠেকিয়ে দিল। হুড়োহুড়ি করে পিছিয়ে গেল লোকটা। সামনে বাড়ল রানা, একদম কাছে চলে গেল—কৌশলটা দীর্ঘ প্রতিপক্ষ বা লম্বা কোনও অস্ত্রের বেলায় কাজে লাগে। শত্রুর বিরুদ্ধে সুযোগটা নিল রানা, ওর নান-চাক্কু বনবন করে ঘুরল, পরমুহূর্তে নামল লোকটার মুক্ত হাতে। পরের সেকেণ্ডে ব্যাট ধরা হাতে নান-চাক্কু পড়ল। লোকটা বুঝে উঠবার আগেই আবারও এল নান-চাক্কু, মুখটা থেঁতলে দিল। তার নাক একপাশে শুয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দুই ফুটো দিয়ে এক লাফে তিন ছটাক রক্ত বেরিয়ে এল। ততক্ষণে দাঁড়িয়ে নেই রানা, এক পা

সামনে বেড়ে ল্যাং মেরেছে। লোকটা সিমেন্টের মেঝেতে ধপ্ করে পড়ল, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল—ব্যাট ছাড়েনি এখনও।

এক হাতে ব্যাটটা ধরল রানা, কেড়ে নেয়ার জন্য টান না দিয়ে উল্টো ঠেলে দিল লোকটার দিকেই। নান-চাক্কুটার হ্যাণ্ডেল আবার ওর হাতে ফিরে এল। ওটা দেখে ভয় পেল ব্যাটা। এবার সহজেই ব্যাট কেড়ে নিল রানা।

আততায়ীর চোখে মৃত্যুআতঙ্ক ফুটে উঠেছে। বুঝতে পারছে, তাকে ছাড়া হবে না। এদিকে তার কাছে কোনও অস্ত্রও নেই! সঙ্গী অজ্ঞান! ছেঁচড়ে পিছিয়ে গেল সে।

শয়তান লোকটা নান-চাক্কু ঘোরাতে ঘোরাতে তার দিকেই আসছে! আরেক হাতে ওর নিজেরই ব্যাট!

বিড়বিড় করে বলল সে, 'ভাগ শালা! ভাগ!' পিছনে ছেঁচড়ে যাওয়া থামাল, পরমুহূর্তে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ঘুরেই ঝেড়ে দৌড় দিল।

পিছু নিল রানা। প্রায় ধরেই ফেলেছে, এমন সময় লোকটা হোটেলের পিছনের অর্নামেন্টাল লেকের বাঁক ঘুরল। মোড় নিল রানাও, তারপর হঠাৎ দেখল সামনে পথ একদম বন্ধ। এই অন্ধকার 'দেয়ালটা' এড়াতে চাইল, কিন্তু মেঝেতে পা হড়কে গেল—বাধ্য হয়ে বসল। আরেকটু হলে লেকে গিয়ে পড়ত। ভারসাম্য সামলে নিয়ে মাথা উঁচু করে দেখল প্রকাণ্ড লোকটা সত্যিই একটা দেয়ালের মতই। ষাঁড়টা লম্বায় বড়জোর ওর চেয়ে দুই ইঞ্চি বেশি, কিন্তু চওড়ায় তিন ফুটের বেশি। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই একে চিনে ফেলল রানা। ওদের এজেন্সিতে ইউনিয়ন সম্বন্ধে যে ফাইল আছে, সেখানে ছবি দেখেছে। বেশ কিছুদিন হলো তার কোনও খবর না পেয়ে ধরে নেয়া হয়েছিল মারা গেছে। নামের আগে মিস্টার না বললে নির্দ্বিধায় খুন করে এ।

নামটা টার্ক বার্নহার্ট। একসময় পেশাদার কুস্তিগীর ছিল।

তবে নামটা দ্রুত ছড়িয়েছে বিরাট এক টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানির সিএফওকে খুন করায়। মিস্টার বার্নহার্টের ছবি আর নাম মনে রেখেছে রানা অন্য একটা কারণে—এ লোক খালিহাতে ওই সিএফওর মাথা ছিঁড়ে নেয় দেহ থেকে।

মিস্টার বার্নহার্ট সুউচ্চ পাহাড়ের মত পথ আটকে দাঁড়িয়েছে, ও কী করে সেটা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে। ভুরুর ঘন ঝোপের নীচ থেকে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো। নাকের তলায় কৈশোরের কচি-গোঁফ, অথচ চেহারা বলছে বয়স অন্তত চল্লিশ। ঠোঁটে আবার বোকা বোকা হাসি। বিরাট লাশটা কালো রঙের টার্টলনেক গেঞ্জি পরেছে, তার উপর জ্যাকেট। নীচের অংশ ঢেকেছে বেইজ ক্যাপ্রি প্যান্টে। পায়ে পুরু চামড়ার স্যাণ্ডেল।

তাকে সব মিলে কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল রানার।

মিস্টার বার্নহার্ট খসখসে সেক্সি কণ্ঠ ছাড়ল, মনে হলো যৌনাবেদন নিয়ে কোনও মহিলা বলল: 'সঅওওরি, এদিকের পথ বন্ধ।'

উঠে দাঁড়াল রানা, মনটা কানে কানে বলল—রানারে, শীঘ্রি পালা! কিন্তু সে-সুযোগ হলো না, মস্ত মোটা দুটোহাত ওকে জড়িয়ে ধরল। বুকে প্রচণ্ড চাপ খেয়ে শ্বাস আটকে গেল রানার। বাঁচতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে। ডান পা পিছিয়ে নিল ও, পরমুহূর্তে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল মিস্টার বার্নহার্টের গোপন অঙ্গে। গায়ের জোরে মেরেছে। অবাক হয়ে টের পেল, ওখানে কিছুই নেই! মিস্টার বার্নহার্ট আসলে পুরুষই না! নারীও তো মনে হয় না! হিজড়াও না—তা হলে এটা কী ব্যাপার! ...তার চেয়ে বড় কথা, গণ্ডারটা বোধহয় ব্যথাও পায় না! আর ভাববার সময় পেল না রানা, মিস্টার বার্নহার্ট একহাতে ওর ডানহাত ধরল, আরেকহাতে উরু ধরে দেহটা তুলে নিল। নিজেকে শোলার মত হালকা মনে হলো রানার। ওকে সাইডওয়াকের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে। ও বুঝতে পারছে, বামহাতে কিছুই করতে পারবে না।

মিস্টার বার্নহার্ট খেপে গেছে বোঝা গেল হাতের চাপ বাড়িয়ে দেয়ায়। রানাকে হোটেলের দেয়ালে আছড়ে ফেলল সে।

মাথা ঠুকে গেল ওর, ধড়াস্ করে পড়ল মাটিতে। তারই ফাঁকে ভাবল, একটা কৌশল খাটাতে পারে ও—ওটাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। ঘুরেই দৌড় দিতে পারে ও। কিন্তু মিস্টার বার্নহার্ট আগেই বুঝে গেছে ও কী করবে, ওকে দু'হাতে তুলে নিল সে আবার, ছুঁড়ে দিল লেকের মধ্যে।

আকাশ থেকে বস্তার মত অগভীর পানিতে পড়ে বেসামাল হয়ে গেল রানা, ঝপাস্ করে ডুবে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল ও কোথায়। দু'হাতে ভর দিয়ে উঠতে চাইল। আর ঠিক তখনই মিস্টার বার্নহার্ট কনুই বাগিয়ে পড়ল ওর পিঠে। আবারও ডুবে গেল রানা, মেঝের সঙ্গে সেটে গেল একেবারে। গায়ের উপর চেপে বসেছে জগদ্দল পাথর। বুকের সব দম বেরিয়ে গেছে আগেই, অক্সিজেনের অভাবে ফুসফুস হাঁসফাঁস করছে। উঠে বসতে চাইল, কিন্তু একটুও নড়তে পারল না—হিমালয়ের তলায় যেন চাপা পড়েছে ও। জ্ঞান হারাবে যে-কোনও মুহূর্তে। ঠিক তখনই দুটো হাত ওকে তুলে নিয়ে তীরের দিকে চলল। কিন্তু এতবড় উপকারী কে?

জবাবটা এক সেকেণ্ড পর পেয়ে গেল রানা—সেই ব্যাটসম্যান খেলার মাঠে ফিরেছে, ওর দু'কব্জিতে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দিয়েছে। হাঁপানোর ফাঁকে দেখল, ওকে পাড়ে তোলা হয়েছে।

দেহে আর সামান্য শক্তিটুকুও নেই। হেরে গেছে ও!

ট্রেনের বগির নাম শ্যারেট ক্রিক। লোকোমোটিভটার রং সবুজ, সোনালী স্ট্রিপ থাকায় বগিগুলো অসাধারণ সুন্দর লাগে। ইউনিয়ন হোটেলের এই আটটি বগির নাম রাখা হয়েছে বিভিন্ন নদীর নামে। ঐতিহাসিক এই দালান একসময় ব্যস্ত রেল-স্টেশন ছিল। অতীতকে মনে রাখতে এখনও রয়েছে চারটে লাইন। তবে এই

গভীর রাতে শ্যারেট ক্রিক বগিটা আলাদা একটা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

অর্ধনিমিলিত চোখে মিস্টার বার্নহার্টকে দেখল রানা। লোকটা সেলুন কারের দরজার কাছে, চেহারা দেখলে মনে হয় গভীর ধ্যানে ডুব দিয়েছে। চারপাশে চোখ বুলাল রানা, পরিস্থিতি বুঝতে চাইল। ওর পোশাক এখনও চুপচুপে ভেজা, একটা চেয়ারে বসে আছে বাবু হয়ে। ও আছে হোটেলের পিছন দিকের কোনও বগির ভিতর। ওর জ্যাকেট খুলে নেয়া হয়েছে, চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা আটকে দেয়া হয়েছে ভারী টেপ পেঁচিয়ে। হাত নড়ানো যাবে না। বগির মধ্যে ও ছাড়া আছে শুধু ওই বেজায় চওড়া জন্তুটা। ব্যাটসম্যান আর নান-চাক্কুওয়ালা কোথায় গেল? বড় করে শ্বাস নিল রানা। এই সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি লাগছে। বুকের উপর নেমে এল থুতনি। ভয়ানক ঘুম আসছে। চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হলো। পায়ের কাছে তাকাল। ওখানে ভারী উল আর হেরিং মাছের সাদা-কালো হাড় দিয়ে তৈরি কার্পেটিং দেখতে পেল। আবছা ভাবে মনে পড়ল কী ঘটেছে। ব্যাটওয়ালা এসে মিস্টার বার্নহার্টকে সাহায্য করেছে, দু'জন মিলে ওকে এখানে ধরে এনে আটকে রেখেছে।

মিস্টার বার্নহার্ট লোকটাকে বলেছে, 'চারপাশ দেখে এসো, হ্যারি।'

'ঠিক আছে, বস্,' বলে চলে গেছে হ্যারি।

তারপর কতক্ষণ পার হয়েছে কে জানে! কয়েকবার ঘুমিয়ে পড়েছে রানা, আবার জেগে গেছে। চোখের কোণে বিদঘুটে মানুষটাকে দেখতে পেল। ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

রানার মুখোমুখি হলো বার্নহার্ট, একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সামনে। বন্দির মুখের কাছে ঝুঁকে এল, খসখসে স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, মিস্টার রেনার, আমরা আমাদের আলাপ শুরু করতে পারি। তুমি কি এমন কিছু জানো, যেটা আমাকে জানাতে চাও?'

সাড়া দিল না রানা, তবে বুঝতে পারল বার্নহার্ট ওকে তথ্য দেবে। প্রথম কথা, ওকে মরিস রেনার হিসাবে চেনে এ। এরা ওর আসল নাম-পরিচয় কিছুই জানে না। দ্বিতীয় কথা, মিস্টার বার্নহার্টের কণ্ঠস্বর কোনও পুরুষের নয়, শুনলে মনে হয় কোনও মেয়েমানুষ, কিন্তু পুরুষের গলা নকল করছে। তবে শরীরটা কোনও মেয়ের না, মানুষের চামড়া মোড়া মহিলা ওক গাছের। জীবনে এত বিরাট আকৃতির নারী কখনও দেখেনি ও। মেয়ে বডিবিল্ডাররাও এর কাছে কিছুই নয়।

মিস্টার বার্নহার্ট আবার মুখ খুলল, 'আমি অবশ্য তোমার মুখ খোলানোর জন্য দরকারী জিনিসপত্র নিয়েই এসেছি।'

জ্যাকেটের পকেটে ঢুকল প্রকাণ্ড এক পাঞ্জা, পাঁচ সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল সরু সুঁই আর ডেন্টাল ফ্লসের গুটি.।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো, 'তুমি পিটার উইলকিন্সকে চিনতে কীভাবে?' মিস্টার বার্নহার্টের বিরাট দুই হাত ব্যস্ত হয়ে উঠল, হিমশিম খাচ্ছে সুঁইয়ের পিছনে সুতো ঢোকাতে।

বার্নহার্টের দিকে তাকিয়ে বুঝে গেল রানা, শরীরের এই বিশ্রী অবস্থায় বাড়তি সাহস দেখানোটা একদম বোকামি হবে। সিদ্ধান্ত নিল, আপাতত এর কথায় নাচবে। 'বন্ধু... ছিল পিটার।' অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে কথাটা অস্ফুট শোনাল।

'পিটার আর জন ওভারটন, এ দু'জনেরই বন্ধু ছিলে তুমি?' মিষ্টি করে জানতে চাইল বার্নহার্ট। মনে হলো দুষ্টু শিশুর কাছ থেকে তথ্য আদায় করছে মা।

'না... ওভারটন পিটারের বন্ধু ছিল। ফিউনারালের সময় ওভারটনের সঙ্গে পরিচয় হয়।'

'কাদের হয়ে কাজ করো তুমি?' জানতে চাইল বার্নহার্ট। এমনভাবে বলল, মনে হলো স্মৃতিচারণ করছে—কথাগুলো কেউ শিখিয়ে দিয়েছে।

'আমি কন্টিনেন্টাল এক্সপোর্ট অফিসে চাকরি করি,' নিশ্চিন্ত

হয়ে বলল রানা। হিপনোটিস্টের যে ধরনের ট্রেনিঙের ভিতর দিয়ে গেছে ও, তাতে এতবার এ-কথা বলেছে যে, বিপদের সময় নিজেই প্রায় বিশ্বাস করে ফেলবে।

'জন ওভারটন কি কম্পিউটারের হ্যাকার?'

'না।'

'পিটার উইলকিন্স কম্পিউটারের হ্যাকার ছিল?'

'না।'

'তুমি কি হ্যাকার?'

'না।'

'কী নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করছিলে?'

একমুহূর্ত থামল রানা, তারপর বলল, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না... আমি কণ্টিনেন্টাল এক্সপোর্ট অফিসে চাকরি করি।'

'তোমার মনিব কে?'

'মোস্তাফা জব্বার।' বাস্তবে কেউ নেই, কিন্তু যদি বিসিআই-এ খোঁজ নেয়া হয়, একজন ওর বস্ হয়ে যাবে।

ধীরেসুস্থে একের পর এক প্রশ্ন করছে বার্নহার্ট। কণ্টিনেন্টাল এক্সপোর্ট অফিসের কাভারটা ধরে রাখল রানা। ওর বসের কুকুরের বর্ণনা পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে দিতে পারবে। ও-ই মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে দিয়েছে ওর প্রিয় রটওয়াইলারটাকে।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসাবাদ থামাল বার্টহার্ট। বিশ সেকেণ্ড পার হয়ে গেল, চুপ করে বসে থাকল সে। দু'আঙুলের মাঝে সুঁইটা ঘোরাচ্ছে। 'সব ঠিকই বলেছ তুমি, মিস্টার রেনার, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করতে পারছি না। কাজে কাজেই এখন তোমাকে একটু ব্যথা পেতে হবে। এসব প্রশ্ন আবারও জিজ্ঞেস করব আমি।' রানার বাম পাঞ্জা শক্ত করে ধরল বার্নহার্ট, তর্জনীর মুঠির হাড়টা তার পছন্দ হলো। কচকচে হাড়ের

নীচে ঢুকে গেল সুঁই. পড়পড় করে চলল ওটা মাংসের ভিতর দিয়ে। ওপারের মাংস ভেদ করে মাথা তুলে উঁকি দিল। মাথাটা রক্তাক্ত।

'তুমি পিটার উইলকিন্সকে চিনতে কীভাবে?' বার্নহার্ট খুব ধীরে সুঁইটা ঠেলছে। তারপর মাথাটা ধরে আস্তে আস্তে ওপাশে বের করল। হাড়ের তলা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে, ডেন্টাল ফ্লস লাল হয়ে গেল। ভয়ানক ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপল রানা। বাম হাতের পেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

'পিটার আর জন ওভারটন, এ দু'জনেরই বন্ধু ছিলে তুমি?' সুঁইয়ের মাথা ধরে হালকা আরেকটা টান দিল বার্নহার্ট। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো রানার, গলা দিয়ে নিচু গোঙানি বেরুল।

'তোমার মনিব কে?'

আবার ঢুকল সুঁই। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে রানা।

মিস্টার বার্নহার্টের সুঁই বেরিয়ে এল এপাশে, ফ্লস মাংসে ঢুকে গেছে। ধীরে ধীরে আরও গভীরে ঢুকছে। রানার মনে হলো ওটা সুতো নয়, ওখানে মোটা কোনও পেরেক গেঁথে দিয়েছে লোকটা। ওটা হাড় চুরমার করছে। এখন পর্যন্ত অত্যাচারে ভেঙে পড়েনি ও। তবে মাথা আর কাজ করছে না, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, ভালমত জানে না। শুধু জানে, সত্যিকথা বলা যাবে না। ভয়ঙ্কর ব্যথা ওকে কথা বলতে দিল না। বুঝতে পারছে না, আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে। কিন্তু অত্যাচার হঠাৎ করেই বন্ধ হলো। ওর পিছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'মিস্টাহ্ বার্নহার্ত।'

সুঁই ছেড়ে মুখ তুলল বার্নহার্ট। 'কী, হ্যারি?'

হ্যারির শুয়ে পড়া নাকের ফুটো দুটোর অবস্থা খুব খারাপ, মাংস বেরিয়ে এসেছে। জিভ ফুলে যাওয়ায় জড়িয়ে গেল কথা, 'বস ই-মেইল পাতিয়েসে। এই সালা কে জানেন? এ মরিস

রেনার না। এ সালা বিখ্যাত...' তিন সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'মাসুত রানা। এর মাতার উপর বিরাত পুরস্কার আথে।'

মিস্টার বার্নহার্ট অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল রানার মুখে, চেহারা দেখে মনে হলো আদর করে বলে উঠবে, 'তুমি শালা বলবে তো তুমি কে!' বদলে বলল, 'বস, একে নিয়ে কী করতে বলেছেন?' দু'ঠোঁটের ডানদিকটা মোচড় খেয়ে বেঁকে গেল, মনে হলো ওটা পাতলা গোঁফের নীচে হারিয়ে গেছে। 'বস্ কি একে মেরে ফেলতে বলেছেন?'

'না। এখন আর মারা যাবে না। বস্ নিজের হাতে মারবেন। বলেছেন সালাকে তাঁর কাছে পাতাতে হবে।'

'আর মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল বার্নহার্ট।

'তাকেও পাতাতে হবে।'

মিস্টার বার্নহার্টের চেহারা রাগে ফুলে গেল। রানার হাতের তালুর উপর পড়ে আছে ফ্লসের দুই সুতো, ওগুলোর উপর চোখ পড়ল তার।

তাকে লক্ষ করছে রানা, পাথর হয়ে গেল। এবার বোধহয় কুকুরটা ফ্লস ধরে টান দেবে!

একটা সুতো ধরল বার্নহার্ট, কষে টান দিল। রানা বুঝতে পারছে মাংস ছিঁড়ছে পড়পড় করে। ব্যথায় মাথার ভিতর আগুন ধরে গেল। স্নায়ু আর সহ্য করতে পারল না, গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তারপর মাথার তালুতে বার্নহার্টের কিল খেল ও, চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গেল—ওর কপাল ভাল, চোখের সামনে অন্ধকার নামল। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়েছে।

চোদ্দ

'রানা...'

কণ্ঠটা আবছা ভাবে শুনতে পেল রানা। খানিকটা চেতনা ফিরে এল। সেই সঙ্গে হাজির হলো প্রচণ্ড ব্যথা।

'রানা,' ফিসফিস করল কণ্ঠের মালিক।

রানা ওই কণ্ঠ শুনেছে, কিন্তু অবচেতন মন ওকে ঘুমিয়ে পড়তে বলছে—ঘুমাও রানা, ভয় নেই, আর কোনও বাড়তি ব্যথা লাগবে না। ওর কাঁধ টিসটিস করছে, মাথার তালু ফুলে গেছে, ব্যথায় মনে হলো পা দুটো আর শরীরের সঙ্গে নেই।

'রানা, প্লিজ, জেগে ওঠো।'

এবার মিষ্টি কণ্ঠস্বরটা মনে রাখল রানা। কাছেই পানির ছলছল শব্দ। একটু দূরে ডিজেল ইঞ্জিন চলছে। মানসিক জোর খাটিয়ে চোখ মেলল ও। সামনে সব ঘুটঘুটে অন্ধকার! চোখ আবারও বন্ধ করল, দশ সেকেণ্ড পর আস্তে আস্তে চোখ মেলল—এবার চাঁদের মত সরু একটা রুপালি আলো দেখল। ওর মনে একটার পর একটা প্রশ্ন এল। আমি কোথায়? আওয়াজটা কীসের? ঘুমাতে পারছি না কেন? এত অসুস্থ লাগছে কেন? কথা বলল কে?

মনের মেঘলা আকাশে প্রশ্নগুলো মাথা খুঁড়ল, যৌক্তিক জবাব খুঁজতে চাইল—কিছুই পেল না ও। আছে শুধু ব্যথা, সারা শরীরে।

একটু বুদ্ধি ফিরল, বুঝতে চাইল কোন্ বিপদের মধ্যে

পড়েছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। কাত হয়ে দেখল দড়িটা ওর কব্জি থেকে চলে গেছে উপরের অন্ধকারে। মনে হলো দুই কাঁধ সকেট ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। পা দুটো সাড়া দিল না। ঠাণ্ডায় কোমরটা শির শির করছে। ওর দেহে এত উত্তাপ নেই যে কোমর উষ্ণ থাকবে। উরু বা আরও নীচে কোনও সাড়া নেই। সামান্যতম নেই! এখনও যদি দু'পা থেকেও থাকে, অবশ হয়ে ঝুলছে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করা ব্যথা। ঘাড়ের পেশি টান পড়ে এমন টনটন করছে... আর উহ্, ওর এখন অনেক ঘুম দরকার!

মায়াবী কণ্ঠটা আবারও কথা বলে উঠল, 'রানা, প্লিজ, জেগে ওঠো, তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

এ কী কোনও পরী? দূরে চলে যাওয়া ওই মেয়েটি? সোহানা? ওর মা'র দরদ ভরা কণ্ঠ? না! এ তো লায়লার মিষ্টি কণ্ঠ! ও আবার এখানে কেন?

'আমি কোথায় জানো...' গলা ভেঙে গেল রানার। আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে উঠছে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রানা। খুব ভয় পেয়েছি, বারবার মনে হয়েছে তুমি আর কখনও জেগে উঠবে না।'

অদ্ভুত কণ্ঠ রিনিঝিনি করল, কিন্তু পুরো একমিনিট লাগল রানার কথাটা বুঝতে।

'আমরা... আছি কোথ...' আবারও গলা ভেঙে গেল রানার। দশ সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখন কোথায়?'

'জানি না,' বলল লায়লা। 'তবে মনে হচ্ছে আমরা আছি কোনও ট্যাঙ্কার-ট্রাকের ভিতর। ওটার ছাদের নীচে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছি কোনও হুক থেকে। অনেক সময় ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা পাহাড়ি পথে। কোথায় আছি বলতে পারব না।'

অন্ধকারে চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে রানার। পরিস্থিতি এখন বুঝতে পারছে। শুইয়ে রাখা ড্রামের মত ভিতরটা। লায়লা

বোধহয় ঠিকই বলেছে, ওরা আছে একটা লরি-ট্যাঙ্কারের ভিতর। ধাতব এই টাঙ্কির অর্ধেকটা ভরে আছে কোনওধরনের তরলে। ওর তিনফুট সামনেই লায়লা, বেচারি একটা হুক থেকে ঝুলছে। ক্ষীণ আলোয় মনে হলো ও বিপর্যস্ত। অর্ধেক শার্ট টেনেছিঁড়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। পরনে হালকা রঙের ব্রেসিয়ার। লায়লাকে অসম্ভব দুর্বল ও অসহায় মনে হলো। তবে চোখ দুটো চিকচিক করছে, আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না—গাল বেয়ে দু'ফোঁটা পানি নামল।

হঠাৎ রানা বুঝতে পারল অত্যাচার শেষ হলে মিস্টার বার্নহার্ট কীভাবে ওকে পাচার করেছে। বুদ্ধি খানিকটা খুলে গেল ওর। বাতাসে হালকা গন্ধ পেয়েছে আগেও, এখন পরিষ্কার বুঝল ওটা কীসের—অকটেন। চারপাশে চোখ বোলাল রানা। লায়লা ঠিকই বলেছে, ওরা আছে একটা ট্যাঙ্কারের ভিতর। দ্রুত চলছে ওটা। মুখের ভিতর বেশ কয়েকবার জিভ নাড়ল রানা। মুখে আরেকটু লালা আসা দরকার।

একমিনিট পর কথা বলে উঠল, 'ওরা তোমাকে এখানে আনল কী করে, লায়লা?' কর্কশ শোনাল রানার কণ্ঠ, শব্দগুলো বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিত হলো।

'অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের গ্যারাজে গাড়ি থেকে নামতেই দুটো লোক মুখ বেঁধে ফেলে। তারপর ওরা আমাকে... জ্ঞান ফিরতে দেখি তুমি আমার পাশে।' লায়লার কণ্ঠে একইসঙ্গে ভয়, রাগ, স্বস্তি আর দার্শনিকতা প্রকাশ পেল, 'রানা, এখন আমরা কী করব? এরা কারা? আমাদের বন্দি করল কেন?'

'দোষটা আমার, লায়লা। আমার পেছনে লেগেছে এরা। যদি কোনও ঝামেলা করি, সেই ভয়ে তোমাকে তুলে এনেছে। তোমাকে এসবের মধ্যে ফেলবে তা ভাবিনি, কিন্তু বিশ্বাস রাখো আমার ওপর—তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব আমি।' রানা জানে না কতটুকু কী করতে পারবে, কিন্তু মনে

হলো, লায়লা আশ্বস্ত হয়েছে।

নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কথাটা বলে তুমি কি স্বস্তি পেয়েছ?' কোনও জবাব পেল না মন থেকে। চুপ হয়ে গেল ও। মাথায় কোনও পরিকল্পনা আসে কি না, সেজন্য অপেক্ষা করল। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওর প্রথম কাজ নিজেকে মুক্ত করা।

'লায়লা, আমার কথা মন দিয়ে শোনো,' বলল রানা। 'আমি পা নাড়তে পারছি না। হয়তো এই ঠাণ্ডা তরলের জন্যেই। তোমার পা সাড়া দিচ্ছে? ট্যাঙ্কারের তলা স্পর্শ করতে পারছ?'

'আমার পায়ে সাড়া আছে। তলায় দাঁড়াতে পারছি, কিন্তু আমার পা দুটো বেঁধে দিয়ে গেছে।'

'বেশ, আমি ঝুলে ঝুলে তোমার দিকে এগিয়ে আসব। তুমি উরু দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করবে, ঠিক আছে?'

আড়াই মিনিট পর দু'জন মুখোমুখি হলো। রানার মনে হলো, ওর পায়ের ভিতর স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে। কিছুক্ষণ পর টের পেল, লায়লার উষ্ণ উরু ওর পা দুটো গরম করে তুলছে, ম্যাসেজ করছে। একটু পর বুঝতে পারল, ওর দু'পা বেঁধে রাখা হয়েছে। পায়ের পাতা থেকে শুরু করে জ্বলে উঠল উরু পর্যন্ত। ধমনীর মধ্য দিয়ে চালু হয়েছে রক্তস্রোত।

পা সাড়া দিতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল রানা। এক শ' সত্তর সেন্টিমিটার ডায়ামিটারের সিলিণ্ডারের মধ্যে দাঁড়ানো সহজ হলো না। মাথার উপর হুকটা দেখল, ওটা থেকেই ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। জিনিসটা একটা রি-বার। ওটা সিলিণ্ডের দু'মাথায় ঝালাই করা। যে দড়ি ওকে বেঁধে রেখেছে, সেটা মোটা, কিন্তু সাধারণ নাইলন লাইন। রি-বারের সঙ্গে বারবার ঘষা খেয়ে ছিঁড়ছে ওটা, আঁশ উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। এখন বারবার আগুপিছু করলে দড়িটা হয়তো ছিঁড়ে যাবে।

রি-বারের উপর দড়িটা ঘষতে শুরু করল রানা। নাইলনের আঁশ ধীরেসুস্থে ছিঁড়ছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ট্যাঙ্কারের তরল

পিছনে গিয়ে জমছে। ট্রাক কোনও ঢাল বেয়ে উঠছে। কিন্তু আবার যখন নামবে সমস্ত তরল এসে জমবে ওদের উপর। দড়ি ছিঁড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। কাঁধের ব্যথা ভুলে গেল, দু'হাতে দড়ি সামনে-পিছনে ঘষতে লাগল। দড়ি যতটা দ্রুত ছিঁড়বে ভেবেছে, তা হলো না। তবে কপাল ভাল যে ওই তরল এখনও ট্যাঙ্কারের পিছন দিকেই আছে। আর খারাপ খবর, সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ট্রাক যতক্ষণ ধরে ঢাল বেয়ে উঠবে, ঠিক ততক্ষণ ধরেই নামবে!

তখন পানি এসে জমবে ওদের উপর!

হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় ঝাঁকি খেল রানা। ওর দু'হাত মুক্ত হয়ে গেল। উবু হয়ে পায়ের দড়ি খুলে ফেলল। সঙ্গিনীর দিকে মনোযোগ দিল, হঠাৎ বুঝতে পারল লায়লার নিম্নাঙ্গে কোনও পোশাক নেই। চমকে গেল রানা।

'লায়লা, ওরা তোমাকে...' চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল ওর।

মুখ সরিয়ে নিল লায়লা, নিচু স্বরে বলল, 'এ নিয়ে ভাবার সময় নেই, রানা। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল রানার। প্রতিজ্ঞা করল, যারা লায়লাকে এভাবে অপমান করেছে, তাদের ক্ষমা করবে না ও। কী হয়েছে দ্বিতীয়বার জানতে চাইল না ও, লায়লার পায়ের বাঁধন খুলতে নিচু হলো। ঠিক তখনই ট্যাঙ্কার সমতল জমিতে পৌঁছে গেল। এবার বোধহয় ট্যাঙ্কার নীচের দিকে রওনা হবে, তরল ওদের ডুবিয়ে দেবে।

'রানা, পানি বাড়ছে!' লায়লার কণ্ঠ কেঁপে গেল।

ওর পায়ের দড়ি খুলবার সময় নেই। উঠে দাঁড়াল রানা, হাতের বাঁধন খুলতে চাইল। গিঁঠ প্রায় খুলে ফেলেছে, এমনসময় ট্রেইলারের মাথা নীচের দিকে রওনা হলো—সঙ্গে সঙ্গে তরলের একটা কালো দেয়াল ওদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লায়লার চিৎকার শুনতে পেল রানা। 'রা-আ-না!' পরমুহূর্তে কিছুই আর শোনা গেল না। কালো অন্ধকার ওদের গ্রাস করেছে।

ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে সরে গেল রানা, ডুবে গেছে। ভেসে উঠতে চাইল, কিন্তু বুঝতে পারল না উপর কোন্ দিক। বিক্ষুব্ধ পানির মধ্যে হাতে কী যেন ঠেকল-হঠাৎ। লায়লা। সাঁতরে ভেসে উঠতে চাইল রানা, লায়লার হাতের দড়ি পেতেই গায়ের জোরে টান দিল। তৃতীয় টানে গিঁঠ খুলে গেল, মুক্ত হয়ে গেল লায়লা। বামহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল রানা, ভেসে উঠতে চাইল। তিন সেকেণ্ড পর মাথা তুলল দু'জন। থু-থু করে পানি ফেলল লায়লা, বড় করে শ্বাস নিয়ে বলল, 'লবণ পানি!'

মুখে লবণ-পানি গেছে রানারও। অবাক হয়ে ভাবল, লায়লা ঠিকই বলেছে। কিন্তু পানি লবণাক্ত কেন? এরা অকটেনের ট্যাঙ্কার সাগরের পানি দিয়ে ভরেছে কেন? রানা বুঝল, এখন এসব নিয়ে চিন্তা করবার সময় নেই। এসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে, এখন প্রথম কাজ ট্যাঙ্কার থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

ট্যাঙ্কারের ছাদে গোলাকৃতি হ্যাচটা, মাঝখানে। ওখান থেকে সামান্য আলো আসছে। কয়েক সেন্টিমিটার ফাঁক হয়ে আছে, কিন্তু ওখান দিয়ে আকাশ দেখা যায়। আশপাশে কেউ থাকতে পারে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে হবে। হ্যাচ ঠেলল রানা, এক সেকেণ্ড পর বুঝতে পারল, ওটা আটকে রাখা হয়েছে শেকল দিয়ে। ওটার সঙ্গে একটা তালাও দেখতে পেল। হ্যাচটা মাত্র নয় ইঞ্চি খোলা যায়, ওখান দিয়ে বেরনো যাবে না। লরির চারপাশ দেখল। কাউকে দেখা গেল না।

লায়লার দিকে ফিরল রানা, 'তোমার কাছে চুলের কাঁটা আছে?'

'না। নেই, রানা।'

হোটেলের কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় জুতো পরলে ভাল করত, ভাবল রানা। বিসিআই-এর তালা এক্সপার্টদের দেয়া লকপিক ছিল ওর জুতোর সোলের ভিতর। ওটার কথা ভেবে আর লাভ নেই। হ্যাচ খুলতে শক্ত কিছু দরকার। ব্যস্ত চোখে চারপাশ

দেখল। নেই কিছু। লায়লার দিকে চাইল, চোখ পড়ল ওর প্রায় উন্মুক্ত বুকে।

'ব্রেসিয়ারটা খুলে ফেলো,' তাড়া দিল রানা।

'এখন কি এসবের সময়, রানা?' এই বিপদেও ঠাট্টা করল লায়লা, শার্ট খুলল না, কিন্তু ঠিকই যেন জাদুর বলে ব্রেসিয়ারটা বের করে দিল। শার্টের পিঠ ঘুরিয়ে নিল, ওটা ওর বুক ঢেকে ফেলল।

ব্রেসিয়ারের ধাতব ক্লিপ দু'হাতে বাঁকিয়ে নিল রানা, প্যাডলকের ভিতর ঢুকিয়ে টেনশন পিক খুলতে চাইল। কয়েক সেকেণ্ড পর এক এক করে তালার পিনগুলো সরে গেল।

'অপেক্ষা করো,' চাপা স্বরে বলল রানা। হ্যাচ খুলল ও, দু'হাত বের করে দু'পাশে রাখল, তারপর কাঁধের পেশির জোরে শরীর টেনে বেরিয়ে গেল।

হু-হু বাতাস আছড়ে পড়ল ওর উপর। ট্যাঙ্কার ট্রাক গিরি-সংকটে চওড়া একটা বাঁক নিচ্ছে, দ্রুত নেমে চলেছে। একপাশে পাহাড়ি দেয়াল, অন্য পাশে ধাতব গার্ড-রেইল।

লরিটা কীভাবে থামাবে, ভাবল রানা। এক সেকেণ্ড পর ট্যাঙ্কারের পিঠে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাবের দিকে রওনা হয়ে গেল। ট্রেইলারের চার ভাগের তিন ভাগ পথ পৌঁছে গেছে, এমনসময় কানের কাছে গুলির আওয়াজ হলো। ভারী ডিজেল ইঞ্জিন ও দমকা বাতাস ছাপিয়ে শব্দটা বেশ কয়েকবার প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে পাহাড়ে।

আড়াল নিল রানা, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না গুলি কোথা থেকে এল, বা গেল কোথায়। পরমুহূর্তে ট্রেইলারের সামনে কালো রঙের হামার এইচ-ওয়ানটা দেখতে পেল। ওটার পিছনের জানালা ফুটো করে বেরিয়েছে বুলেট। দেরি না করে ট্যাঙ্কারের বামে সরল রানা। ওখান থেকে হামারের প্যাসেঞ্জার সিট দেখতে পেল। ব্যাটসম্যান হ্যারি ওখানে দাঁড়িয়ে—শক্ত করে দু'হাতে

ধরেছে ব্রাউনিং অটোম্যাটিক। আরও বামে সরল রানা। আর বামে গেলে ট্রেইলারের সিলিণ্ডার থেকে খসে পড়বে। ওরা অন্তত সত্তর মাইল গতিবেগে চলেছে। রাস্তায় একবার আছড়ে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল রানা। ক্যাটওয়াকটা সিলিণ্ডার ট্রেইলারের পাশেই। আরও খানিকটা সামনে গেলে ক্যাবের পিছনে পৌঁছুনো যাবে। শুয়ে পড়ল রানা, আড়াআড়ি মইটা বেয়ে সামনে এগোল। হ্যারি ক্যাবের ডানদিকে থাকায় দেখতে পাবে না ওকে। ট্রেইলারের মাথায় পৌঁছে আধ মিনিট বিশ্রাম নিল রানা, তারপর ক্যাবের পিছনে নেমে পড়ল। নিউম্যাটিক হোসগুলো ওখানেই—এমনভাবে তৈরি যে হোস খোলামাত্র সমস্ত ব্রেক একইসঙ্গে আটকে যাবে ট্রেইলারের।

ওগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা। যা ভেবেছে, তা-ই ঘটল—ট্রেইলারের আঠারো চাকা মুহূর্তে জমে গেল। অ্যাসফল্টে রাবারের দাগ রেখে ছেঁচড়ে এগোল ওটা। আঠারো চাকাওয়ালা ট্যাঙ্কারটা পিছিয়ে পড়ছে, মুহূর্তে ওটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল হামার। নান-চাক্কুওয়ালা ওটার স্টিয়ারিঙের পিছনে, ব্রেক কষে ট্রেইলারের সামনে চলে এল আবারও। হ্যারির কপাল খারাপ, তখনও প্যাসেঞ্জার সিটের উপর দাঁড়িয়ে সে—অগ্রগতি কমে যাওয়ায় হঠাৎ ছিটকে গিয়ে পড়ল সে উইণ্ডস্ক্রিনের উপর। ওখান থেকে গিয়ে নামল বিরাট ট্রাকের বনেটে।

এদিকে ট্যাঙ্কারের ব্রেক কাজ করছে, রাস্তার উপর ঘষে এগোল চাকাগুলো। বিশ্রী গা শিউরানো আওয়াজ উঠল।

ট্রেইলারটা এখনও ক্যাবের পিছনে ছুটছে। চাকাগুলো নড়ছে না, কিন্তু পিছলে গিয়ে এগিয়ে চলেছে। আঠারো চাকা থেকে ভুসভুস করে ধোঁয়া উঠল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর একটার পর একটা চাকা ফাটতে লাগল। একেকটা চাকা ফাটছে আর ট্রেইলার এদিক-ওদিক দুলছে। রানা জানে, লায়লা এখন ট্যাঙ্কারের ভিতর ধাক্কা খাচ্ছে এ-দেয়াল ও-দেয়ালে।

শেষ চাকাটা ফাটতে না ফাটতেই ধাতব হুইলগুলো পেভমেন্ট ঘষে এগোল, ছিটকে উঠল আগুনের লাল ফুলকি। ছেঁড়া টায়ারের অংশগুলো জ্বলে উঠল প্রচণ্ড উত্তাপে।

ট্যাঙ্কারের সঙ্গে গতি কমিয়েছে হামার, এই সুযোগে আবার ক্যাবে ঢুকে পড়ল হ্যারি, সেখান থেকে নিজের সিটে। বনেটে গিয়ে পড়বার ফলে ব্রাউনিংটা হারিয়েছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে আছে সে। তার হাতে নিজের এইচ অ্যাণ্ড কে ভিপি ৯০ গছিয়ে দিল নান-চাকুওয়ালা, হামার সরিয়ে ট্রেইলারের পাশে চলে আসছে। অস্ত্রটা বাগিয়ে অপেক্ষা করল হ্যারি, সাইটে একবার রানাকে পেলেই গুলি করবে। কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর দেখল ট্রেইলারের সামনে শয়তান লোকটা নেই! অস্ত্র নামিয়ে নিল সে, ট্যাঙ্কারের মাথাটা আবারও ভাল করে দেখল। লোকটার ওখানে থাকতেই হবে!

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর আন্দাজ করল, শয়তানটা সত্যিই নেই। সম্ভবত ট্রেইলার ছেড়ে নেমে পড়েছে আগেই। যখন এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো সে, ঠিক তখনই হামারের ছাদ ছেড়ে বনেটে নেমে এল রানা!

অবশিষ্ট উইণ্ডস্ক্রিন ভেঙে নিয়ে ভিতর ঢুকল ও, লাফ দিয়ে পড়ল হ্যারির সিটে। অবাক হয়ে বিরাট একটা হাঁ করল হ্যারি, কিন্তু অস্ত্র তোলার আগেই রানা থাবা দিল। অস্ত্রের দখল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল দু'জন। এদিকে সর্পিল পথে গোঁ-গোঁ করে ছুটে চলেছে এইচ-ওয়ান। হ্যারির অস্ত্রটা কেড়ে নিতে পারল না রানা, কিন্তু নল আরেকদিকে সরিয়ে দিল। গায়ের জোরে কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। ধস্তাধস্তির মধ্যে হঠাৎ পিস্তলের ট্রিগারে চাপ পড়ল, নয় মিলিমিটার বুলেট প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কান ফাটানো আওয়াজে চমকে গেল হ্যারি ও রানা, দু'জনই বুঝতে চাইল গুলি কোথায় গেছে। নান-চাকুওয়ালা এখন ওদের

দিকে তাকিয়ে নেই, তার মাথার একপাশ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট। ক্যাবের ভিতর রক্ত ঝরছে। লাশটা পাশের দরজার সঙ্গে ধাক্কা খেল, তারপর স্টিয়ারিং হুইলের উপর থামল। এত রক্ত পড়ল ড্যাশ-বোর্ডে, মিটারগুলো আর দেখা গেল না।

প্রকাণ্ড হামার নিয়ন্ত্রণ করবার কেউ নেই! পাহাড়ি পথে ডানদিকে সরছে ওটা, ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ঘষা লাগল। দুটো দানবের বাম্পারে সংঘর্ষ হলো। এরফলে হামার আরও ডানদিকে সরল, ধাতব গার্ড-রেইলে ঘষা দিল। পাহাড়ি পথে সাধারণ গাড়ি ঠেকানোর জন্য রাখা হয় এসব গার্ড-রেইল, বিশাল কোনও হামারের জন্য নয়। প্রথমে সামলে নিল রানা, পিস্তল এক হাতে ধরে রেখেই লাশের চুল ধরে বামে ঠেলে দিল। ওটা সরে যেতেই স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিল—হামার আপাতত গার্ড-রেইল ছেড়ে রাস্তায় ফিরল। হুঁশ ফিরেছে হ্যারিরও, স্টিয়ারিং হুইল কেড়ে নিতে চাইল সে। ড্রাইভারের সিটে যাওয়ার চেষ্টা করল। রক্তমাখা স্পিডোমিটার বলে দিল হামারটা সাতান্ন মাইল গতিবেগে ছুটছে। ভিতরে তিনটা দেহ, তাদের দু'জন এখনও জীবিত। ওরা দু'জন রক্তাক্ত সিটের দখল চাইল।

রানা হামারটা থামাতে চাইছে, কাজেই এক পা বাড়িয়ে দেহের ওজন চাপিয়ে দিল ব্রেক প্যাডালে।

ফসকে গেল ব্রেক প্যাডাল, বদলে ওর পা গিয়ে পড়ল অ্যাক্সেলারেটার পেডালে। ৬.৫ লিটার টার্বো-চার্জড ডিজেল ভি-এইট ইঞ্জিন ঝাঁকি খেয়ে নতুন গতি পেল, রাস্তা ছেড়ে আবারও নেমে গিয়ে, গুঁতো দিল গার্ড-রেইলে। এবার আর ধাতব বেড়া হামারকে ঠেকাতে পারল না। ছয় হাজার আটশো পাউণ্ডের দানবটা রাস্তা ছেড়ে উড়াল দিল—সামনে শুধুই খাড়া পাহাড়ি ঢাল, মুহূর্তের জন্য দেখা গেল অনেক নীচে ঘন সবুজ জঙ্গল!

মৃত্যু নিশ্চিত, যদি না নিরাপদে যন্ত্রদানব থেকে নেমে পড়া যায়। রানা দেখতে পেল, তিরিশ ফুট নীচে পাথুরে জমি হাঁ করে

আছে। ওখানে পড়লে বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই কম, তবে ওর একটা পরিকল্পনা আছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ আর্মির কমাণ্ডো ট্রেনিঙে আবার অংশ নিয়েছে বিসিআই-এর অনেকে, তখন ওরা লো-ফ্লাইয়িং বিমান বা হেলিকপ্টার থেকে প্যারাশুট ছাড়াই জমিতে নেমে এসেছে। তবে এবার ওকে নামতে হবে খাড়া ঢালে। বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে নামবার সময় দুটো ব্যাপার ওদের সাহায্য করত—এক, ওদের পরনে থাকত ভারী প্যাড মোড়ানো পোশাক। দুই, ওরা কোথায় নামবে সেটা আগে থেকেই ঠিক করা থাকত, উপর থেকে পড়বার সময় আশপাশে কোনও বাধা রাখা হতো না।

মরলে তো একবারই মরবে—সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল রানার, হ্যামারের দরজাটা খুলে ফেলল, পরমুহূর্তে চিতার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক পলকে দেখে নিয়েছে কোথায় পড়বে—ওখানে ঢালু ঘাসজমি আছে, কোনও গাছ নেই। শরীরটা গুটিয়ে নিল রানা, জমিতে পড়বার পর অন্য কাজ আছে ওর, তার আগ পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। মনে মনে চাইল, মাটি যেন ওখানে নরম থাকে, পড়ে যেন ব্যথা কম লাগে।

যা ভেবেছে সেভাবেই পিঠ পড়ল জমিতে, কিন্তু যা আশা করেছে সেরকম নয় মাটি, অত্যন্ত কঠিন। ফুটবলের মত গোল হয়ে গেল ও, জমিনের ধাক্কাটা সরাসরি দেহে না নেয়ার জন্য তৈরি। একের পর এক ডিগবাজি খেয়ে নামছে ও। শক্ত ঘাস আর ছোট কাঁটা-ঝোপগুলোর মধ্যে নেমে চলেছে। কিছুক্ষণ পর মনে হলো সারাজীবন ধরে পড়ছে, কোনওদিন আর থামা যাবে না। ট্রেইনারের কথাগুলো মনে পড়ল: 'মেজর রানা, আর যাই করুন, ভুলেও থামার চেষ্টা করবেন না। বেশিরভাগ মানুষ থামতে গিয়ে আহত হয়, বা মারা যায়।' নীরস ট্রেনার আরও বলেছিল, 'তবে প্রথম ধাক্কা খাওয়ার পর বাঁচলে, তবেই আর কী!' অনন্তকাল ধরে ডিগবাজি খেয়ে নামছে রানা, বুক-পিঠে পাথরের গুঁতো লাগছে,

উপড়ে যাওয়া গাছের কাণ্ডের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তারপর হঠাৎই দেহটা থামল ওর। আর মাত্র দেড় ফুট পরেই শুরু হয়েছে বড় পাথরের একটা ক্ষেত্র!

ডিগবাজি খেয়ে নামবার সময় ভালরকম আহত হয়েছে ও। কিডনির কাছে চওড়া একটা ক্ষত তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য সাধারণ ক্ষত তো আছেই। একটা গোড়ালি মচকে গেছে, বাম কনুইয়ের হাড়ে ধরেছে চিড়, পাঁজরের একটা হাড়ে তৈরি হয়েছে সামান্য ফাটল, ছেঁচড়ে যাওয়ায় ছিলে গেছে বুক-পেটের চামড়া। এত উপর থেকে নীচে পড়ে বুকের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে। দম আটকে যাওয়ায় আঁকুলি বিকুলি করে উঠল ফুসফুস। তারপর ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস নিল ও। বেঁচে আছে, তাই দেখে একটু অবাকই হলো। সর্বদেহের ব্যথায় মনে হলো, চুপচাপ পড়ে থাকে বাকি জীবন।

ওর চেয়ে অনেক খারাপ হামারের অবস্থা, অনেকটা নীচের জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে ওটা। একসময় দানবটাকে দেখলে শ্রদ্ধা জাগত যে-কারও মনে, কিন্তু এখন মনে হবে ওটা লোহার একটা ফালতু স্তূপ। খুঁজলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া গাছগুলোর আশপাশে নান-চাক্কুওয়ালা ও ব্যাটসম্যান হ্যারির অবশিষ্ট টুকরোগুলো পাওয়া যাবে। হামারটা যেখানে জঙ্গলে পড়েছে, সেখানে হঠাৎ করেই আগুন জ্বলে উঠল। ফেটে যাওয়া ডিজেল টাঙ্কি থেকে শিখা ছড়িয়ে পড়েছে।

ট্যাঙ্কার-ট্রাক শেষ ঝাঁকি খেয়ে থেমে যাওয়ায় স্বস্তির শ্বাস ফেলল লায়লা। ভয়ঙ্কর দুলুনিটা আর নেই। সাহস ফিরে পেয়ে এবার পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল। ভিতরের বিক্ষুব্ধ পানি এখনও নড়ছে। গোলাকার দেয়ালে দেহ ঠেকাল লায়লা, দু'হাঁটুর উপর হাত রেখে নিজেকে শান্ত করতে চাইল, আরও কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিল। উত্তেজিত স্নায়ু ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। হঠাৎ

জোরাল ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ শুনতে পেল—হ্যাচটা খুলে গেছে। অন্ধকার মিলিয়ে গেল সূর্যালোকের আক্রমণে।

'রানা?' আস্তে করে ডাকল লায়লা। তবে কোনও জবাব পেল না।

হ্যাচের নীচে দাঁড়িয়ে রানাকে দেখতে চাইল, কিন্তু কেউ নেই ওখানে। অনেক উপরে মেঘহীন নীলাকাশ। মই বেয়ে উঠতে লাগল লায়লা। ঢাকনির কাছে পৌঁছে যেতেই শক্তিশালী একটা হাত ওর কব্জি ধরল। উপরের মানুষটার হাত প্রকাণ্ড। অতি সহজে ওকে উপরের দিকে টেনে নিল। মুহূর্তে ট্যাঙ্কের বাইরে বেরিয়ে এল ও। এবার মিস্টার বার্নহার্টের নিরুদ্বেগ চেহারা দেখতে পেল—ঠোঁটে ঝুলছে বাঁকা হাসি।

খসখসে স্বরে বলে উঠল সে, 'সঅওওরি, তোমার বয় ফ্রেণ্ড এখানে নেই। তবে তাতে দুঃখের কিছু নেই, আমি ওর চেয়ে অনেকদিক থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।'

ভয়ে চিৎকার করে উঠল লায়লা, কিন্তু একহাতে ওকে কাছে টানল জন্তুটা—পরমুহূর্তে দুর্গন্ধযুক্ত বগলের তলায় ভরে নিয়েই লাফিয়ে নেমে গেল ট্যাঙ্কার থেকে!

হামার যেখানে গার্ড-রেইল ভেঙে নীচে গিয়ে পড়েছে, জায়গাটা কাছেই, লায়লাকে বগলদাবা করে সেদিকে রওনা হয়ে গেল মিস্টার বার্নহার্ট।

আর্তচিৎকার করছে লায়লা, শরীর মুচড়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে, কিন্তু গণ্ডারটা বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না।

'অ্যাই মেয়েলোক, নড়াচড়া করবে না,' চাপা স্বরে বলল মিস্টার বার্নহার্ট।

তবুও হাত-পা ছুঁড়ল লায়লা।

'তুমিই বাধ্য করলে মেয়ে,' বলল মিস্টার বার্নহার্ট। এক হাতে লায়লার ঘাড়ের নীচে মাঝারি একটা ঘুসি মারল সে, মুহূর্তে চেতনা হারাল বেচারি।

রাস্তার পাশে পাথুরে জমিতে ওকে নামিয়ে রাখল মিস্টার বার্নহার্ট, ওর অবস্থা বুঝবার জন্য পাশে বসল। ঠিক তখনই পিছনের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এল একটা লাল রঙের পন্টিয়াক মিনি-ভ্যান। ওটার চালক দুর্ঘটনার জায়গাটা দেখেই বুঝে গেল কী ঘটেছে। মিস্টার বার্নহার্টের পাশে গাড়ি থামাল সে, প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল—এক হাতে একটা কালো স্যাচেল ব্যাগ। মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে গেছে বুঝে পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সে, আশ্বস্ত করবার জন্য বলল, 'ঠিক আছে, আর চিন্তা নেই। আমি ডাক্তার। কী হয়েছে?'

'সঅওওরি, আমার কোনও ডাক্তার দরকার নেই,' বলল মিস্টার বার্নহার্ট, পরমুহূর্তে দু'হাতে ধরে মানুষটার মাথা জোরে মুচড়ে দিল। বেচারার ভার্টেব্রার উপরের অংশ ভেঙে গেল, মুহূর্তে মৃত্যু ঘটল। মৃদু হাসল মিস্টার বার্নহার্ট, 'তবে আপনার মিনি-ভ্যানটা আমার দরকার!'

পাথুরে জমির উপর চুপচাপ পড়ে আছে রানা, নীল আকাশে কয়েক মিনিট চোখ রাখল। ধীরে ধীরে শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল, উঠে বসে শার্ট খুলে ফেলল, ওটাকে ব্যাণ্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করবে। এরইমধ্যে দেখেছে কিডনির উপরে বিশ্রীভাবে মাংস কেটে গেছে। রক্ত থামছে না। দরদর করে পড়ছে। কয়েক পরত কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজটা তৈরি করল, বেঁধে নিল শক্ত করে। আবার শুয়ে পড়ল, চোখ বুজে ফেলল। তারপর ওর মনে পড়ল লায়লার কথা। ওকে বাঁচাতে হবে। এখন তো ওর হাতে সময় আছে, এবার লায়লাকে উদ্ধার করতে পারবে। পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে হয়তো ট্যাঙ্কারটা বিধ্বস্ত হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, চলতে চলতে একসময় থেমে দাঁড়িয়েছে। ভাল চিন্তা করাটাই উচিত। ট্যাঙ্কারের চাকাগুলো ফেটে গেছে, কাজেই বেশিদূর যাবে না।

হাঁটু ও দু'হাতের জোরে আবার শরীর টেনে ওঠাল রানা, ক্রল করে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল। দু'মিনিট পার হতে না হতেই হাঁপিয়ে গেল, একটু আগে নিজের তৈরি ঘেসো পথ ধরে উঠছে। ধারালো ঘাস, কাঁটা-গাছ ও ছোটখাটো পাথর গায়ের নীচে পড়ছে, কিন্তু ব্যথার দিকে খেয়ালই দিল না। উপরে উঠে কী দেখবে, সেই ভেবে শঙ্কিত। উৎরাইয়ের চার ভাগের তিন ভাগ পেরিয়ে গেল, চোখ ভাঙা গার্ড-রেইলে। হামারটা ওখান থেকেই খসে পড়েছে। আরেকটু ওপাশে একটা লাল গাড়ির ছাদ দেখতে পেল। মনে মনে বলল, কপাল ভাল, সাহায্য করতে কেউ থেমেছে!

মাটিতে মাথা নামিয়ে রাখল ও, চোখ বুজল। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবারও ক্রল করবে। বোধহয় তার দরকার পড়বে না, নিশ্চয়ই আগেই সাহায্য পৌঁছে যাবে। কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল রানা, তারপর আবার চোখ মেলল, দেখল এক লোক রাস্তা থেকে খাড়াই বেয়ে নেমে আসছে।

মানুষটার দিকে ক্রল করতে শুরু করল রানা, যতটা পারা যায় সাহায্যকারীর দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু পাঁচ ফুট এগোনোর আগেই শরীর আপত্তি শুরু করল, মনে হলো জ্ঞান হারাবে। ঠিক করল, ওখানেই অপেক্ষা করবে। মানুষটা আসুক। শীঘ্রিই আরও মানুষ চলে আসবে, তারাই ওকে উদ্ধার করবে।

মানুষটা ওর মুখের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাক, তোমাকে পাওয়া গেল, মিস্টার রানা।'

মাথা উঁচু করল রানা, ঝাপসা ভাবে মিস্টার বার্নহার্টের চেহারা দেখতে পেল। আজব মানুষটা খসখসে স্বরে বলল, 'সঅওওরি, দোস্তো, কিন্তু এখন আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে, কিন্তু মেয়েটাকে মেরে ফেলতে বারণ করেনি। কাজেই দ্বিতীয়বার সুযোগ দিয়ো না।'

এখন আর কিছুই করতে পারবে না, জানে রানা। ঘোলাটে হয়ে গেছে ওর চিন্তাস্রোত, মগজে কিছুই খেলছে না। শুধু এটুকু বুঝতে পারল, লায়লা এখনও বেঁচে আছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল ঘাসের বুকে মাথা নামিয়ে দিল রানা।

নির্দ্বিধায় হার মেনে নিয়েছে। আপাতত।

পনেরো

রানার দু'হাত শক্ত করে বেঁধেছে কেউ, কিন্তু অনায়াসে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়া হলো। লায়লা বা ওর জন্য মিনি-ভ্যানকে ট্র্যান্সপোর্টেশন হিসাবে নির্ধারণ করা হয়নি, কিন্তু ওটা থাকায় মিস্টার বার্নহার্টের সুবিধা হয়েছে। রানা আন্দাজ করল, গাড়ির পিছনের মেঝেতে দু'ঘণ্টার বেশি পড়ে থেকেছে ওরা। জ্ঞান ফিরবার পর দেখেছে, পড়ে আছে ওরা কয়েকটা কার্ডবোর্ড ও ব্ল্যাঙ্কেটের তলায়। তার আগে কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে, জানা নেই ওর। তবে আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে এখন। মনে হলো কেউ ওর কোমরের ক্ষতটার পরিচর্যা করেছে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। বার্নহার্ট মোটা কাপড় দিয়ে ওর চোখ বেঁধেছে, মুখের ভিতর গুঁজে দিয়েছে রুমাল—তারপরও রানা বুঝতে পারছে, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে। দূর থেকে সাগরের গর্জন শুনতে পেল, বাতাসে নোনা-পানির গন্ধ।

কেউ ওর দুই গোড়ালির বাঁধন খুলে দিল। খসখসে কণ্ঠ বলল, 'হাঁটো।'

ওই কণ্ঠস্বর বাকি জীবন মনে রাখবে রানা।

পিশাচ মিস্টার বার্নহার্ট!

এক কদম সামনে বাড়ল রানা, নিশ্চিত হলো ওর দু'পা খুলে দেয়া হয়েছে। একহাতে ওর পিঠে ধাক্কা দিল মিস্টার বার্নহার্ট। 'অ্যাই, এগোও।'

মুখ বাঁধা কোনও মেয়ের আঁতকে ওঠার আওয়াজ শুনল রানা। লায়লা মনে হয় ওর পাশেই আছে।

ধীর পায়ে সামনে বাড়ল রানা, ধাক্কা দিয়ে ওকে পথ দেখানো হলো। দু'মিনিট পর উষ্ণ আবহাওয়া বদলে গেল। কোনও এয়ারকুল্ড ঘরে ঢুকেছে? পায়ের নীচে টাইলস। তারপর কাঠের মেঝে। হ্যাঁ, ওকে কোনও বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে।

'মেয়েটাকে চেম্বারে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল মিস্টার বার্নহার্ট।

রানাকে হাঁটিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে চলেছে। কী ভাবে পালানো যায়, ভাবতে শুরু করল রানা। নানান চিন্তা আসছে, কিন্তু পরিস্থিতি কেমন সেটা আগে জানতে হবে, তার আগে ঝুঁকি নেয়া বোকামি হবে।

একহাতে ওর ট্রাইসেপ ধরে নিয়ে চলেছে বার্নহার্ট। একটু পর থামল, একটা পাথরের বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল। রানা বুঝতে পারল ওর দুই কব্জির সঙ্গে আরেকটা দড়ি আছে, ওটা অন্য কোথাও আটকে দেয়া হয়েছে। আরেকবার দড়ির গিঁঠ পরীক্ষা করল। এবার ওর চোখ ও মুখের কাপড় খুলে নিল।

চারপাশ দেখল রানা। চাঁদের মত প্রায় গোলাকৃতি একটা গ্রিনহাউসে আছে ও। এটা প্রকাণ্ড কোনও বাড়ির সামান্য একাংশ। কাঁচের ওপাশে একের পর এক বালির ঢিবি, তাতে জন্মেছে উরু সমান ঘাস। বাড়ির উজ্জ্বল ফ্লাডলাইট বাইরে গিয়ে পড়েছে। সমুদ্র বোধহয় কাছেই। গ্রিনহাউস ভিক্টোরিয়ান ভঙ্গিতে তৈরি করা হয়েছে। ও যে বেঞ্চিতে বসে আছে সেটা ছাড়া

আসবাবপত্র বলতে ছোট একটা ডেস্ক ও চেয়ার। তিন পাশের বিশাল কাঁচের নীচে রয়েছে কাঠের শেল্‌ফ্। সেখানে, বা চারপাশে গাছপালা থাকবার কথা—কিন্তু সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। ঘরের পিছন দেয়ালটা মূল দালানের সঙ্গে সংযুক্ত। ওখানে বিরাট সব শেলফ, মোটা মোটা হার্ডব্যাক বইয়ে ভরা। রানা দূর থেকে একটা নামও পড়তে পারল না। নিজের দিকে খেয়াল দিল। কারও নীল রঙের পুল-ওভার শার্ট পরানো হয়েছে ওকে। ওটার সঙ্গে প্যান্টের রং একেবারেই বেমানান। মিস্টার বার্নহার্ট ওর পায়ের কাছে বসেছে, দুই গোড়ালি দড়ি বাঁধছে। দেব না নাকি শুয়োরটার মুখে কষে এক লাথি, ভাবল রানা। মোটেই উচিত হবে না। ব্যাটা দড়ি বেঁধে দিল মার্বেল বেঞ্চির পায়ার সঙ্গে।

'তুমি কি আমাকে সুঁইয়ের কাজ দেখাবে বলে এতদূর নিয়ে এসেছ, মিস্টার বার্নহার্ট?' জানতে চাইল রানা।

নিঃশব্দে হাসল মিস্টার বার্নহার্ট। 'শুনে হাসিই আসছে। তবে তোমার চিরে যাওয়া কোমরে সুঁইয়ের যে কাজ করেছি, সেটা নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে তোমার?' উঠে দাঁড়িয়ে দূরে চলে গেল সে, মূল বাড়ির ফ্রেঞ্চ ডোরের কাছে গিয়ে ধপ্ করে বসল চেয়ারে।

'লায়লা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার-আমার আলাপ তো শেষ,' বলল মিস্টার বার্নহার্ট। 'তোমাকে ধরে আনা হয়েছে বসের সঙ্গে কথা বলতে। কাজেই চুপচাপ বসে থাকো, সময় হলেই চলে আসবেন উনি।' সামনের ডেস্ক থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিল সে, মোটা আঙুল দিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল।

'লায়লার ক্ষতি হলে আমার হাতে খুন হয়ে যাবে তুমি,' বলল রানা।

'উঁ-উঁ-উঁ-উঁ... জুতোর মধ্যে থরথর করে কাঁপছে আমার দুই পা!' হাসল মিস্টার বার্নহার্ট, পত্রিকার পাতায় নতুন করে মন দিল।

'মিথ্যে বলিনি আমি...

রানাকে বাধা দিল মিস্টার বার্নহার্ট, 'ফালতু প্যাচাল বন্ধ করবে?' ফ্রেঞ্চ ডোরের দিকে মনোযোগ দিল, পর্দা সরিয়ে ওদিকটা দেখল। পাঁচ সেকেণ্ড পর বলল, 'যাক, বস আসছেন।'

দরজার দিকে তাকাতে চাইল রানা, ঘাড়ের ব্যথা ওকে খানিকটা দমিয়ে দিল। ওদিকের দরজা পুরোপুরি খুলে গেল।

রানার মনে হলো স্রেফ মৃত্যু-দূত ঢুকেছে। প্রথম দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখে চমকে গেছে ও। দরজা পেরিয়ে এসে স্বয়ং গ্রিম রিপার থেমেছে যেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখটা যেন কোনও মৃতদেহের, ফ্যাকাসে। কপালের উপর থেকে শুরু করে ঘাড় বেয়ে নেমেছে কালো চুল, মিশে গেছে কালো সুটে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ওর চেনা কয়েকজন ভয়ঙ্কর খুনির চোখে ওই দৃষ্টি দেখেছে। শুধু খুন করা বা খুন হয়ে যাওয়ার সময় তাদের চোখে ফোটে ওরকম দৃষ্টি। লোকটা কি এখনই ওকে খুন করবে? জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে লোকটা, যেন যাচাই করছে ওর মূল্য কত। তারপর বিষাক্ত চেহারায় শীতল হাসি ফুটে উঠল। মনে হলো উত্তরটা পেয়ে গেছে।

মৃত্যু-দূতের একটু পিছনে থমকে দাঁড়িয়েছে এক পরী। তার পোশাকের সবই ধবধবে সাদা। শ্বেত এলো চুলগুলো অস্বাভাবিক। মেয়েটি একটু ফ্যাকাসে, তার পরেও অপরূপ সুন্দরী। একহারা দেহটা নিখুঁত, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ডিম্বাকৃতি এক স্বর্গীয় মুখ। সামনের পরিস্থিতি দেখে একটু উত্তেজিত সে, ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে। সাদা পোশাকের আড়াল থেকে সুউন্নত স্তন-যুগল উঠছে-নামছে। বিস্ফারিত চোখে সামান্য বিকৃতির আভাস। পাশের যমদূতের বিপরীতে তাকে ফুটফুটে সাদা গোলাপ মনে হলো। তারপরও সে যেন ওই যমের নিজস্ব। রানাকে একবার দেখল সে, তারপর আবারও সঙ্গীর দিকে তাকাল।

গ্রিম রিপার বলে উঠল, 'মাসুদ রানা... আমার মন বলছে তোমাকে যেন আমি অনেক-অনেক দিন ধরে চিনি।' কণ্ঠস্বরটা গভীর, কাঁচের ঘরে গমগম করে উঠল। 'আমাদের দু'জনের ভেতর অনেক মিল, তাই জানারও আছে অনেক। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের পেশা একই? আবার ভেবে নিয়ো না আমি তোমার মত গুপ্তচর। না, আমি বলছি মানুষের জান কবচের কথা। শুনেছি আমরা দু'জন অন্যদের তুলনায় একাজে অনেক বেশি দক্ষ। দুনিয়ার যে-কারও চেয়ে।

'তবে তুমি আমাকে আরেকটু বড়লোক করে দেবে।'

কথাটা শুনে রানা হঠাৎই বুঝতে পারল, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা আসলে অতি সাধারণ। লোভ করা তোমার জন্য মস্ত ভুল হয়েছে, গ্রিম রিপার, মনে মনে বলল রানা। এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল ও। গত কয়েকদিনের দুর্ঘটনাগুলোর জন্য, বা অতিরিক্ত রক্ত হারানোর কারণে একটু আগে মনে হয়েছে, এ সত্যিই বুঝি মৃত্যুর কারিগর। অন্তর দিয়ে স্বীকার করে নিল রানা, আসলেই লোকটা ওকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। বোধহয় দুর্বলতার কারণে ওর চিন্তাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তা ছাড়া, এ লোক সম্বন্ধে ওর কাছে কোনও তথ্যও নেই। গুপ্তচরদের জগতে তথ্য মানেই কোনও না কোনও ধরনের অস্ত্র। সেদিক থেকে ও এখন পুরোপুরি নিরস্ত্র।

লোকটা বলে চলেছে, 'মাসুদ রানা, তুমি কি জানো তোমার মাথার মূল্য কত ধরা হয়েছে? শুধু এটুকু বলব, সাধারণ লোকের জন্য ওই পরিমাণ সারাজীবনের জন্য যথেষ্ট। তারও বেশি। কিন্তু আমার কথা আলাদা। ...তোমাকে শুধু খুন করলেই চলবে আমার।'

'তো করো না খুন, তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে?' সামান্য রাগ প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে।

'ভাল প্রশ্ন করেছ তুমি, মাই ডিয়ার মাসুদ রানা। খুন করা

হয়নি, কারণ আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি। আমার কাছে তোমার নামে ফাইল আছে।' হঠাৎ উন্মাদের মত হাত উপরে তুলল মার্ডক শিমার ম্যাসন, ধরে রেখেছে একটা ফোল্ডার। এইমাত্র ডেস্ক থেকে তুলে নিয়েছে। এবার ব্যাখ্যা করল, 'অবাক করা একটা ফাইল এটা। "এম-আর-নাইন"এর ফাইল। বলা হয়েছে বাংলাদেশ সরকার এই লোককে খুন করবার পারমিট দিয়েছে। ইচ্ছে করলে তুমি দুনিয়ার যে-কাউকে খুন করতে পারবে। আর সেজন্য তোমার সরকার আগে থেকেই তোমাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছে। অবাক কাণ্ড বটে!

'মোসাদ, সিআইএ, এফবিআই, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স, আইএসআই, র, কেজিবি—সবার ফাইল ঘেঁটে জানা গেছে, আমার চেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছ তুমি। হিসাব অনুযায়ী তুমি কম-বেশি পাঁচ শ' লোকের জান কবচ করেছ! এটা আইএসআই-এর উপাত্ত। এবং সেইন্ট লুই-এ দু'জন, এ ছাড়া এখানে আসার আগে নিয়েছ আরও দু'জনকে, সেসব বাদ দিয়ে! ধরে নিলাম তুমি এখন পর্যন্ত পাঁচ শ' চারজনের জান কবচ করেছ। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগছে আমার।'

পলকের জন্য চিন্তা করল রানা, ওসব ফাইলে কি সত্যিই... পাকিস্তান সরকারের খুনি-চক্র আইএসআই-এর উপাত্ত হতে পারে? নিশ্চয়ই ইউনিয়নকে বাড়িয়ে জানিয়েছে।

বলে চলেছে মার্ডক, 'সত্যি, প্রশংসনীয়। তুমি কি জানো আমি কতজনকে নিয়েছি? আন্দাজ করতে পারো?'

'না।' লোকটার নাকে ঘুসি মারতে ইচ্ছে হলো রানার।

'তুমিই বলো ওকে, ডার্লিং,' পাশ ফিরল মার্ডক।

তার স্ত্রী নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। 'দু শ' ছিয়ানব্বুই,' কোমল, নিচু স্বরে বলল জুলি ম্যাসন।

'দু শ' ছিয়ানব্বুই,' স্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলল মার্ডক। 'তবে একটু আগে যাকে খুন করতে বলেছি, তার কথা বাদ

দিয়েই। ওটা ধরা উচিত হবে না। কী বলো? ...আর তুমি, মাসুদ রানা, তুমি হবে আমার দু শ' সাতানব্বুই।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'ঠিক রাত বারোটার পর এ জগৎ ছেড়ে বিদায় নেবে তুমি। এ সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার আগেই আমি তিন শ'র ঘরে পৌঁছে যাব। আর আমার তিন শ' তম হবেন অত্যন্ত বিশিষ্ট এক মহিলা। এদেশের বহু দৈনিক পত্রিকা তাকে নিয়ে খুব লিখছে, মৃত্যুর পর আরও লিখবে।

'তবে আগের কাজ আগে। আমি চাই আমাকে তুমি নিজের সমস্ত রহস্য জানাবে, তারপর বিদায় নেবে।'

'তোমাকে জানানোর কিছু নেই আমার,' বলল রানা, রাগ চেপে রাখল, 'কাজেই যা করার করতে পারো।'

'এত তাড়াহুড়ো কীসের, মাসুদ রানা? তোমাকে আমি হাতে পাওয়ার জন্য অনেক ঝামেলা সহ্য করেছি, এখানে আনতে প্রচুর টাকাও গেছে। বুঝতেই পারছ, ইচ্ছে করলে অনেক আগে মিস্টার বার্নহার্ট তোমাকে টিপে মারতে পারত।'

'আমি শুধু এটুকু বলব, পুরুষের কাজ নারীকে দিয়ো না কখনও,' বলল রানা। বুঝতে পারছে ওর কাছে অস্ত্র নেই, তা বোধহয় ঠিক নয়। ঘড়ঘড় করে গর্জে উঠল মিস্টার বার্নহার্ট, ধাক্কা দিয়ে চেয়ার ফেলে তেড়ে এল। কিন্তু মার্ডক তার বামহাত তুলেছে। থমকে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল বার্নহার্ট, তারপর পোষা কুকুরের মত ফিরে গেল, বসে পড়ল চেয়ারে।

'ও, বুঝতে পারছি তুমি মিস্টার বার্নহার্টের রহস্য জেনে গেছ,' বিস্ময়ের ছাপ পড়ল মার্ডকের চেহারায়। 'কিন্তু মিস্টার রানা, ও সাধারণ কোনও মহিলা নয়। আসলে মহিলাই নয়।'

'এটা বুঝতে পারছি, ও ভদ্রমহিলা নয়,' বলল রানা।

মিস্টার বার্নহার্টের গলা থেকে নিচু গর্জন বেরল।

মৃদু আপত্তির সুরে বলল মার্ডক, 'না, না, না। তুমি বোধহয় জানো খুব কম সংখ্যক শিশুই এভাবে জন্ম নেয়, যাদের...

অস্বাভাবিক যৌনাঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সাধারণত ডাক্তাররা এসব শিশুদের ছেলে বা মেয়েতে রূপান্তর করে—বেশিরভাগ হয় মেয়ে। ডাক্তারদের কাছে সেটা সোজা। কিন্তু মিস্টার বার্নহার্টের ক্ষেত্রে ডাক্তাররা কিছুই করেনি। শিশুর অঙ্গে নারী হওয়ার সমস্ত চিহ্ন ছিল। কিন্তু বাস্তবে ওর ভিতর ছিল দু'জাতের সবকিছু। ওর ওভারির মধ্যে ছিল টেক্স্টিক্ল্। কাজেই মেয়েটি বড় হয়ে উঠল পুরুষদের হরমোন নিয়ে। ডাক্তাররা যখন বুঝতে পারল অস্বাভাবিকতা কোথায়, ততদিনে মিস্টার বার্নহার্টের আধা তৈরি স্ত্রী অঙ্গের ভিতর দেখা দিয়েছে অসম্পূর্ণ পুরুষাঙ্গ।'

রানা খেয়াল করল, ভয়ানক এই খুনির কথা শুনে মিস্টার বার্নহার্টের মাথা ঝুলে পড়েছে। সুযোগটা নিল ও, 'তা হলে নিজে নিজের অমুক মারো বলে যে কথাটা আছে, ওর বেলায় সেটা আর কষ্ট করে বলতে হবে না।'

কথাটা শুনে চট্ করে উঠে দাঁড়াল বার্নহার্ট। এবার আর তাকে ঠেকাল না মার্ডক। এগিয়ে এসে ডানহাতে রানার গালে প্রচণ্ড চড় বসাল বার্নহার্ট। যতটা লাগবে ভেবেছিল, তার চেয়ে বেশি লাগল রানার।

'তোমার উল্টোপাল্টা আচরণ দেখে আমি অবাক হচ্ছি, মিস্টার রানা,' আপত্তির সুরে বলল মার্ডক। 'আমি তোমার সঙ্গে আমার জ্ঞান শেয়ার করতে চাইছি, আর তুমি নোংরা বিষয় নিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ। আমার ধারণা ছিল তুমি আমার মতই হত্যা ও মৃত্যু সম্পর্কে বহুকিছু জানো। ভেবেছি তুমি কৌতূহলী হবে; কীভাবে, কতভাবে খুন করা যায়, সেটা নিয়ে আলাপ করবে। কিন্তু এখন দেখছি তুমি চাও শুধু মিস্টার বার্নহার্টকে অপমান করতে।'

'তা নয়,' বলল রানা। প্রচণ্ড চড় খেয়ে ওর ঠোঁটের ভিতর ফুলে গেছে, রক্ত বেরিয়ে এসেছে। 'আরেকটা ব্যাপার তোমাকে বলব, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট, তুমি শালার পো শালা আসলে

একটা সাইকোপ্যাথ।'

মজা পেয়ে হেসে ফেলল মার্ডক, এগিয়ে এল। রুমাল বের করে রানার থুতনির রক্ত মুছে দিল। 'এ অভিযোগ আমার স্বীকার করতেই হবে। তবে তোমারও স্বীকার করতে হবে, খুন করতে তোমার মজা লাগে। মিথ্যে বলে লাভ নেই, তুমি নিশ্চয়ই আনন্দ পাও ঠিক কপালের মাঝখানে গুলি করতে পারলে, বা চোখের মণিতে গুলি বেঁধাতে পারলে। শিকারের শরীর যখন শিথিল হয়ে আসছে, তখন মজা পাও না? যখন তার প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছে? ...ঠিক আমার মত তখন তুমিও আনন্দ পেয়েছ। তোমার চোখে প্রতিহিংসা দেখছি আমি, মাসুদ রানা। তুমি ঠিক আমারই মত শিকারি, খুনি। তোমার জন্ম হয়েছে হত্যাকারী হওয়ার জন্য। তুমি যদি হত্যা না করতে পারতে, নিজেকে ধ্বংস করতে। তুমি মানুষ খুন না করলে এত ওপরে উঠতে পারতে না।'

মার্ডক 'তুমি' 'খুন' কথা দুটো জোর দিয়ে বলেছে।

লোকটা মানুষ খুনের ব্যাপারে যা বলল তা কি ওর বেলায় সত্যি? যখন ও... নিজেকে আর ভাবতে দিল না রানা। এই পিশাচটার কথা কি সত্যি হতে পারে? এ নিয়ে ভাবতে হবে পরে। এখন এর সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে রাজি নয় ও। 'তোমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি আমি...' একটু থামল রানা, তারপর বলল, 'আমি কিন্তু তোমার নাম জানি না।'

'আমি তোমাকে বলিনি,' বলল মার্ডক। 'বলবও না। ধরো, অচেনা এক লোক তোমাকে খুনের স্বীকারোক্তি দিয়েছে, কিন্তু বিবৃতির শেষে সই করেনি!'

ষোলো

মাথার উপর পুরু কাঁচের দেয়াল, সেটা ভেদ করে আসছে অযুত-নিযুত নক্ষত্রের ম্লান আলো। বালির ঢিবির ওদিকে কোমরে তলোয়ার নিয়ে তৈরি কালপুরুষ। ওটার দিকে তাকাল রানা। ও নিশ্চিত হয়েছে, এ জায়গা আমেরিকার পুব উপকূল। আন্দাজ রাত সাড়ে দশটা হবে। তার মানে হাতে বড়জোর এক-দেড় ঘণ্টা আছে, তারপর উন্মাদ লোকটা ওকে খুন করবে। এ ঘরে কোনও ঘড়ি থাকলে সময় দেখা যেত। পিশাচটা আসবে কখন?

লোকটা ওর কাছে বারবার খুন-বিষয়ক অভিজ্ঞতা শুনতে চেয়েছে, তারপর যখন বুঝেছে কিছুই বলবে না ও, ভীষণ রেগে গেছে। তার চোখে ধিকিধিকি আগুন দেখেছে রানা। বদমাশটা একাকী কথা বলে বিরক্ত হয়ে সস্ত্রীক বিদায় হয়েছে। তখন রানা লক্ষ করেছে, তার কোমরে ভয়ানক কোনও জখম আছে। এরপর মিস্টার বার্নহার্টও ওকে একা ফেলে চলে গেছে। যাওয়ার আগে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। দড়ির বাঁধন খুলতে চেষ্টা করেছে রানা। কোনও লাভ হয়নি। পনেরো মিনিট পরিশ্রম শেষে হার মেনে নিয়েছে। বাঁধন অতিরিক্ত শক্ত, তা ছাড়া বেঁধেছে মুন্সিয়ানার সঙ্গে।

চুপচাপ বসে আছে রানা। একের পর এক পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছে। একটু পর পর চিন্তা করে দেখছে ওর হাতে কী ধরনের তথ্য আছে, সেগুলো কী ভাবে ব্যবহার করা যায়।

কয়েকবার আফসোস করেছে, হোটেল কামরা ছেড়ে আসবার আগে জুতোজোড়া পরে নিলে এই বিপত্তি হয় না! ওগুলোর সোলে বিসিআই-এর টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্টরা ছুরি, কাঁচি, স্ক্রু-ড্রাইভার, লকপিক ইত্যাদি রেখেছে। কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ কী? বিড়বিড় করেছে, 'প্রেসিডেন্ট বুশের কপালে জুতো ছিল, আহা, তোর কপালে তা-ও নেই। তোরটা যদি কেউ ছুঁড়ে মারত এখন!'

মন অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েছে, নতুন করে ভেবেছে এই পরিস্থিতি কী ভাবে সামাল দেওয়া যায়।

না, পরিস্থিতি আসলেই ভয়ানক খারাপ। লোকটা এরপর কী করে, সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওর এখন কিছু করার নেই।

ঠিক এক ঘণ্টা পর প্রতিপক্ষ তার চাল দিল।

রূপসী স্ত্রী ও মিস্টার বার্নহার্টকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মার্ডক। বাড়তি কথা বলল না সে, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'ওর চোখ বেঁধে ফেলো, তারপর গাড়িতে নিয়ে তোলো।'

নির্দেশ পালন করল মিস্টার বার্নহার্ট। পুরু একটা কালো কাপড় এনে রানার মাথা ঢেকে দিল।

রানা টের পেল, ওর দু'পা খুলে দেয়া হয়েছে। মিস্টার বার্নহার্ট ঘাড় ধরে ওকে দাঁড় করাল, পিঠে ধাক্কা দিল। হাঁটতে হবে।

পা বাড়াল রানা, বুঝল বাড়ির ভিতর দিয়ে নিয়ে চলেছে। দু'মিনিট পর পিছনে একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাতাস উষ্ণ লাগল। আন্দাজ করল, ওকে কোনও গ্যারাজে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা ইঞ্জিন মৃদু আওয়াজ করছে। বন্ধ জায়গা। অকটেন ও মোবিলের গন্ধ এলো নাকে।

আসবার পথে কান পেতেছে রানা। না, লায়লার সাড়াশব্দ মেলেনি।

প্রকাণ্ড একটা হাত খপ করে ঘাড় ধরতেই রানা বুঝল, ওটা

মিস্টার বার্নহার্ট। ওকে কুঁজো করে পাশ থেকে ধাক্কা দিল। মাথার তালুতে খটাস্ করে কী যেন লাগল। গাড়ির দরজার ফ্রেম।

'উপ্স্,' খিলখিল করে হাসল বার্নহার্ট। রানাকে আরেক ধাক্কা মেরে গাড়ির পিছনে তুলে দিল। পশ্চাদ্দেশে হাঁটুর ঠেলা। রানাকে ফেলা হলো সিটের সামনের মেঝেতে। গাড়ির দরজা ধপ্ করে বন্ধ হলো। একটা স্লাইডিং দরজা ঘড়ঘড় করে খুলে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর গাড়ির তিনটে দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো। তার মানে, এ দলের তিনজনই চলেছে।

কোথায়?

ওর পিঠে ধাবড়া পা রেখেছে মিস্টার বার্নহার্ট। কোমরে হালকা গুঁতো দিল, আহ্লাদ করে বলল, 'অ্যাই, একটু সরে শোও না।'

'কোথায় নিয়ে চলেছ?' জানতে চাইল রানা। যতটা পারা যায় সরে গেল। 'লায়লা কোথায়?'

'ওসব নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না,' জবাব দিল বার্নহার্ট। 'চুপ করে থাকো, একটু পরে সব নিজ চোখে দেখবে।'

অন্য আরোহী দু'জন কিল-মাস্টার আর তার স্ত্রী। কেউ কথা বলছে না। গাড়ি কটেজের ড্রাইভ পার হয়ে রাস্তায় নামল। কাত হয়ে পড়ে আছে রানা। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মানসিক প্রস্তুতি নিল, এরপর খারাপ কিছু ঘটবে। যা-ই ঘটুক, তৈরি থাকতে হবে।

কিছুক্ষণ চলার পর গাড়ি থেমে গেল। দরজা খুলে যেতেই সাগরের গর্জন শুনতে পেল রানা।

রক্তচক্ষু আততায়ী ধমকের সুরে হুকুম দিল, 'ওকে বের করে সৈকতে নিয়ে চলো।'

বোধহয় মিস্টার বার্নহার্টকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঠিক তা-ই, গণ্ডারটা নেমে পড়েছে। দু'হাতে ওকে তুলে আটা ভরা বস্তার মত কাঁধে তুলে নিল। এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর বোর্ডওয়াক

পার হলো, তারপর ধড়াস্ করে ফেলল ওকে।

নীরবে পতনের ব্যথা সহ্য করল রানা, আস্তে করে উঠে বসল। পায়ে বালির স্পর্শ পেল। ভেজা, নরম, একটু ডেবে গেছে।

'ওর চোখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দাও, মিস্টার বার্নহার্ট,' বলল খুনি।

কয়েক সেকেণ্ড পর কাপড়টা সরে গেল, চারপাশ দেখল রানা।

জায়গাটা কোথায়?

কোনও দিক নির্দেশনা থাকলে পরে কাজে লাগবে। তেমন কিছু নেই। ও আছে একটা বালুর চরে। সামনে কিল-মাস্টার, তার স্ত্রী, আর ওই গণ্ডার ছাড়া কেউ নেই।

সাগর-সৈকত উত্তরদিক থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। অনেকটা দূরে বালির ঢিবির ওপাশে বেশকিছু আলো জ্বলছে। সম্ভবত ওদিকে ছোট কয়েকটা হোটেল রয়েছে। বোর্ডওয়াকের সিঁড়ি দেখতে পেল রানা, ওকে ওটা পার করিয়ে আনা হয়েছে। বোর্ডওয়াকের কাছে ছোট্ট একটা দালানও আছে। ওটা বোধহয় শরণার্থী আশ্রয়-কেন্দ্র।

চারপাশ আরও ভাল করে দেখবার আগেই আততায়ী নির্দেশ দিল, 'মিস্টার বার্নহার্ট, ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলো।'

কাঁধ ধরে রানাকে তুলে দিল বার্নহার্ট। 'এগোও,' খসখসে স্বরে বলল। উত্তর বা দক্ষিণে যেতে হবে না, সোজা সাগরের দিকে হাতের ইশারা করল।

ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। কয়েক মিনিট পর টের পেল, সৈকত এদিকে আরও বহু দূর পর্যন্ত গেছে। অথচ ওর ডানে-বামে খানিকটা দূরেই সাগর। ওরা আছে একটা স্যাণ্ড বার-এ। ওকে কোথায় নিয়ে চলেছে? মিস্টার বার্নহার্ট পিঠে ঠেলা দিল, আরও দ্রুত হাঁটতে বলছে।

নির্দেশ পালন করল রানা, ঠিক করেছে, এখন ঘাড়-ত্যাড়ামি করবে না।

বালির বাঁধের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে চারজন।

অন্তত পনেরো মিনিট ধরে হাঁটল সবাই। এর মাঝে রানা কয়েকবার পিছনদিক দেখেছে। ওরা অনেক আগেই মূল সৈকত ফেলে এসেছে। স্ত্রীকে নিয়ে পিছনে আসছে মৃত্যু-দূত। ওর হাঁটার ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল লোকটা ভাল রকমের জখমী। হাঁটবার গতি বেড়ে গেল রানার। ঠিক করেছে লোকটাকে যতটা পারা যায় কষ্ট দেবে।

আরও কয়েক মিনিট পর সামনে সাগর দেখা গেল। এগিয়ে যেতে ইশারা করল বার্নহার্ট, নিজে পিছিয়ে গেল। তার পিছনে হাঁটছে স্ত্রীসহ আততায়ী। চারজন অগভীর পানি মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। পিছন দিকে আরও একবার তাকাল রানা, বামদিকে বহুদূরে একটা লাইটহাউজ দেখল। গোড়ালি ডুবে গেল ওর, পানি স্যাণ্ডবারের দু'পাশ থেকে আসছে। বিশ্বাস হতে চায় না ওরা সৈকতটা কত পিছনে ফেলে এসেছে। এরইমধ্যে অন্তত এক কিলোমিটার পেরিয়ে এসেছে দলটা।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল মার্ডক, 'আমি ছয়শোর বেশি নিতে পারতাম।' তার বক্তব্য হারিয়ে গেল ঢেউয়ের আওয়াজে। 'পারিনি শুধু এই হারামজাদা ভাঙা হিপের জন্য।'

লোকটা বদ্ধ উন্মাদ, ভাবল রানা। কিন্তু দেখলে মনে হয় সত্যি প্রতিভাবান। সন্দেহ নেই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোক।

'একবার ভেবে দেখো আমার যদি ওরকম লাইসেন্স থাকত! আমি এক হাজার মারতে পারতাম। আমার জন্য সব পানি হয়ে যেত। ধরা পড়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকত না।'

রানা সিদ্ধান্ত নিল লোকটার বকবক থামিয়ে দেবে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আরেকবার বলো তো কেন তুমি গুলি করে মারলে না আমাকে। ওটা শুনলে তোমার ফালতু প্যাচাল শুনতে হবে না।'

'ফালতু প্যাচাল? তোমার তা-ই মনে হচ্ছে? আমি কিন্তু সত্যি বিভিন্ন ভাবে মানুষ খুন করতে চাই। আমি চাই...''

'তুমি চাও মানুষকে বিরক্ত করে মারতে,' বলল রানা। 'মহা বিরক্তি তৈরি করো তুমি।'

'মাসুদ রানা, স্বীকার করছি তোমাকে দ্রুত কোনও পন্থায় শেষ করতে পারতাম। কিন্তু তা করব না আমি। জেনে রাখো, নিজেই তুমি একটা বিরক্তিকর লোক।'

'বিরক্তিকর হলেও তো লোক, তোমার মত কাপুরুষ নই।'

রেগে গেছে লোকটা, পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার বার্নহার্ট, আর কতদূর?' রাগে গলা কাঁপছে তার।

'আর পঞ্চাশ গজ, বস্,' জ্বলজ্বলে একটা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে বার্নহার্ট।

চোখের কোণে ওটা দেখে আন্দাজ করল রানা, ওটা পিডিএ, বা জিপিএস ট্র্যাকার। সিদ্ধান্ত নিল, আর এদের টিটকারি দেবে না। বেশি রাগলে এখানেই খুন করবে, কোনও সুযোগ পাবে না ও।

কিছুক্ষণ পর পথ ফুরিয়ে এল। আটলাণ্টিকের গভীরতা দ্রুত বাড়ছে। দলটা পুবদিকে এগিয়ে চলেছে।

'বিজ্ঞানীরা বলে এদিকে কণ্টিনেণ্টাল শেলফ এক শ' মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, মাসুদ রানা। আমরা কিন্তু অতটা দূরে যাব না। এমনভাবে রেখে যাব, যাতে খুন হয়ে যাও তুমি। সাগরের এদিকে দ্রুত জোয়ার আসে। এই স্যাণ্ডবারে ভুল সময়ে এসে মারা গেছে বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্ট। যখন দেখা যাবে তোমার লাশ ফিশিং নেটে আটকে আছে, খুন ভাববে না কেউ। কারও মনে কোনও সন্দেহ জাগবে না। কেউ এদিকে আসতে আসতে কয়েকদিন পার হয়ে যাবে। ততদিনে তুমি পচে ফুলে উঠেছ।'

'ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি, বস্,' জানিয়ে দিল মিস্টার বার্নহার্ট।

'গুড, গুড। জালটা খুঁজে বের করো।'

বিশালদেহী বার্নহার্ট অন্ধকার সাগরে ডুব দিল। ভাবল রানা, ষাঁড়টা তো এখন উপরে নেই, এ সুযোগে পালাবে। আধা খোঁড়া লোকটা ওকে ধরতে পারবে না। ইবলিশটার বউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে না ও, কিন্তু বাস্তব কথা, মেয়েটা ওকে ঠেকাবে কী দিয়ে? হাত বাঁধা থাকলেও এক দৌড়ে উধাও হবে ও। তৈরি হয়ে গেল রানা। কিন্তু ঠিক তখনই মাথা তুলল বার্নহার্ট, দু'হাতে ধরে রেখেছে জালের এক অংশ।

খানিক উপরে উঠে এল দানব, রানাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বন্দির পিছনে বাঁধা দু'হাতে ফিশিং নেট জড়িয়ে দিল। নানারকম প্যাঁচ নিয়ে ব্যস্ত।

মার্ডক শিমার ম্যাসন বলে উঠল, 'মাসুদ রানা, সত্যি খুব লজ্জার কথা যে তুমি বললে না কীভাবে খুনগুলো করতে। তুমি গোঁ ধরলে, অথচ আমরা এ নিয়ে অন্তত একটি ঘণ্টা চমৎকার সময় কাটাতে পারতাম। আমার তো ধারণা তুমি ঠিক আমারই মত অতি সহজে খুন করো। আফসোস, তুমি মুখ খুললে না।'

'কী জানতে চাও তুমি?' বলল রানা। ওর কণ্ঠে তীব্র টিটকারি ঝরল, 'আমার হাতে খানিকটা সময় আছে। চলো, তীরে ফিরে যাই, তারপর পিচ্চি ছেলে-মেয়েদের কীভাবে খুন করা যায় তাই নিয়ে গল্পগুজব করা যাবে।'

মিস্টার বার্নহার্ট মোটা ফিশিং নেট ওর দেহে পেঁচিয়ে দিল।

'বড় দেরি হয়ে গেছে, মাসুদ রানা। এবার যে-কোনও সময় জোয়ার শুরু হবে। আমাদের ফিরতি পথ ধরতে হবে। তবে তুমি কিন্তু এখানে থাকবে। জোয়ার কেমন হয়, সেটা দেখবে। ভয়ানক কষ্ট পাবে, আস্তে আস্তে পানি ওপরে উঠবে, ঢেউগুলো বড় হবে, ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে তুমি। তোমার মরণটা হবে অসাধারণ! আমাদের কপাল মন্দ, দিনের বেলা এখানে এসে তোমাকে দেখে যেতে পারব না। সৈকতে প্রচুর লোক থাকে।

আমাদের আসা উচিত হবে না।'

রানাকে চারপাশ থেকে পেঁচিয়ে ফেলেছে মিস্টার বার্নহার্ট। জাল দিয়ে রানার মাথা ভালমত মুড়িয়ে দিল মার্ডক।

লাশটা যে প্রথম দেখবে, সে বুঝবে কেন মানুষটা নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। বেচারা প্রথমে মরণ-জালে আটকা পড়ে, তারপর দড়ি-দড়াগুলোর দু'হাতে জড়িয়ে যায়। ফলাফল—করুণ মৃত্যু!

লাশের ডেন্টাল রেকর্ড না দেখা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বুঝবে না মাসুদ রানা মারা গেছে। বিসিআই-এর সবাই খবরটা পাবে কয়েকদিন পর। ওরা দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে চেষ্টা করবে। খোঁজ নিতে কয়েকজনকে নিয়ে চলে আসবে সোহেল, ওরা জানবে রানা ছিল সেইন্ট লুই-এ। ততদিনে ইন্টারনেট থেকে দ্য স্পাইরাল রিং প্রোগ্রামটা উধাও হয়েছে। কোনও সূত্র পাবে না ওরা। চলে আসবে এখানে। তাতেও কোনও লাভ হবে না। একসময় বাধ্য হয়ে দেশে ফিরতে হবে ওদেরকে।

ট্যাঙ্কার ট্রাকের ভিতর লবণাক্ত পানি কেন ছিল সেটা এখন বুঝতে পারছে রানা। লাশ পরীক্ষা করে ডাক্তার ধারণা করবে অনেক আগেই মারা গেছে ও। পিশাচটা আগেই সব ঠিক করে রেখেছে, ভাবল রানা। ও ধরা পড়া মাত্রই নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

'মাসুদ রানা, ভুলে যেয়ো না, মিস লায়লা এখনও আমাদের হাতে রয়ে গেল। যদি দেখি অভাবিত কোনও কৌশলে তুমি পালিয়ে গেছ, খুব কষ্ট পেয়ে মারা যাবে মেয়েটা। আগামীকাল রাতে ভাটার সময় আবারও এখানে আসবে মিস্টার বার্নহার্ট, তোমার লাশটা দেখে নিশ্চিত হয়ে খবর দেবে আমাকে। আর যদি তার আগেই কোনও দুর্ভাগা ট্যুরিস্ট তোমাকে আবিষ্কার করে ফেলে, খবরটা পেয়েই যাব।'

তিক্ত স্বরে জানতে চাইল রানা, 'আমি মারা গেলে লায়লার

ভাগ্যে কী ঘটবে?'

'তবু ওকে মরতে হবে,' বলল ম্যার্ডক। 'তবে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত মরলে ওকে কম কষ্ট দিয়ে বিদায় দেয়া হবে।' মিস্টার বার্নহার্টের দিকে ফিরল সে। 'চলো, এবার ফেরা যাক। নিজের পাতা ফাঁদে নিজে মরলে লজ্জার ব্যাপার হবে।'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, কিন্তু তার স্ত্রী তাকে থামাল। ফিসফিস করে কী যেন জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই, ডার্লিং,' বলল মার্ডক। 'অবশ্যই করবে।'

সামনে এসে থমকে দাঁড়াল নিশ্চুপ রূপসী, বন্দির চোখে গভীর দৃষ্টি ফেলল। রানার মাথা দু'হাতে ধরে নামিয়ে নিল সে, ঠোঁটে চুমু দিল। পেশিবহুল বুকে জালের উপর দিয়ে দু'হাত বোলাল, তারপর হাত তার নীচের দিকে রওনা হলো। পানির নীচে রানার গোপনাঙ্গ খুঁজে নিল সে। হাতদুটো ওখানে কিলবিল করছে, তবে ব্যথা দিল না। এ কী ধরনের বিকৃত রুচি বুঝে পেল না রানা।

মিশে গেল মহিলা রানার দেহের সঙ্গে, দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল—ওকে নরম বুকে পিষছে। পনেরো সেকেণ্ড পর হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিয়ে গেল। আর একবারও তাকাল না, ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলো। ভাব দেখে মনে হলো কোনও স্কুল ছাত্রী লজ্জা পেয়েছে।

মিস্টার বার্নহার্ট তার পিছু নিল। সবার শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল মার্ডক। চাপা স্বরে বলল, 'মাসুদ রানা, দোজখের প্রহরীকে জানিয়ে দিয়ো, আমার আসতে আর একটু দেরি হবে। জানি, ওখানে আলাদা আসন সংরক্ষণ করা হবে আমার জন্য। তবে বলে দিয়ো খুব একটা তাড়াও নেই আমার।'

তিন খুনি রওনা হয়ে যাওয়ায় নীরবতা নামল। থাকল শুধু সাগরের গর্জন ও হু-হু বাতাসের কান্না। পিশাচগুলো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে চলেছে, ভাবল রানা। উঁচু জমিতে উঠে

গেছে, নয়তো জোয়ারের পানি বাড়ছে। হাতের বাঁধন নিয়ে কাজ শুরু করল ও, কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল দড়িগুলো পানিতে ভিজে আরও এঁটে বসেছে।

সাগরের বালির উপর কী যেন খুঁজল ওর দু'পা। ওখানে কোনও গোঁজ, বা ওধরনের কিছু থাকবে। সেটা নিশ্চয়ই জালটা আটকে রেখেছে। ঢেউয়ের দোলুনিতে নিয়মিত দুলছে রানা। জোয়ার সত্যিই শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ সামনের দিকে গোঁজ খুঁজল রানা। এক জায়গায় বালির নীচে ঢুকে গেছে জাল। এক পা দিয়ে ওখানে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল, আরেক পায়ে জালের উপর ভর দিল। একইসঙ্গে জাল সরিয়ে রাখছে। কয়েকমুহূর্ত পর বুঝল, এতে কোনও লাভ হবে না। খুঁড়তে না খুঁড়তে চারপাশ থেকে আরও বালি এসে গর্ত ভরে তুলছে। অন্য কোনও কৌশল খুঁজতে হবে।

অন্ধকারে জালের ভিতর ফুটো খুঁজতে শুরু করল রানা। দূর থেকে একটু পর পর লাইটহাউজের আলো আসছে। সেই আভা কাজে লাগাল, চোখ বোলাল নোংরা জালে।

যেভাবে জাল ওকে মুড়িয়ে রেখেছে, তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে টেনে খোলা যাবে।

কিছুক্ষণ নিজেকে নানাভাবে ছাড়ানোর চেষ্টা করল রানা, খানিকটা ঢিলাও হলো। কিন্তু শরীর থেকে জাল ছাড়াতে পারল না। তবে বাঁধা হাতদুটো জালের একটা ফোকরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল।

মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। জোয়ারের পানি অতিদ্রুত বাড়ছে।

পা সাগরের মেঝেতে আটকে আছে, এদিকে ঢেউগুলো বুক ছাড়িয়ে এসে থুতনি ছুঁয়ে দিল। হাতের বাঁধন দ্রুত খুলতে চাইল রানা। লাভ হলো না। বড় করে দম নিল, ডুব দিয়ে পৌঁছে গেল বালির মেঝেতে। দু'হাত পিছমোড়া হয়ে আছে এখনও। গর্তের

সামনে উবু হয়ে বসে পড়ল রানা। দু'হাতে জালের গোড়ার কাছে খুঁড়তে শুরু করল।

হাত যখন আর নড়তে চাইল না, দম নেয়ার জন্য আবারও ভেসে উঠল। কয়েকবার শ্বাস নিয়ে ডুব দিল। একেকবারে এক মিনিটের বেশি দম রাখতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর মনে হলো লাভ হবে না কোনও। তবে পা এখন আগের চেয়ে খানিকটা নাড়তে পারছে।

যা করবার এখনই সময়, এরপর আর সুযোগ মিলবে না।

আরেকবার ভেসে উঠল রানা, বুক ভরে শ্বাস নিল, তারপর আবার ডুব দিল। সাগরের বুকে বসল, দু'হাতে বালি সরাতে লাগল।

একমিনিট পরপর শ্বাস নিতে উঠছে, প্রতিবার কাজটা দ্বিগুণ কঠিন হয়ে আসছে। জোয়ার সাগরকে ফুলিয়ে তুলেছে। কয়েক মিনিট পর দম নেয়া কষ্টকর হয়ে গেল—উঁচু ঢেউ পেরিয়ে গেলে নিচু ঢেউয়ের ফাঁকে শ্বাস নিল।

আরেকবার ডুব দেয়ার পর আবারও গর্তের সামনে বসল রানা। হাতে কী যেন ঠেকল। জিনিসটা বালির গভীরে গেঁথে আছে। খুব শক্ত কিছু। দু'হাতে ধরে টানল রানা। এদিকে শ্বাস ফুরিয়ে আসছে। জেদ করে নীচে রয়ে গেল ও। ভেসে উঠলে ফিরে এসে ওটা পাওয়া যাবে না, বালু ওটাকে ঢেকে দেবে। জিনিসটা এখন হারানো চলবে না।

দু'হাতে জিনিসটা প্রাণপণে টানল রানা। হঠাৎ বালির ভিতর থেকে উঠে এল ওটা! ওটা দু'হাতে ধরে ভেসে উঠল রানা, আর তখনই পড়ে গেল অগ্রসরমান ঢেউয়ের সামনে। মুখোমুখি ধাক্কা খেল ও। সামলে নেবার আগেই গিলে ফেলল এক ঢোক পানি। লবণাক্ত পানি শ্বাস নালী বেয়ে নেমে গেল, কেশে উঠল বেদম। কয়েক সেকেণ্ড পর খানিকটা বাতাস পেল ফুসফুস। সঙ্গে সঙ্গে পরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল।

ঢেউ চলে যেতেই বড় করে শ্বাস নিল রানা, তাজা বাতাস ফুসফুসে ভরে নিল। জানে না দু'হাতে কী ধরেছে। হাত বুলিয়ে দেখল।

বড়সড় একটা ক্ল্যামশেল।

দু'হাতে আরও জোরে ক্ল্যামশেলটা ধরল রানা, ডুব দিয়ে বালির মেঝেতে নামল। একটু আগে ওখানেই ছিল। ঝিনুক দিয়ে বালি খুঁড়তে শুরু করল। নীচে লুকিয়ে থাকা জালটা খুঁড়ে বের করতে হবে। নীচে কোনও গোঁজ থাকবে। ওটা উপড়ে দিলে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে। বারবার মনে হচ্ছে ভেজা বালি এসে পড়ছে, বুজিয়ে দিচ্ছে গর্ত।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঝিনুকের সঙ্গে কী যেন বাড়ি খেল। পানির নীচে চাপা 'ঢুব' আওয়াজ হলো। ঝিনুকটা বামহাতে ধরল রানা, ডানহাত ঢুকিয়ে দিল বালির গর্তে। ভিতরে কাদা ঘুরছে। নতুন জিনিসটা দেখতে চাইল, একহাতে ওটা ধরল। মসৃণ, সম্ভবত ধাতব কিছু। এবার বুঝতে পারল, ওটা সত্যিই জালের গোঁজ। সাগরের বালির নীচে অনেকখানি গেঁথে আছে। পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেল রানার, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল—এখন প্রথম কাজ বড় একটা দম নিয়ে ফিরে আসা।

দু'পায়ে লাথি দিয়ে উপরে উঠে এল ও, জালে জোর টান দিল। মাথা পানি ছেড়ে উপরে উঠে গেল। সামনে ঢেউ নেই। বড় করে দম নিল। আবার ডুব দিল কালো সাগরে। প্রতিমুহূর্তে গর্তে এসে বালি জমছে! ক্ল্যামশেল দিয়ে আবারও খুঁড়তে শুরু করল রানা। দু'সেকেণ্ড পর গোঁজটা খুঁজে পেল, দু'হাতে ঝিনুক শক্ত করে ধরল। শরীর উপরে তুলল, এক পায়ে জাল জড়িয়ে নিল, তারপর গোঁজের পাশে ঝিনুক নামিয়ে আনল।

পানির নীচে আবারও 'ঢুব' করে আওয়াজ হলো। ঝিনুকটা জোর বাড়ি খেয়ে ভেঙে গেছে! অর্ধেক টুকরো ডানহাতে রইল। ভাঙা অংশটা এক আঙুলে পরখ করল রানা। যা আছে তা দিয়ে

বোধহয় কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে। শ্বাস নিতে আবারও ভেসে উঠল। ঢেউয়ের ফাঁকে কয়েকবার দম নিল, তারপর ঝিনুক নিয়ে সাগর-তলে নেমে গেল।

গোঁজটা তুলতে প্রায় এক মিনিট লাগল। ওটার নীচে আটকে আছে জাল। দম নিতে আবার উঠল রানা, ঢেউয়ের উপর ভাসল—এবার নিশ্চিন্তে শ্বাস নিতে পারল। দু'কব্জির বাঁধন কাটতে চেষ্টা করল। ধারাল ঝিনুক দড়ি কেটে দিচ্ছে। পোঁচের পর পোঁচ দিয়ে চলল। বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে লায়লাকে!

পাঁচ মিনিট পর হাতদুটো মুক্ত হয়ে গেল ওর। আরও দু'বার সাগরে ডুব দিল, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল।

এবার দ্বিতীয় সমস্যার দিকে মন দিল রানা। ও আছে তীর থেকে অনেক দূরে। ওই খুনি-দলের অন্তত একজন চোখ রাখবে এদিকে। ও ডুবে মরেছে, সেটা নিশ্চিত হতে হবে ওদের। যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার কাছে কোনও না কোনও নাইট ভিশন থাকবে। যদি দেখে ও মুক্ত হয়ে গেছে, বসের কাছে ফোন দেবে—তার মানে, সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে লায়লা।

সরাসরি তীরের দিকে সাঁতার কাটা চলবে না। অন্য কোনও পথে তীরে পৌঁছুতে হবে। বেশিরভাগ জায়গা পেরোতে হবে পানির তলা দিয়ে, নইলে লোকটার চোখে ধরা পড়ে যাবে।

উত্তর দিকের ওই লাইটহাউজটাই প্রথম পছন্দ রানার। ওখান থেকে আলো ঝলসে উঠছে। চারপাশ দেখে নিল ও, তারপর ডুব-সাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল। একমিনিট পর ঢেউয়ের আড়ালে মাথা তুলল, বাতিঘরের আলো দেখে নিল। দিক ঠিক করে নিয়ে আবার ডুব দিল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে রানা, তারপর যখন বুঝতে পারল অনেকটা উত্তরদিকে সরে গেছে, তখন তীরের দিকে রওনা হলো। কোনাকুনি ভাবে বাতিঘর ও তীরের দিকে চলেছে।

এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে ক্লান্তির চরমে—নড়তে চাইছে না

হাত-পা। তীরে ওঠা কঠিন হবে। জেদ চাপল রানার মনে, পারতে হবে ওকে। পারতেই হবে! এক-দেড় মাইল সাঁতরে যাওয়া এত কঠিন হবে?

মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে দিল রানা, হাত-পা যন্ত্রের মত চলছে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্তির ভাব দূর হয়ে গেল। কালো সাগরে মাছের মত এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীতে আছে শুধু ও, আর একাকী সাগর। কোথাও কেউ নেই। টর্পেডোর মত পানি কেটে সামনে বাড়ছে। কোথায় চলেছে, জানে না। অন্ধকারে চোখ খুলে রেখেছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না।

কতক্ষণ পার হয়েছে জানে না রানা, হঠাৎ টের পেল পায়ের নীচে বালি। দাঁড়িয়ে পড়ল। সাগর এখানে মাত্র কোমর পানি। হেঁটে এগোল, একমিনিট পার হওয়ার আগেই সৈকতে পৌঁছে গেল। চারপাশ দেখল। মন ব্যস্ত হয়ে উঠল, সামনে জরুরি কাজ রয়েছে।

সতেরো

খানিক দূরে একের পর এক বালির ঢিবি, ওগুলো পেরুলে সৈকত—তারপর কালো আঁধার, অতলান্ত সাগর।

অন্ধকার পার্কিং লটে এসে থামল কালো রঙের ক্রাউন ভিক্টোরিয়া ফোর্ড, হেডল্যাম্প জ্বলজ্বল করছে। ড্রাইভারের দরজা খুলে নেমে এল এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন, অপেক্ষা করল ওখানে দাঁড়িয়ে। চারপাশ দেখল, পার্কিং লট

জনমনুষ্যহীন। গাড়ির ভিতর হাত ঢোকাল এরিক, আলো ডিম করে দিল। ইঞ্জিনটা এখনও চলছে। দু'বার হেডলাইট জ্বালল, তারপর একবার ডিম করল।

পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। বালির একটা ঢিবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, দ্রুত পায়ে গাড়ির পাশে পৌঁছে গেল। দু'জনের মধ্যে কোনও কথা হলো না, সামনের সিটে পাশাপাশি বসল দু'জন।

'এসেছ বলে ধন্যবাদ, স্টার্ন,' বলল রানা।

'আপনার ফোন পেয়ে অবাক হয়েছি,' জানাল স্পেশাল এজেন্ট। গিয়ার ফেলল সে, পার্কিং লট ছেড়ে বেরিয়ে এল। 'আপনি হঠাৎ জেকিল আইল্যাণ্ডে?'

রানার মনে পড়ল আসবার পথে ট্যাঙ্কার-ট্রাক থেকে বেরিয়ে কী দেখেছে। আন্দাজ করল, জায়গাটা ছিল গ্রেট স্মোকি মাউণ্টেন। টেনেসি, আর্কানসাস আর জর্জিয়া ওখানে মিলিত হয়েছে। 'ও, তা হলে আমি এখানে?' বলল রানা, 'একই প্রশ্ন তো তোমার কাছেও জানতে চাইতে পারি।'

'চার্লস মার্টিনের ডিভিডি আমাকে নিয়ে এসেছে,' বলল স্টার্ন। 'আপনি একটা ওয়েবসাইট দেখতে বলেছিলেন। ওটা দেখেছি আমরা। হাইড-কিউরো কোনও অ্যান্টিকের দোকান নয়, ওখানে টাকার বদলে সন্ত্রাসীদের ভাড়া দেয়া হয়। বড় একটা চক্র। আমাদের টেকনিশিয়ানরা এখন ও নিয়ে কাজ করছে। আপনি শুধু স্কুল-বাস বম্বিংই নয়, বেশ কয়েকটা হাই-প্রোফাইল খুনের সূত্র পাইয়ে দিয়েছেন। কিছু আছে, যেখানে আমরা ভেবেছি কেস আগেই সমাধান করা হয়ে গেছে। আমরা এখন জানি এই চক্র চালানো হয় এ দ্বীপ থেকে। চার্লস মার্টিন চালাক লোক ছিল, কিন্তু কীসের মধ্যে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল ধারণা করতে পারেনি। ওই ডিভিডির ভিতর কয়েক গেগাবাইট রয়েছে গোপন সাইটের আংশিক রেকর্ড। হাইড-কিউরোর জিনিস। ওয়েব-মাস্টার ওখানে

মিলিশিয়া গ্রুপের সঙ্গে কথা বলেছে, অন্তত এক ডজন লোককে খুন করবার নির্দেশ দিয়েছে। মার্টিনের প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিল লোকগুলো। না জেনেই ট্র্যান্সক্রিপ্ট রেকর্ড করে এরা।'

সংক্ষেপে কয়েকটা কেসের বর্ণনা দিল এরিক স্টার্ন।

ওয়েব-মাস্টারের পরিকল্পনা খানিকটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। মনে মনে চমকে গেল। বলল, 'ওয়েব-মাস্টার ওয়েবসাইটে হ্যাকিং করছে বলে যাদেরকেই সন্দেহ করেছে, নির্দ্বিধায় খুন করিয়েছে তাদের। অথচ তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল বিজ্ঞানীদের সাহায্য করতে চাওয়া। স্ক্রিন-সেভারটা চালিয়ে রাখাই তাদের মৃত্যুর কারণ।'

'তা-ই তো মনে হয়, মিস্টার রানা।' জেকিল আইল্যাণ্ড ক্লাব হোটেলের ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে থামল স্টার্ন। 'এ দ্বীপের এক লোক ওই মানুষগুলোকে খুন করতে বলেছে। তাকে ধরতে হবে আমাদের।'

'লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, স্টার্ন,' থমথম করল রানার মুখ। 'আমাকে যা বলেছে তাতে মনে হয়েছে নিজেই খুন করতে ভালবাসে সে। তাকে যদি ধরতে পারো, অন্তত আড়াইশো খুনের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।'

জুলি ম্যাসন নতুন খেলনা পেয়েছে। নগ্ন লায়লার মুখ বেঁধে নিয়েছে, বাড়িতে তৈরি কাঠের র‍্যাকে ঝুলছে ও। আতঙ্কে চোখ দুটো বিস্ফারিত। কাঁপা কাঁপা শ্বাস নিচ্ছে, বুক ফুলে ফুলে উঠছে। ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখ কামড়াচ্ছে উত্তেজিত জুলি ম্যাসন, জীবন্ত পুতুলকে ব্যথা পেয়ে মোচড়াতে দেখছে। র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জুলি, পুতুলের স্তনে হাত বোলাল, গায়ে কাঁটা দিল লায়লার। জুলির ঠোঁটে দেখা দিল অদ্ভুত রহস্যময় হাসি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ড্রয়ার টেনে খুলল, আলতো হাতে তুলে নিল এক্স-অ্যাক্টো ছুরি। পুরানোটা

ঠেলে বের করে দিয়ে ওটায় নতুন একটা ব্লেড আটকে নিল, তারপর লায়লার যুগল-স্তনের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিলাস-বহুল হোটেলের কামরায় বেস-ক্যাম্প করেছে এরিক স্টার্ন। বিছানায় বসে আছে দু'জন এফবিআই এজেন্ট। তাদের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল স্টার্ন, 'ও গুডনার, এ এডি। আমাদের সঙ্গে কাজ করবে এরা। ইনি মাসুদ রানা, রানা এজেন্সির কর্ণধার।' রানার দিকে তাকাল সে। 'এরা ছাড়াও, দ্বীপের সেতু আর মেরিনা পাহারা দিচ্ছে আরও চারজন। আরও অনেকে আসছে। এ ছাড়া একটা বোট পাঠিয়েছে কোস্টগার্ড, জলসীমা পাহারা দেবে ওরা।'

একটা ব্রিফকেস খুলল সে, ওয়ালথার পিপিকে আর সাইলেন্সার বের করল, রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আপনার হোটেলের সুইমিং পুলে পাওয়া গেছে পিস্তলটা। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলবে পুলিশ, তাই নিজের কাছেই রেখেছি।'

পিস্তলটা নিল রানা, পরীক্ষা শেষে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার জুতো জোড়া সঙ্গে আনোনি?' মৃদু হাসছে।

রানার পায়ে কোনও জুতো নেই খেয়াল করল এরিক স্টার্ন। 'না জুতোর কথা ভাবিনি, সরি,' বলল সে। 'আপনার জুতোর সাইজ কত? আমাদের কারও জুতো লেগে যাবে হয়তো।'

নম্বরটা জানাল রানা, বলল, 'খানিক আগে সাগর থেকে উঠে এসেছি আমি, কাজেই একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে চাই। তারপর তোমাদের কাছে বাড়তি কাপড় থাকলে পাল্টে নেব।'

পাশের ঘর দেখাল এরিক স্টার্ন, ওখানে পোশাক পাল্টে নিতে পারবে রানা। অ্যাটাচড্ বাথ আছে, গোসল সেরে নিতে পারবে।

পাশের ঘরে চলে গেল রানা, বাথরুমে ঢুকল, নোংরা পোশাক ছেড়ে লম্বা শাওয়ার নিল। গরম পানি ওর আড়ষ্ট পেশিগুলো ম্যাসাজ করল। দেহের নানান ব্যথা প্রায় মিলিয়ে গেল। গতকাল থেকে একটু আগে পর্যন্ত ঠাণ্ডা পানিতে ভিজেছে অনেক সময়, নতুন

করে আর ঠাণ্ডা শাওয়ার নিল না।

তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে ঘরে ঢুকল রানা, স্টার্ন বা ওর দলের কেউ বিছানার উপর নতুন একটা স্যুট রেখে গেছে। নীচে চকচক করছে কালো জুতো। স্যুট পরবার আগে গিফ্ট্ হর্সের জিভটা দেখল রানা, স্যুটের ট্যাগ দেখল।

মেন্স ওয়্যারহাউজ লেখা। রানা বুঝল ওটা এফবিআই-এর স্টোর থেকে কেনা। তবে স্যুটটা সত্যিই ভালভাবে ফিট হলো। সন্দেহ নেই স্যাভিল রো-র মত নয়, তবে ওটা অন্য কোনও লোকের জন্য টেইলার করা, কাজেই বলতে হবে রীতিমত দারুণ। ওটা গুডনারের, ধারণা করল রানা। খেয়াল করেছে তরুণের উচ্চতা ও গঠন ওর মতই। সঙ্গে কোনও হোলস্টার নেই, কাজেই পিপিকেটা ট্রাউজারের পিছনে গুঁজে রাখল রানা, পকেটে সাইলেন্সার রেখে সামনের ঘরে চলে এল।

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে প্রেমিকার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন,' হেসে ফেলল এরিক স্টার্ন। 'বিয়ে নিয়ে আলাপ হবে মনে হয়?'

'ও কাজের জন্য সত্যিই নিখুঁত পোশাক,' বলল রানা। 'ভালভাবে এঁটেও গেছি।'

'এবার তা হলে শুরু করা যাক,' বলল স্টার্ন। 'ওই লোক সম্বন্ধে যতটা পারেন বলুন আমাদের।'

খুব বেশি জানতে পারেনি, রানা স্বীকার করল। লোকটার চেহারা ও শরীর বিষয়ে বর্ণনা দিল। তার স্ত্রী এবং বাড়ির ভিতর সম্পর্কে যতটা পারা যায় জানাল। বাড়ির একপাশে আছে একটা সানরুম। পিছন দিকে রয়েছে বালির কয়েকটা ঢিবি। আততায়ীর দেয়া স্বীকারোক্তির কথা বলল। লোকটা সম্পর্কে নিজের ধারণা জানাল। মিস্টার বার্নহার্ট সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা দিল। রানা এজেন্সির ফাইলের কথাও তুলল। মানচিত্র দেখে আন্দাজ করল বাড়িটা এই নব্বুই মাইল বিস্তৃত দ্বীপে দুটো জায়গায় থাকতে পারে।

এরিক দুটো সার্চ এরিয়া দাগ দিয়ে ভাগাভাগি করে নিল দ্বীপটা। এডি আর নিজে যাবে ও উত্তর প্রান্তে, বালির ঢিবিগুলোর দিকে। গুডনার রওনা হবে রানার সঙ্গে, দক্ষিণের বালির ঢিবি-এলাকা খুঁজে দেখবে।

আলাপ শেষ হতেই জেকিল আইল্যাণ্ড ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। দু'দলের সঙ্গে রইল একটা করে ক্রাউন ভিক্টোরিয়া ফোর্ড। এরিক কালো গাড়িটা নিল, রানা ও গুডনার পেল গাঢ় নীল রঙেরটা। দুই ভাগে রওনা হয়ে গেল ওরা মার্ডকের সন্ধানে।

'এরিকের সঙ্গে কতদিন ধরে কাজ করছ, গুডনার?' তরুণ এজেন্টকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কমবেশি তিন বছর হবে,' বলল গুডনার। 'এডি আসলে আমার পার্টনার। আমরা কয়েকটা অ্যাসাইমেন্টে মিস্টার স্টার্নের সঙ্গে কাজ করেছি।' বেশ দ্রুত গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে, দ্বীপের ঐতিহাসিক এলাকা পার হচ্ছে। চারপাশে অপূর্ব সব পুরনো কটেজ। ওগুলো একসময় আমেরিকার বিরাট সব মিলিয়োনিয়ারদের ছিল। প্রায় প্রত্যেকটার সঙ্গে রয়েছে কোনও না কোনও ঐতিহাসিক ল্যাণ্ডমার্ক।

এইমাত্র দ্বীপে সকাল হয়েছে। আকাশে মেঘের গায়ে লাল রং ধরেছে। এখানে এসে প্রথম সূর্যোদয় দেখল রানা, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইল। জেকিল দ্বীপটা অন্যরকম, জর্জিয়া আইল্যাণ্ডের মত দক্ষিণ-পুব দিকে গাছপালার কোনও বাড়াবাড়ি নেই। চারপাশে অবশ্য ওক গাছে ঝুলছে স্প্যানিশ মস।

'এ দ্বীপে দিনকয়েক কাটাতে পারলে খারাপ লাগবে না আমার,' বলল গুডনার। নতুন একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সে। পাশ দিয়ে চলে গেছে নদী, দ্বীপ চিরে গিয়ে পড়েছে সাগরে।

আকার-আকৃতির দিক থেকে গুডনার ও রানা প্রায় একই রকম। রানার মত একই স্যুট পরেছে এজেন্ট। সে-ই বোধহয় রানাকে স্যুট ধার দিয়েছে। পিছন থেকে দু'জনকে দেখলে মনে

হবে যমজ ভাই।

মাথা ভরা খয়েরী চুল গুডনারের। চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে আশা। কীসের, কে জানে—হয়তো সুনাম, প্রশংসা, পদোন্নতি এসব! ফোর্সে নতুন যোগ দেয়া ছেলেদের চেহারা এরকম হয়। এর ঠোঁটে অবশ্য দুঃখ ও রাগের ছাপ পড়ে গেছে। ড্যাশ-বোর্ডে গলায় ব্যাজ আঁটা একটা কুকুরের সাদা-কালো ছবি সাঁটানো, দেখল রানা। ওপাশে রেখেছে গুডনার এফবিআই রেগুলেশন সানগ্লাস।

'ওর নাম স্মিথ,' ছবির দিকে রানাকে তাকাতে দেখে বলল গুডনার। 'আমার ব্যাসেট হাউণ্ড।'

মৃদু হাসল রানা, তবে কয়েক মুহূর্ত পর হাসিটা মিলিয়ে গেল। 'এক সেকেণ্ড, গুডনার,' বলল রানা, 'এখানে দাঁড়াও, বাড়িটা আরেকবার দেখতে চাই।'

গাড়ি থামাল গুডনার, ব্যাক গিয়ার দিয়ে ফেলে আসা পথে পিছিয়ে গেল। থামল।

'মন বলছে এই বাড়িই,' বলল রানা। 'গাড়ি একধারে রাখো, চারপাশ দেখব আমরা।'

গাড়ি থেকে নেমে এল দু'জন, কয়েকটা পাম গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

পিছনের পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করল গুডনার। ওটা স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে পেয়েছে। 'ম্যাপ অনুযায়ী এই কটেজের নাম "দ্য টুয়াই-লাইট"। ওটার মালিক দু'জন। মার্ডক শিমার ম্যাসন ও তার স্ত্রী। নাম জুলি ম্যাসন।'

'এ বাড়িই, গুডনার,' বলল রানা। 'আমি ভিতরে ঢুকছি। তুমি স্টার্নের সঙ্গে কথা বলো, যেন ব্যাক-আপ নিয়ে আসে।' হাঁটতে শুরু করল রানা, বাড়ির কোনা ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

বড় একটা পাম গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল গুডনার। বেল্ট থেকে রেডিও বের করে কল বাটনে চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'রিগান টু বুশ, বাড়িটা পেয়ে গেছি আমরা। ওবামা ভিতরে

ঢুকেছে।'

এডি রেডিও করল, 'ক্লিন্টন বলছি, বুশ আর আমি তোমার কথা শুনেছি। কোথায় আছ তোমরা?'

কিন্তু জবাব দিতে পারল না গুডনার, পাম গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে বিরাট দুটো হাত, খপ্ করে তার মাথা ধরল। হাত থেকে রেডিও পড়ে গেল গুডনারের, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল—শক্ত করে লোকটার হাত ধরল। প্রকাণ্ড হাতদুটো দু'পাশ থেকে মাথার উপর চাপ দিল। ব্যথায় পাগল হয়ে গেল গুডনার। আরও বাড়ছে চাপ। প্রচণ্ড চাপে বসে পড়তে চাইল গুডনার। গাছের ওপাশের বিশাল লোকটা এক হাতে তার নাক-মুখ চেপে ধরল।

পুরো দু'মিনিট অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করল গুডনার। মুক্তি মিলল না। কয়েক সেকেণ্ড পর তার লাশটা মাটিতে পড়ল।

গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে মিস্টার বার্নহার্ট, নিথর দেহটা পাশের ঝোপের ভিতর গুঁজে দিল, তারপর হনহন করে গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভিতর।

আঠারো

বাড়ির ভিতর ঢুকতে গিয়ে সাধারণ একটা তার ছিঁড়ল রানা, বাইপাস করল কটেজের সিকিউরিটি সিস্টেমটা। জানালা টপকে ভিতরে ঢুকল ও, নিঃশব্দে পৌঁছে গেল পার্লারে। কয়েকটা জানালা রয়েছে ঘরে, সব উলের ভারী অ্যান্টিক পর্দা দিয়ে আটকানো। সূর্যের আলো ভিতরে ঢুকছে না। আবছা আলোয় চারপাশ দেখল

রানা। ঘর এমন ভাবে সাজানো যে মনে হয়, দামি কোনও ইয়টের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। আসবাবপত্র ভারী ওক দিয়ে তৈরি। একপাশে বড়সড় একটা ব্রাসের ডেক-বেল, আরেকদিকে ট্রিপল উড শিফ পুলির ডিসপ্লে দেয়া হয়েছে—মনেই হয় না এটা কোনও বাড়ি।

ম্যান্টলের তৈলচিত্র দেখে রানা বুঝল এ ঘরের সত্যিকারের ডেকো-থিম কোনটা। ওই ছবি বিখ্যাত চিত্রকর ক্লার্কসন স্ট্যানফিল্ডের 'দ্য রেক অভ দ্য অ্যাভেঞ্জার'। ওখানে ভয়ঙ্কর ভাবে জাহাজ-ডুবি দেখানো হয়েছে। টুইন মেহগনি পকেট ডোরের সামনে পৌঁছে গেল রানা, তবে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল না। দেড় ইঞ্চি মত খুলে আছে দরজা, তার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল। ওদিকে ফয়ে পড়বে, তবে ওখানে কোনও আলো জ্বলছে না। এণ্ট্রি হল, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার এখন। কেউ ওখানে নেই। নিঃশব্দে দরজা খুলল রানা, পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকল। কটেজে মানুষের গলা বা আর কিছুর আওয়াজ নেই। কোনও বাতিও জ্বলছে না। হঠাৎ পায়ের শব্দ থমথমে পরিবেশ ভেঙে দিল। ফয়ের এক কোণে অন্ধকার যেন আরও গাঢ়, নিঃশব্দে ওখানে পৌঁছে গেল রানা।

ভিতরের কোনও দরজা দিয়ে ঢুকেছে দু'জন লোক। গাঢ় নীল স্যুট পরেছে দু'জন, একই ভাবে চুল ছেঁটেছে। একজন ডানদিকে সিঁথি করে, অন্যজন বামে। দু'জনের কোমর ফুলে আছে বেল্ট হোলস্টারের কারণে। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ মিশিয়ে দাঁড়াল রানা, ভুলেও শ্বাস ফেলল না। সাবধানে সাইলেন্সার পেঁচিয়ে নিল হাতের ওয়ালথারে।

'আমরা বোধহয় আবারও বোকা বনেছি,' বাম সিঁথি বলল, 'মোশন সেন্সার বেশিরভাগ সময় ধোঁকা দেয়।'

'তবুও চেক করতে হবে,' বলল ডান সিঁথি। এ সাবধানী লোক, সঙ্গীর পিছনে হাঁটছে। 'বাড়িটা দেখে রাখতে পয়সা দেয় আমাদের।'

'ঠিক আছে, চলো। আর কোনও সেন্সার কিন্তু সাড়া দেয়নি। ওটা নিশ্চয়ই কোনও...' সঙ্গীকে জ্ঞান দিতে গিয়ে থমকে গেল বাম সিঁথি। এইমাত্র এক কোণে পিস্তল হাতে দাঁড়ানো রানাকে দেখেছে সে। লম্বা নলওয়ালা পিস্তলটা তার মাথা তাক করেছে দেখে বিরাট এক হাঁ করল। আওয়াজটা আর বেরল না। খুক্ করে কেশে উঠল ওয়ালথার, থ্রি-এইট বুলেট লোকটার কপাল ফুটো করে মগজে ঢুকল। ধুপ করে পড়ল লাশ। কপালের ফুটো থেকে রক্ত বেরিয়ে মুখ লাল করে দিল।

দ্বিতীয় টার্গেট খুঁজল ওয়ালথার, কিন্তু ততক্ষণে ডান সিঁথি লাফ দিয়ে সরে গেছে। এখনও বোঝেনি গুলি কোথা থেকে এসেছে। ধড়াস্ করে মেঝেতে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিল সে। তারই ফাঁকে কোমর থেকে বের করে নিয়েছে বেরেটা ৯২এফএস। ওয়ালথার আবারও কেশে উঠল। একমুহূর্ত আগে লোকটা যেখানে ছিল সেখানে ওক কাঠের মেঝে ফুটো করল বুলেট।

বড়সড় বেরেটা প্রচণ্ড আওয়াজে জবাব দিল, কিন্তু ওটার মালিক কাউকে দেখেনি, কাজেই বুলেট ঘরের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

গুলির আওয়াজ হোক তা রানা চায়নি। এ বাড়ির সবাই এখন সতর্ক হয়ে যাবে। আর লুকিয়ে থাকা গেল না। ওয়ালথারের সাইটের মধ্য দিয়ে ডান সিঁথির নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। অন্ধকারে দ্রুত নড়ছে লোকটা, দেয়ালের মাঝে মস্ত এক ফোকরের দিকে চলেছে সে। ওখানে বিশাল এক দরজা দেখল রানা। ওটাই টোয়াই-লাইটের সদর দরজা। লোকটা ফোকরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু দু' সেকেণ্ডের জন্য থামল—ঘরে কে ঢুকেছে বুঝতে চাইল। ওই দু'মুহূর্ত রানাকে সুযোগ দিল সে, ওয়ালথারের ট্রিগারে আধ আউন্স চাপ ফেলল রানা।

দ্বিতীয়বার ভুল হলো না ওর, ডান সিঁথির হৃৎপিণ্ডে দিয়ে ঢুকল বুলেট। একটু চমকে উঠে নীরবে শুয়ে পড়ল লাশটা।

ঝেড়ে দৌড় দিয়ে ফয়ে পার হলো রানা, সামনেই পড়ল কটেজের কারুকার্য-খচিত ফ্রেঞ্চ-কলোনিয়াল দরজা। ওপাশে লিভিংরুম। কাছে যে দরজাটা পেল, সেটা দিয়েই ঢুকে পড়ল রানা। পিস্তল বাগিয়ে দরজা পেরিয়ে ছুটছে, কিন্তু সামনের অদ্ভুত দৃশ্যর জন্য তৈরি ছিল না ও।

এ ঘরের রং মিশমিশে কালো। একটা মাত্র ন্যাঙটো বালব জ্বলছে ঘরে। পিছন দিকে কাঠের তৈরি অদ্ভুত একটা র‍্যাক—ওটা থেকে ঝুলছে লায়লা। পুরোপুরি নগ্ন, সারা বুক থেকে রক্ত ঝরছে। শুকনো কালো রক্ত বুক-পেট-উরুতে এসে জমেছে। শুধু তা-ই নয়, সারা দেহ ভরে আছে খুদে সব ক্ষত দিয়ে। একদিন আগের নিখুঁত শরীরে এখন অক্ষত কোনও জায়গা নেই যেন!

মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল লায়লা, মাথা আবারও ঝুলে গেল। ওই মিষ্টি মুখে হাসি দেখেছে রানা, এখন কী দেখছে? ধক্ করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। লায়লার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাদা চুলওয়ালী বিকৃতরুচির পরী, জুলি ম্যাসন—হাতের এক্স-অ্যাক্টো নাইফে রক্ত লেপ্টে আছে। বড়বড় চোখ করে রানার দিকে তাকাল সে, ছুরিধরা হাতটা বাড়িয়ে রেখেছে সামনে। ভাব দেখে মনে হলো, রানাকে ঠেকাতে তার হাতের ছুরিটা যথেষ্ট বলে ভাবছে।

লায়লার রক্তে মেখে আছে তার চিবুক ও ঠোঁট।

অজান্তেই বলে উঠল রানা, 'পিশাচী!' সোজা মেয়েলোকটার কপাল লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল ও। 'ছুরি ফেলো!' একে গাল দেবে বলে মনের ভিতর খুঁজল রানা, কিন্তু উপযুক্ত কড়া কোনও শব্দ পেল না মন হাতড়ে।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে জুলি ম্যাসন। চেহারা দেখে মনে হলো এখনই মরবে কি না, সেটা নিয়ে ভাবছে। ধীরে কোমরের পাশে ছুরি নামিয়ে নিল সে, হাত থেকে ছেড়ে দিল। ঠক্ করে পড়ল ওটা, চোখা দিকটা কাঠের মেঝেতে গেঁথে গেল। পিছনদিকটা দেখে মনে হলো লেজ নাড়াচ্ছে পোষা কুকুর।

মুখে রানাকে কিছু বলতে হলো না, জুলি ম্যাসন পিছিয়ে গিয়ে কালো দেয়ালে মিশে দাঁড়াল। র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। লায়লার চোখের পাতা ভারী হয়ে আছে ব্যথা ও ঘুমে, তারপরও দুর্বল একটু হাসল রানার দিকে চেয়ে।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজল রানা, দু'হাতে চামড়ার বাঁধন খুলল, লায়লাকে নামিয়ে নিল। একহাতে ওকে জড়িয়ে রেখেছে রানা, একটানে পিস্তল বের করে পিশাচীর দিকে তাক করল।

'আমি ঠিক আছি, রানা,' বিড়বিড় করে বলল লায়লা, একাই সরে দাঁড়াতে চাইল।

দাঁড়াতে পারবে বুঝতে পেরে আস্তে করে ওকে ছাড়ল রানা। পিস্তলটা এ-হাত ও-হাত করে খুলে ফেলল জ্যাকেট, লায়লাকে পরিয়ে দিল। একবারও জুলি ম্যাসনের দিক থেকে পিস্তল সরল না। জ্যাকেট দিয়ে লায়লার নগ্নতা ঢাকা পড়ল। শক্ত করে জ্যাকেট জড়িয়ে নিল লায়লা, তারপর ধুপ করে বসে পড়ল। যতটা ভেবেছে তার চেয়ে দুর্বল লায়লা, ভাবল রানা। একহাতে ওকে তুলল ও, গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

একটু টলল লায়লা, বড় করে কয়েকবার শ্বাস নিল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতের ইশারায় বোঝাতে চাইল ও ঠিক আছে। পরমুহূর্তে চমকে দিল রানাকে।

দ্রুত কয়েক পা সামনে বাড়ল লায়লা—একটু আগে জুলি ম্যাসন নামের ডাইনীটা ওকে অত্যাচার করেছে, এবার ওর পালা!

লায়লার ডান হাতে মুহূর্তের জন্য এক্স-অ্যাক্টো ছুরিটা দেখল রানা। একটু আগে ওটা তুলে নিয়েছে। জুলি ম্যাসনের ডান বুকে নির্দ্বিধায় ওটা চালাল লায়লা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'মর্! মর্, হারামজাদি মাগী!'

অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল জুলি ম্যাসন। এক সেকেণ্ড পর ছুরিটা বের করে নিল লায়লা, পরমুহূর্তে চালাল পাঁজরের খাঁচার ভিতরে। ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেল। আস্তে

করে শুয়ে পড়ল জুলি ম্যাসন। ছটফট করছে আর বিড়বিড় করে কীসব বলছে—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে।

ঘুরে দাঁড়াল লায়লা, ক্লান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো, রানা।'

একই চিন্তা রানাও করেছে, ওকে বের করে নিয়ে যেতে হবে এখনই। মার্ডক শিমার ম্যাসন ও তার চ্যালাদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ মিলবে পরেও।

যে দরজা দিয়ে এখানে এসেছে, সেখানে পৌঁছে গেল রানা, উঁকি দিল ওপাশে। খানিকটা দূরে গলার আওয়াজ শুনতে পেল। কয়েকজন কথা বলছে। তাদের মধ্যে খসখস করছে মিস্টার বার্নহার্টের মেয়েলি কণ্ঠ।

টু ওয়ে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে জানাল সে, 'কার্ন আর বার্ক মারা গেছে। বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকেছে।'

আলাপ আর শুনতে ইচ্ছে হলো না রানার, কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে শোনা—আওয়াজটা আসছে এক দিকের দরজার ওপাশ থেকে। এগিয়ে উঁকি দিল রানা। ওখানে কেউ নেই। দরজাটা যম ঘরের ছাদ ও দেয়ালের মত কালো রঙা। হাতের ইশারা করে লায়লাকে পিছনে আসতে বলল রানা। ওকে পিছনে রেখে ওয়ালথার পিপিকে হাতে দরজা পার হলো ও।

পা বেয়ে রক্ত নেমেছে লায়লার, লোকগুলো একবার মেঝের দিকে তাকালেই ভেজা চিহ্ন পাবে। রানা জানে, এখন ওদের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত যত দ্রুত সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। ঘরটা ভিক্টোরিয়ান ছাঁদে তৈরি। পেরিয়ে এল ওরা, বাড়ির পিছন দিকে চলেছে। অন্ধকার একটা হলওয়ে ধরে এগোল। শেষমাথায় পৌঁছে সূর্যের জ্বলজ্বলে আলো দেখল। সামনে একটা মিউজিয়াম চেম্বারের মত প্রকাণ্ড ঘর। ছাদ অন্তত তিরিশ ফুট উপরে। দোতলার চারপাশে ব্যালকনি দেখা গেল। নীচেও একইরকম ব্যালকনি

রয়েছে। ওখানে বিভিন্ন অস্ত্র সাজানো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দেয়ালে তো আছেই, বিভিন্ন শেলফে এবং প্রতিটি আসবাবপত্রের উপর কোনও না কোনও অস্ত্র সাজানো রয়েছে। তলোয়ার, ছোরা, তীরধনুক, পিস্তল থেকে শুরু করে একটা কামানও আছে। পরিষ্কার বোঝা গেল মার্ডক শিমার ম্যাসন ভয়ঙ্কর এক ম্যানিয়াক, সর্বক্ষণ চিন্তা করে কীভাবে অস্ত্রগুলো খুনের কাজে লাগাবে।

তার গমগমে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

লোকটা এমন কণ্ঠে স্বাগত জানাল, যেন বহুদিন পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দেখা পেয়েছে। 'মাসুদ রানা! এখনও বেঁচে আছ তা হলে! ভেরি গুড! ভেরি গুড!'

চারপাশ দেখল রানা।

ঘরের আরেকপ্রান্তে বিশ এমএম ওয়েরলিকন অ্যান্টিএয়ার-ক্রাফ্ট্ কামান দাঁড়িয়ে। ওটার ওপাশে বসে আছে মার্ডক। আর্মার্ড প্লেটের ওপাশ থেকে লোকটার জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল। নলদুটো লায়লা ও রানার উপর তাক করেছে সে, ভারী আর্মারের ওদিক থেকে কর্কশ স্বরে হেসে উঠল। 'মিস্টার বার্নহার্ট আমাকে বলেছিল ঠিকই পালাবে তুমি, মাসুদ রানা। আমিও তা-ই চেয়েছিলাম। তবে আর একটু সাবধানে থাকা উচিত ছিল আমার।'

ওয়েরলিকনের দিকে পিস্তল তুলল রানা, কিন্তু ওখানে চওড়া পাতে সরু একটা ফাঁক আছে শুধু। ওখান দিয়ে গুলি পাঠানো অসম্ভব। খানিকটা দমে গেল রানা। কামানটা তৈরি করা হয়েছে আকাশ থেকে বিমান ফেলবার জন্য, ওটার বিরুদ্ধে একটা থ্রি-এইট ওয়ালথার পিস্তল কী করবে?

অন্য কোনও পথ আছে কি না ভাবতে চাইল রানা, কিন্তু আর ভাবতে হলো না ওর। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল। হলওয়ে ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তিনজন—মাঝখানে মিস্টার বার্নহার্ট, ডানে-বামে দু'সঙ্গী। তাদের দুই বেরেটা ঠিক ওর পিঠে তাক করা।

পিস্তল হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা, দু'হাত মাথার উপর তুলল।

এইবার অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট্ গানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল মার্ডক, পরনে রক্ত-লাল আর্মানি স্যুট। ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে। 'আমি জানতাম, ওই সাধারণ ফাঁদে মরবে না তুমি, কিন্তু বুঝতে পারিনি ধকল সামলে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে এখানে। তোমাকে নিজ হাতে শেষ করব বলে স্থির করেছিলাম; তবে মরেও যেতে পারতে—একটা চান্স নিলাম আরকী। আসলে, এ দ্বীপে আসবার পর থেকে বারবার ভেবেছি ওভাবে কাউকে খুন করলে কেমন হয়। তা-ই একবার চেষ্টা করে দেখলাম। জীবন এমনই... তুমি তো বোঝোই। তবে তোমার জন্য ওই মৃত্যু নেই। তোমার মত সাহসী কোনও লোকের জন্য...' ভাল কোনও শব্দ খুঁজল মার্ডক, '...কাব্যিক মৃত্যু হওয়া চাই।' ঘরের চারপাশ দেখছে সে, উপযুক্ত অস্ত্র খুঁজছে। তারপর পছন্দমত জিনিস পেয়ে গেল—একটা উনিশ শতকের ডুয়েলিং পিস্তল। স্ট্যাণ্ড থেকে ওটা তুলে নিল সে, রানার বুক লক্ষ্য করে তাক করল।

'জন উলকেস-বুথ-এর পিস্তল এটা। চলবে? না বোধহয়, কোনও বাঙালির জন্য এটা ঠিক জিনিস নয়।' ডুয়েলিং পিস্তলটা স্ট্যাণ্ডে রেখে দিল সে। আরেক স্ট্যাণ্ড থেকে একটা রিভলভার তুলে নিল। 'রিভলভার হলে ভালই হয়। শুনেছি পাকিস্তান আর্মির অফিসাররা বাঙালিদের খুন করতে পছন্দ করত এই জিনিস দিয়ে। তাদের হাতে তো মরলে না, আমার হাতেই না হয়...' রিভলভারটা রানার বুকে তাক করল মার্ডক। 'রুথ এলিস এই স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসনটা ব্যবহার করেছে। ব্রিটেনে মৃত্যুদণ্ড আইন বাতিল হওয়ার আগে ফাঁসি দেয়া হয় মহিলাকে। বয়ফ্রেণ্ডকে পাঁচবার গুলি করে সে। ফলাফল মৃত্যু।' পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভার আগের জায়গায় রেখে দিল মার্ডক, কয়েক পা সরে আরেকটা তুলে নিল। 'অথবা এটা চলতে পারে। টেলিভিশনের সুপারম্যান জর্জ রিভস

আত্মহত্যা করে এটা দিয়ে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ মানুষটার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? পাঁচটা গুলি মিস করে সে, তারপর নিজের মাথা ফুটো করতে পারে।'

মার্ডক শিমার ম্যাসন যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে, ভাবছে রানাকে কী দিয়ে কীভাবে শেষ করবে। তবে লোকটার দিকে আর মনোযোগ দিল না রানা, তাকিয়ে রইল পিছন-দরজার দিকে। ধীরে ধীরে ইপো লকটা ঘুরছে ওখানে। কেউ একজন ভিতরে ঢুকছে!

সাহায্য বোধহয় এসে গেল, ভাবল রানা। গুডনার বা স্টার্ন দলবল সহ পৌঁছে গেছে?

চোখের কোণে মিস্টার বার্নহার্টকে দেখল রানা, দু'পাশের লোক দুটোকেও। স্টার্ন একবার দরজা খুললে কী ঘটবে বলা যায় না। দেহের সমস্ত পেশি টানটান হয়ে গেল রানার, প্রথম সুযোগে লায়লাকে নিয়ে ছিটকে সরে যাবে ও। তার আগে মেঝে থেকে ওয়ালথারটা তুলে নেবে।

এক সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল মার্ডক শিমার ম্যাসন।

দরজা খুলবার আওয়াজ পেল নাকি?

'কোন্ অস্ত্র দিয়ে তোমাকে খুন করব, বোধহয় পেয়ে গেছি আমি,' এগিয়ে এল মার্ডক। রানার ওয়ালথারটা তুলে নিল। পরীক্ষা করল পিস্তলটা। 'এই ওয়ালথার দিয়েই কাজটা শেষ করা যেতে পারে। এ ঘরে আমরা যারা আছি, তোমার মত অত খুন করিনি কেউ। তুমি বোধহয় বেশিরভাগ মানুষ নিয়েছ এই ওয়ালথার দিয়েই, তা-ই না?' পিস্তলের বাঁট থেকে শুরু করে নল পর্যন্ত দেখছে মার্ডক, যেন আবিষ্কার করতে চাইছে ওটার রহস্য... রানার রহস্য!

বন্দির কপালে ওয়ালথার তাক করল সে। 'যে অস্ত্র সবসময় ব্যবহার করেছ, সেটাই তোমার জীবন নেবে, এমন যদি হয়, কেমন হয়? তুমি বিদায় নেয়ার পর এটা আমার কালেকশানে থাকবে।' কপাল থেকে নেমে বুকে এসে থামল নলের মুখ। ট্রিগারে আঙুল

স্থির হলো। অজান্তেই বড় করে শ্বাস নিল রানা, যে-কোনও সময় বুলেট আঘাত হানবে। ট্রিগারে চাপ দিল না আততায়ী, যেন বরফের মত জমে গেছে আঙুল। টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে সময়। সবাই অপেক্ষা করছে গুলির আওয়াজের জন্য।

প্রচণ্ড শব্দ হলো, কিন্তু সেটা গুলির আওয়াজ নয়! পিছন দরজা যেন বিস্ফোরিত হয়েছে! চওড়া কবাট দড়াম করে খুলে গেল। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ম্যাসন, পিস্তল তাক করল ওদিকে।

কুঁজো হয়ে গেল রানা, লায়লাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে মেঝেতে—কিন্তু তার আগেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাণ্ডি বোগার্ট—একহাতে বাগিয়ে ধরেছে একটা তলোয়ার, অন্য হাতে ড্যাগার!

হতভম্ব হয়ে গেল রানা, পেশি শিথিল হয়ে গেল।

'মার্ডক শিমার ম্যাসন,' খেঁকিয়ে উঠল বোগার্ট, ক্রাউন গার্ডের ভঙ্গিতে একহাতে তলোয়ারটা ঘোরাল সে। 'আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি!'

অবিশ্বাস নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল রানা, চাপা শ্বাস ফেলল।

উনিশ

পিস্তল নামিয়ে নিল মার্ডক, অদ্ভুত লোকটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। চেহারা দেখে বোঝা গেল কী ভাবছে সে!

বোকা লোকটা তার বাড়িতে ঢুকেছে বিনা অনুমতিতে। সঙ্গে এনেছে শুধু তলোয়ার আর ছোরা! যখন-তখন একে খুন করতে

পারে সে। গ্যালারির যে-কোনও অস্ত্রই যথেষ্ট হবে। তবে তার দরকার কী? মাসুদ রানার পিস্তলটাই তো এখন তার হাতে।

'এখান থেকে বেরিয়ে যাও, বোগার্ট!' প্রায় ধমকে উঠল রানা। ওর বাম কনুই আঁকড়ে ধরেছে লায়লা। 'কীসের মধ্যে নাক গলিয়েছ জানো না তুমি!'

'এসব আমাকে শেখাতে এসো না, মাসুদ রানা,' পাল্টা ধমক দিল বোগার্ট। 'এ চার্লসকে খুন করেছে। অনেক মানুষ মেরেছে। ওর শাস্তি পেতে হবে । আজ আমার হাতে মরবে ও!'

মার্ডক শিমার ম্যাসনের ঠোঁটে হিংস্র হাসি ফুটে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'এ লোক তোমার বন্ধু, মাসুদ রানা?'

'না!' তিক্ত শোনাল রানার কণ্ঠ। 'গাধাটা আসলে বিদঘুটে এক নির্বোধ প্রাণী—মাথার উপর দিয়ে কী যায় কিছুই বোঝে না!'

বোগার্টের চেহারায় রাগ ফুটে উঠেছে। ঘরের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে গেল তলোয়ারের পাতে। 'তুমি যা খুশি ভাবতে পারো রানা, কিন্তু এ লোক আমার হাতে মরবে!'

ম্যাসনের ঠোঁট চওড়া হয়ে গেল। হাসছে।

'তোমার নাম মিস্টার বোগার্ট? তোমার মত লোকদের ভালবাসি আমি। তবে আমাকে খুন করবে সেটা তো হতে দিতে পারি না! অবশ্য তলোয়ারবাজি করতে কোনও অসুবিধে নেই আমার। এসো, দেখা যাক আমরা কে ভাল খেলা দেখাই।' রানা ও লায়লার কাছ থেকে হেঁটে পাঁচ গজ দূরে চলে গেল মার্ডক, একটা গ্লাস-কেসের সামনে থেমে দাঁড়াল। ওয়ালথারটা কেসের পাশে রেখে কাঁচের ডালা খুলল, ভিতর থেকে তুলে নিল লম্বা, ধূসর একটা তলোয়ার। ওটার ব্লেডে জার্মান ভাষায় খোদাই করা: রক্তের বদলে রক্ত নিতে হয়।

অতিরিক্ত দীর্ঘ তলোয়ার, উরুর কাছে ওটার হ্যাণ্ডেল ধরেছে মার্ডক, কিন্তু ইস্পাতের ফলা তার মাথা পেরিয়ে গেল। বোগার্ট যে

ব্যালকনির নীচে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তাক হলো ওটা। নিচু স্বরে বলল মার্ডক, 'বোগার্ট, আমার হাতে এটা সত্যিকারের জার্মান এক্সিকিউশান তলোয়ার—এটা দিয়ে বন্দিদের খুন করা হতো। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে এটা বহু লোকের প্রাণ নিয়েছে। এবার তোমারটাও নেবে।' ঘাড় ফেরাল মার্ডক। 'মিস্টার বার্নহার্ট, মাসুদ রানার উপর নজর রাখো। এ লোকের চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি আমি, কাজেই ফলাফল যাই হোক না কেন, পুরোপুরি আনন্দ পাব।'

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল রানা। ভাবল, এদের ভাব দেখে মনে হয় না একুশ শতাব্দীর মানুষ! দু'জনের একজন মরা পর্যন্ত ডুয়েল চলবে?

তলোয়ার বাগিয়ে দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাছাকাছি গিয়ে এন গার্ডে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

মার্ডকের নির্দেশ ভুলে গেছে মিস্টার বার্নহার্ট—মনে হলো রানার উপর নজর রাখা তার দায়িত্ব নয়। তার দুই সঙ্গী মার্ডকের দিকে চেয়ে আছে। মিস্টার বার্নহার্ট লড়াই ভালভাবে দেখবার জন্য এক পা সামনে বাড়ল, ফলে চোখের কোণে তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। বুঝল, হঠাৎ বোগার্ট হাজির হওয়ায় ও নিজে হয়তো কোনও সুযোগ পাবে। সবার চোখ অন্যদিকে সরে গেছে।

তলোয়ার ঠোকাঠুকি শুরু হয়নি এখনও, কিন্তু মিস্টার বার্নহার্ট উদগ্র আগ্রহ নিয়ে দেখছে। তার দুই সঙ্গী প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে চেয়ে আছে। রানা এখন মনোযোগের ছোট্ট একটা অংশ মাত্র।

মার্ডক শিমার ম্যাসন তলোয়ার বাগিয়ে ধরেছে। এক পা এগিয়ে আক্রমণ করতে চাইল বোগার্ট। দুশ্চিন্তার ফলে কপাল ঘেমে গেছে তার।

মার্ডক অনড় দাঁড়িয়ে আছে, আগন্তুক আরেকটু এগোলে মোকাবিলা করবে।

মুখোমুখি হয়ে আবারও থমকে গেল দু'জন। আশা করছে

অন্যজন আগে হামলা করুক, সে ঠেকাবে।

তারপর একটা ব্যালেস্ট্রার মাধ্যমে হামলা করল বোগার্ট, মার্ডকের তরফ থেকে থাকল ভয়েড—আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হলো লড়াই। অতি সতর্ক দু'জন, অন্যজনের কাছ থেকে কী ধরনের আক্রমণ আসবে, বুঝতে চাইছে। সামনে বাড়ছে তারা, পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দুই তলোয়ারে স্পর্শ হলো না।

রানা লক্ষ্য করল যুদ্ধে নামতেই মার্ডকের খোঁড়ামি হারিয়ে গেছে। বড় খেলোয়াড় যেভাবে আহত অঙ্গের কথা ভুলে থাকে, সেভাবে মন থেকে সব মুছে ফেলেছে লোকটা। সাধারণ কেউ ওই ভারী তলোয়ার কয়েক সেকেণ্ড উঁচিয়ে ধরলে হাঁপিয়ে যাবে, কিন্তু অনায়াসে দু'হাতে বদলে নিচ্ছে সে!

এইবার দু' তলোয়ারে ঠোকাঠুকি শুরু হলো। শুরুতে লাফিয়ে এগিয়ে গেল বোগার্ট, সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টার করল মার্ডক, পলকে ঠেকিয়ে দিল আক্রমণ। শুরু হলো সত্যিকারের লড়াই।

ধাতুর ঠং-ঠনাৎ আওয়াজে ভরে উঠল ঘর। একের পর এক আক্রমণ শানাল মার্ডক, তবে বোগার্টের হালকা তলোয়ার সহজেই হামলা ঠেকিয়ে দিল। শেষ আক্রমণের পর এক পা পিছিয়ে গেল মার্ডক, থমকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল।

শত্রুকে বাগে পেয়েছে ভেবে আচমকা এগিয়ে গেল বোগার্ট, তবে মার্ডকের তলোয়ার পাশ থেকে বাতাস কেটে এল। থমকে গেল বোগার্ট, কপাল ভাল শত্রুর এক্সিকিউশান তলোয়ারের সুযোগটা পেল—দু'হাতে দু'পাশ থেকে তলোয়ার ও ড্যাগার দিয়ে মার্ডককে আটকে দিতে চাইল সে। হিমশিম খেল, তবে ইস্পাতের পুরু পাত ঠেকিয়ে দিল। আরেকটু হলে ওটা তার কোমরের মাংস কেটে নামাত।

মার্ডকের তলোয়ারের গতি স্তব্ধ হতেই সুযোগ পেল বোগার্ট, তার হালকা র‍্যাপিয়ার লাফিয়ে উঠল—মার্ডকের বাঁ বাহুর উপর নেমে এল ওটা, পেশি চিরে রক্তের স্বাদ পেল।

এক পা পিছিয়ে গেল মার্ডক। কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'চমৎকার হিট, বোগার্ট!' ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছে তার। 'তবে বন্ধু, তুমি ইচ্ছা করলে র‍্যাপিয়ারটা আমার হৃৎপিণ্ডে গাঁথতে পারতে। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ যে আমরা এখানে কোনও খেলায় প্রতিযোগিতা করছি না। সম্মানের জন্য জান বাজি ধরেছি আমরা, কেউ একজন মারা না যাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে।'

মার্ডকের শার্টের কব্জি রক্তে ভিজে গেছে, কিন্তু মনে হলো সে স্বর্গে আছে। পিচ্চি কোনও ছেলেকে কুকুরের বাচ্চা উপহার দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার দু'চোখ। বোগার্ট এ ঘরে এসে ঢুকবার পর থেকে হাসছে সে।

বোগার্টের অবস্থা বোধহয় ঠিক তার বিপরীত, উত্তেজিত ও নার্ভাস মনে হলো তাকে। যেন বুঝতে পারছে না খেলাটা কীভাবে শেষ করবে।

ঠিক তখনই মার্ডকের তলোয়ার ব্যস্ত হয়ে উঠল, বারকয়েক দু'হাত বদলে নিল সে, তারপর দ্রুত সামনে বাড়ল। বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পিছিয়ে গেল বোগার্ট। একইসঙ্গে আক্রমণ ঠেকাতে চাইল।

লড়াইয়ের দিকে মন নেই রানার, খেয়াল করল পিছনে দাঁড়িয়ে তিনজন অতি মনোযোগ নিয়ে দেখছে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে হবে, ভাবল রানা। মার্ডকের তলোয়ারের বিরুদ্ধে হালকা র‍্যাপিয়ার ও ছোরা নিয়ে সুবিধা করতে পারছে না বোগার্ট। ঘাড় কাত করে আরেকবার দেখল রানা, মিস্টার বার্নহার্ট ডুবে গেছে লড়াইয়ে। তার দুই সঙ্গীও মুগ্ধ। তবু অপেক্ষা করল রানা, এমন কিছু ঘটতে হবে যেটা ওই মুহূর্তটা সবার মনোযোগ কেড়ে নেবে। বাঁ হাতে লায়লার হাত ধরল ও, দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল, চোখে চোখে কথা হলো। ইশারায় দরজা দেখাল রানা। লায়লা বুঝে গেল, ওকে ঠিক সময়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ সময়টা চলে এল, র‍্যাপিয়ারটা মার্ডকের উরুর উপর নামিয়ে আনতে চাইল বোগার্ট।

পাশ থেকে হামলা করল মার্ডক, তার পুরু তলোয়ার সহজেই বোগার্টের পলকা র‍্যাপিয়ার সরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে তলোয়ারটা উপরে তুলল মার্ডক, বাড়িয়ে দিল সামনে। তীক্ষ্ণধার ফলা পড়পড় করে বোগার্টের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে।

অবাক হয়ে জমে গেল বোগার্ট। বাঁ হাত থেকে ড্যাগারটা খসে পড়ল প্রথমে, এক সেকেণ্ড পর র‍্যাপিয়ার। বোগ্যার্টের পিছনে চলে গেছে মার্ডক, প্রকাণ্ড তলোয়ারটা মাথার উপর তুলল—মাথা দু'ভাগ করে দেবে।

আর দেরি করল না রানা, ঝপ করে বসে পড়েই দু'হাতের জোরে ঘুরে গেল, ডান পায়ে সুঁইপ করল। পিছনের দুই খুনি পিছলে গেল, হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন। একজনের হাত থেকে খসে গেল বেরেটা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, একহাতে লায়লাকে ইশারা করেই ছুটল ওয়ালথারের দিকে। পাঁচ সেকেণ্ড পর গ্লাস-কেসের কাছে পৌঁছে গেল, পিস্তল তুলেই ঘুরে দাঁড়াল—তৈরি। যে-লোকের কাছে এখনও বেরেটা রয়েছে, সে পিস্তল তুলল ওর দিকে। কিন্তু সুযোগ পেল না, রানা আগেই ট্রিগার টিপেছে।

লাশটা ছিটকে গিয়ে পিছনে পড়ল।

মিস্টার বার্নহার্ট হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেরেটা হাতে পাওয়ার জন্য। রানা দেখল, বোগার্টের মাথার উপর তলোয়ার নামিয়ে আনছে মার্ডক। লোকটার দিকে পিস্তল তাক করল ও, কিন্তু ঠিক তখনই গুলি করল মিস্টার বার্নহার্ট।

সে গুলি করছে বুঝতে পেরেই উবু হয়ে ছুটল রানা, তিন সেকেণ্ড পর দরজা পেরিয়ে এল। ওর এক সেকেণ্ড আগে দরজা পেরিয়েছে লায়লা। এপাশে পৌঁছে গেল রানা, লায়লার হাত ধরে

ছুটল করিডর ধরে। বুঝতে পারছে, ওর প্রথম কাজ হওয়া উচিত লায়লাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

প্রথম বাঁক নিতেই টলে উঠল লায়লা। চমকে গেল রানা, দু'হাতে ওকে ধরে ফেলল। এক সেকেণ্ড পর টের পেল লায়লা গুলি খেয়েছে। দু'হাতে ওকে তুলে নিল রানা, ছুটতে শুরু করে করিডরের সামনের মোড়ে পৌঁছে গেল। চোখ পড়তে দেখল জখমটা ভয়ঙ্কর কোনও আঘাত নয়—বুলেট উরু ফুটো করে চলে গেছে। তবে শীঘ্রি ডাক্তারী সাহায্য না পেলে চরম অসুস্থ হয়ে পড়বে। জুলি ম্যাসনের অত্যাচারের সময় কত রক্ত হারিয়েছে কে জানে!

দশ সেকেণ্ড পর পার্লারে পৌঁছে গেল রানা, সদর দরজা একটানে খুলে বেরিয়ে এল। পা কাঁপছে ওর, লায়লার ওজন নেয়া কঠিন হয়ে উঠছে। প্রায় দৌড়ে ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে গেল, রাস্তায় বেরিয়ে এসে পাশের ঝোপে দুটো পা দেখল। ওদিকে তিন পা এগোতেই ঘাড় ভাঙা লাশটা দেখতে পেল। ভালভাবে ওটাকে আড়াল করা হয়নি। বেচারা গুডনার, ভাবল রানা। স্পষ্ট টের পেল, কেন সাহায্য পৌঁছেনি। হালকা দৌড়ে ক্রাউন ভিক্টোরিয়ার কাছে পৌঁছে গেল ও, দরজা খুলবার আগেই আরেকটা গাড়ি দেখতে পেল—ওটা ওদের দলের কালো সেই ক্রাউন ভিক্টোরিয়া মনে হলো।

তা-ই! কড়া ব্রেক কষে ওর পাশে থামল গাড়িটা, পিছন দরজা খুলে বেরিয়ে এল এরিক স্টার্ন, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'গাড়িতে উঠে পড়ুন, মিস্টার রানা!'

দু'জন মিলে লায়লাকে পিছনের সিটে শুইয়ে দিল ওরা। পাশে বসল রানা, বলল, 'ওকে এখনই কোনও হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে!'

স্টার্ন উঠতেই গাড়ি বেসামাল গতিতে রওনা হয়ে গেল।

'আপনারা এখানে কেন?' বলল স্টার্ন।

‘ওই হারামজাদাই গুডনারকে খুন করেছে,’ বলল রানা। ‘বোগার্টকেও।’

‘বোগার্ট?’ হতভম্ব হয়ে গেল স্টার্ন। ‘সে এসবের মধ্যে এল কী করে?’

লায়লার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ার ফাঁকে বলল রানা, ‘জানি না। ওই বাড়িতে একহাতে এক তলোয়ার আরেকহাতে ড্যাগার নিয়ে ঢোকে, বলছিল বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ও ঠিক সময়ে হাজির না হলে এতক্ষণে আমি খুন হয়ে যেতাম।’

‘এই খুনি কে?’

‘নাম মার্ডক শিমার ম্যাসন,’ বলল রানা। ‘ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ সিরিয়াল কিলার। সর্বক্ষণ মানুষ খুন করার চিন্তা করছে।’

দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার পর একবার থামল গাড়িটা। এডিকে ওখানে নামিয়ে দিল স্টার্ন, বলে দিল সে যেন এজেন্টদের নিয়ে ম্যাসনের বাড়িতে হানা দেয়। রানাও যেতে চাইল, তবে কথাটা একবারও তুলল না—ভুলে যায়নি লায়লা ওর সঙ্গে না জড়ালে কখনও এই পরিস্থিতিতে পড়ত না। কাজেই ওর প্রথম দায়িত্ব ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। মনে মনে আশা করল এডি দলবল নিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরতে পারবে।

যদি না পারে?

প্রতিজ্ঞা করল রানা: মার্ডক শিমার ম্যাসন, আমি তোমাকে খুঁজে বের করব! দুনিয়ার যেখানেই থাকো তুমি, লুকিয়ে বাঁচতে পারবে না!

বিশ

কালো ক্রাউন ভিক্টোরিয়াটা ব্রান্সউইকের সাউথ-ইস্টার্ন জর্জিয়া মেডিকেল সেন্টারের ড্রাইভওয়েতে এসে কড়া ব্রেক কষল। খানখান হয়ে গেল সকালের নিশ্চুপ পরিবেশ। অ্যাম্বুলেন্স-এন্ট্রান্সে থামল ওটা, পিছন দরজা খুলে গেল—রক্তমাখা এক লোক এক তরুণীকে পিছনের সিট থেকে তুলে নিল। ড্রাইভার নেমে এসেছে, সঙ্গীকে সাহায্য করল সে। তরুণীকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল দু'জন।

বাইরে কীসের আওয়াজ জানতে ছুটে এল ডিউটি নার্স, হতবাক হয়ে দেখল দু'জন লোক কোট পরা এক নগ্ন তরুণীকে নিয়ে আসছে। এটা ছোট শহর, এখানে ইমার্জেন্সি রুমে এরকম দৃশ্য দেখা যায় না। আটলাণ্টা বা নিউ ইয়র্ক হলে এক কথা ছিল, কিন্তু জর্জিয়ার ব্রান্সউইক-এ? এ শহরে বেআইনী কাজ হয় না বললেই চলে। নার্স হাঁ করে দেখছে। ব্রান্সউইকের বেশিরভাগ লোক মধ্যবিত্ত, চাকরি করে ধনীদের সেইণ্ট সিমন্স আইল্যাণ্ড ও জেকিল আইল্যাণ্ডে। ওখানে সাধারণত নানারকম অপরাধ ঘটে, কিন্তু এরকম কিছু ঘটবে... এ তো ভয়ঙ্কর বেআইনী কাজ! কোনও তরুণীকে এভাবে নির্যাতন করবার মানে, লোকটা আসলে ভয়ঙ্কর এক পশু!

নিজেকে শান্ত করতে চাইল নার্স, মনে পড়ে গেল তার দায়িত্বের কথা। বিধ্বস্ত চেহারার লোকটার কাছ থেকে মেয়েটিকে নিয়ে নিল দয়ালু চেহারার লোকটা, পাঁজাকোলা করে এগিয়ে আসছে। নিজের পরিচয় দিল—সে এফবিআই এজেন্ট। শুনে খানিকটা সাহস ফিরে পেল নার্স। এখন বুঝতে পারছে এরা এই

মেয়ের সর্বনাশ করেনি।

এরপরের পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেল ব্যস্ততার মাঝে, ইমার্জেন্সির পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে এল। এফবিআই এজেন্ট মেয়েটিকে রেখেই চলে যায়নি, এখন ওয়েইটিং রুমে পায়চারি করছে। এরই ফাঁকে একবার মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলেছে সে। তার সঙ্গে যে যুবক এসেছে সে সর্বক্ষণ মেয়েটির পাশে থেকেছে, ডাক্তার তাকে দেখেই বুঝেছে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে মানুষটা।

যুবক এবার এগযামিনেশন রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, চলে এল ওয়েইটিং রুমে।

এফবিআই এজেন্ট বলল, 'উনি কেমন আছেন, মিস্টার রানা?'

'সেরে উঠবে,' বলল রানা। 'মেজর উণ্ড একটাই, গুলির ক্ষতটা। বাকিগুলো সারফেস কাট। কোনও সমস্যা হতো না, কিন্তু এত বেশি কাটাকুটি করা হয়েছে ওকে যে... জ্ঞান ফিরেছে ওর। ডাক্তার এখন ওকে স্লিপিং পিল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন, নইলে ব্যথার কারণে শক-এ চলে যেতে পারে।' হাসতে চাইল রানা, কিন্তু ঠোঁটে হাসি ফুটল না। 'লায়লা বলেছে ও ভালই আছে, শুধু ওই পিশাচী বেঁচে না উঠলেই ও খুশি।'

হেসে ফেলল স্টার্ন। 'নার্সের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, বলেছে এদের ইমার্জেন্সি রুম যথেষ্ট আধুনিক। মিস লায়লা ভালই থাকবেন। আর পুলিশ আসছে ওঁকে পাহারা দিয়ে রাখতে।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'স্টার্ন, এবার ওই বাড়িতে ফেরা উচিত আমাদের। মার্ডক দলবল নিয়ে সরে যাওয়ার আগেই।' বলল বটে, কিন্তু হতাশায় ছেয়ে গেছে ওর অন্তর। জানে, ওখানে গিয়ে এখন আর কাউকে পাওয়া যাবে না। ওই মাপের একজন ক্রিমিনাল এস্কেপ রুট না রেখেই পারে না।

'এডি বাড়ির উপর চোখ রাখছে, ব্যাকআপ পৌঁছে গেলেই ভিতরে ঢুকবে ও। এরইমধ্যে এফবিআই ও পুলিশ সতর্ক হয়ে

উঠেছে। কাউকে দ্বীপ ছাড়তে দেয়া হচ্ছে না। কোস্ট-গার্ড আমাদের জানিয়েছে, কোনও বোটকে নোঙর তুলতে দেয়া হবে না।'

'জানি উপযুক্ত লোক দায়িত্ব নিয়েছে,' সামান্য প্রশংসা প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'তবে ওই বাড়িতে নিজে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম।'

প্যান্টের পকেটে হাত ভরল স্টার্ন, গাড়ির চাবি বের করে বলল, 'ধরে নিন আমরা রওনা হয়ে গেছি।'

দ্রুতপায়ে টর্চার রুমের কাছে পৌঁছে গেল মার্ডক শিমার ম্যাসন। সে জানে মাসুদ রানা একবার পালাতে পারলে সর্বনাশ! সেক্ষেত্রে যে-কোনও সময় পুলিশের রেইড হবে এখানে। পিস্তল হাতে ঘরে ঢুকে পড়ল সে।

ভিতরে কেউ নেই।

না, আছে!

মেঝের দিকে চোখ পড়তেই চমকে গেছে সে। জীবনে প্রথমবারের মত তার মনে হলো, মৃত্যু কারও কাম্য হতে পারে না কখনও। যেমন সে নিজে... বা এই মেয়েটি... ও ছিল একমাত্র মানুষ, যাকে সে ভালবেসেছে। একমাত্র মানুষ, যাকে সে যমের হাতে পৌঁছে দেয়নি, উল্টো তাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু জুলি এখন আর নেই!

স্ত্রীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মার্ডক, মাথাটা তুলে নিল দু'হাতে, শেষ প্রতিক্রিয়াটা খেয়াল করল। জুলির চোখে বিস্ময় ফুটে আছে এখনও, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ওর সময় ফুরিয়ে গেছে। আরও উবু হলো মার্ডক, জুলির ঠোঁটে শেষবারের মত চুমু দিল। লাশের শীতল ঠোঁট অনেকটা ঝুলে পড়েছে। মার্ডক স্তন ধরে দেখল কোথায় আঘাতটা লেগেছে।

স্ত্রীকে শেষ বিদায় দিতে চাইল মার্ডক, কিন্তু কেভিন হ্যাক্সলে

বাধা দিল তাকে, 'বস্?'

জুলিকে শুইয়ে দিল মার্ডক, উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলল, 'আমাকে বিরক্ত করার সাহস কোথায় পেলে তুমি?' রাগে থমথম করছে তার চেহারা। আবার বলল, 'এত বড় সাহস হলো কী করে তোমার?'

'মিস্টার বার্নহার্ট অপেক্ষা করছে। আমাদের দ্রুত এখান থেকে সরে যেতে হবে। এখানে আর কিছু থাকল না, তবে প্রজেক্টটা এখনও আছে। ওটা শেষ হলে নতুন করে কাজে নামতে হবে আমাদের।'

মার্ডকের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে, হঠাৎ বুঝতে পারল কেবিন হ্যাক্সলে কী বলছে।

'ঠিক আছে, আমরা এ জীবন পিছনে ফেলে নতুন করে সব শুরু করব,' বলল মার্ডক। 'নতুন ক্যাম্প চালু করতে হবে, প্রজেক্ট শেষ করব আমরা। তবে ওটা শেষ হওয়া মাত্র মাসুদ রানা আমার হাতে মরবে। আমার কাছ থেকে একটা জিনিস কেড়ে নিয়েছে সে, কাজেই খুন হবে সে। আমার হাতে নিষ্ঠুরভাবে মরতে হবে তাকে।'

দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, রাগ সব মিলে মাথা গরম হয়ে গেছে কেভিন হ্যাক্সলের, রাগের সুরে বলল, 'ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই আমাদের, স্যর। ভুলে যাবেন না আপনিই আমাদের বিপদে ফেলেছেন।' কড়া শোনাল তার কণ্ঠ, 'আপনি মাসুদ রানাকে গুলি করতে পারতেন, সাধারণ যে-কোনও পথে খুন করতে পারতেন—কিন্তু না! আপনার চাই এমন একটা খেলা যে-খেলায় মাসুদ রানা জিতেও যেতে পারে। অসাধারণ ভাবে মরতে হবে তাকে—কই, মরল? মরেনি তো সে! আপনারই ভুলের কারণে এখন আমরা সবাই ভয়ঙ্কর বিপদে!'

হ্যাক্সলের রাগারাগির ফলে আচমকা হেসে ফেলল মার্ডক, একহাতে হ্যাক্সলের কাঁধ জড়িয়ে ধরল সে, আপন বড় ভাইয়ের মত নরম স্বরে বলল, 'কেভ, তুমি ঠিকই বলেছ। ভুলগুলো আমিই

করেছি। আর সেজন্য শিক্ষাও পেয়েছি। দ্বিতীয়বার ভুল করব না আমি। আবারও যদি মাসুদ রানাকে পাই... স্বাভাবিক পন্থা ব্যবহার করব, এক সেকেণ্ড দেরি করব না ওকে খুন করতে।'

প্রচণ্ড শক্তিশালী মানুষটার দিকে তাকাল কেবিন হ্যাক্সলে, চোখ বিস্ফারিত হলো তার। বসকে ভাল করে চেনে সে, তারপরও বিস্মিত হয় এখনও—এ লোক এইমাত্র কী বলেছে বুঝতে দেরি হলো না তার। খুন করার আগে ঠিক এমনি সুরে কথা বলেছিল বস একান্ত অনুগত পিটার সাইমনের সঙ্গে!

কথাটা মনে পড়তেই চমকে উঠল কেভিন হ্যাক্সলে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখাবার সুযোগ পেল না—দেরি হয়ে গেছে তার। মস্ত ভুল করেছে সে। ভয়ঙ্কর এই খুনির ঠোঁট থেকে হাসি দূর হয়ে গেছে।

হঠাৎই হ্যাক্সলের মাথাটা দু'হাতে ধরল মার্ডক, ভয়ানক একটা মোচড় দিল। ঘাড়ের কাছে কড়াৎ করে আওয়াজ হলো, মুহূর্তে ভারটেব্রা ভেঙে গেল। কয়েক সেকেণ্ড ছটফট করল দেহটা, তারপর স্থির হয়ে গেল।

স্ত্রীর পাশে পড়ে আছে কেভিন হ্যাক্সলে, তাকে একবার দেখল মার্ডক, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিড়বিড় করে বলল, 'দু শ' আটানব্বুই।'

দীর্ঘ সকাল দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়েছে, রাত এখন গভীর। এরিক স্টার্নের সমস্ত চেষ্টা বৃথা গেছে, অ্যাসল্ট টিম মার্ডক শিমার ম্যাসনের বাড়িতে হানা দিয়ে তাকে পায়নি। বদলে ওখানে তিনটে লাশ ছিল। এজেন্ট গুডনার, কেভিন হ্যাক্সলে ও জুলি ম্যাসনের মৃতদেহ সরিয়ে নেয়া হয়েছে। টোয়াইলাইটে মার্ডক শিমার ম্যাসনের অতীত অপরাধের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু লোকটা কীভাবে উধাও হলো তা এখনও বের করা যায়নি।

জেকিল আইল্যাণ্ড ক্লাব হোটেলে নিজেদের ঘরে বসে আছে

মাসুদ রানা। এরিক স্টার্নের দলেরও অনেকে উপস্থিত। স্টার্ন এখানেই টেম্পোরারি হেডকোয়ার্টার বসিয়েছে। কথা বলছে না কেউ, ক্লান্ত-হতাশ। টেলিভিশনে সিএনএন চলছে। হেডলাইন নিউজগুলো দেখছে সবাই। হঠাৎ রানা নড়ে বসল, ওর মনে হলো যা খুঁজছে সেটা পেয়ে গেছে ও।

টেলিভিশনের পর্দায় মহিলা অ্যাঙ্কারের ভ্রূ কুঁচকে উঠল, রিপোর্ট শুরু করল, 'জ্যাকসনভিল থেকে নিউ ইয়র্কগামী টিডাব্লিউএ ফ্লাইট ১২৭ নিউ ইয়র্ক জন এফ কেনেডি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করে।' অ্যাঙ্কারের পাশে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোগ্রাফ দেখা গেল। 'পুলিশ জানায় এ ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার রন শিল্ডার নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। জানা গেছে টিডাব্লিউএ ফ্লাইট ১২৭-এ তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। বিমান নিরাপদে অবতরণ করলে জানা যায় তিনি আগেই মারা গেছেন।'

'এটাই,' বলল রানা। 'মার্ডক নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গেছে।'

'আপনি শিয়োর, মিস্টার রানা?' কাপে কফি ঢেলে নিল স্টার্ন।

'এ দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ও,' বলল রানা।

ওর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল স্টার্ন, পাশের টেবিলে রাখা আইবিএম ল্যাপটপ খুলল। আনমনে বলল, 'নিউ ইয়র্কে কেন?' ল্যাপটপের কিবোর্ডে আঙুল নাচতে শুরু করল তার। 'আপনি বলেছেন লোকটা তিন শ' তম খুন করবে কয়েকদিনের মধ্যে। রন শিল্ডার হয়তো তিন শ' তম।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'আমার ধারণা আমাকে খুন করতে না পেরে শিল্ডারকে বেছে নিয়েছে মার্ডক। আমার হিসেব অনুযায়ী সে আছে এখন দু শ' নিরানব্বুই-এ।'

'বড় কোনও কাজে গেছে সে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টার্ন। 'কোনও সিনেটার, কংগ্রেসম্যান, কোনও অভিনেতা, বা...'

'বা কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী...' থমকে গেল রানা। 'ল্যাপটপে ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের নোটিসটা একটু দেখবে,

স্টার্ন?'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল এজেন্ট, তারপর পাসওয়ার্ড দিয়ে এন্টার টিপল।

পাশ থেকে তাকিয়ে থাকল রানা। ওয়েব-পেজ বেরিয়ে আসতেই দেখা গেল, গত দু'দিন আগে গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই নিউ ইয়র্কে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেন্ট, ইটালিয়ান প্রধানমন্ত্রী ও জার্মান প্রেসিডেন্টও রয়েছেন।

জলবায়ুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, তবে তাঁরা সবাই পুরুষ। জাতিসংঘে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর উষ্ণ পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন তাঁরা। ঠিক করা হয়েছে আবারও কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলন করা হবে, তাঁদের দাবি নতুন করে জানাবেন তাঁরা—জোর গলায় বলছেন সবাই: উন্নত দেশগুলোকে পঞ্চাশ সালের অনেক আগেই, বিশ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ পঁচানব্বুই শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে; নইলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবে।

দ্রুত পড়ছে রানা। পেজের মাঝামাঝি নেমে চোখ আটকে গেল ওর। জানত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন! পাওয়া গেল ক্ষমতাশালী দু'জন ভদ্রমহিলা, ভাবল রানা। কোন্‌জন খুন হবেন? জার্মান প্রেসিডেন্ট? নাকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী?

মার্ডকের কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর—'আমার তিন শ' তম হবেন অত্যন্ত বিশিষ্ট এক মহিলা। বহু দৈনিক পত্রিকা তাঁকে নিয়ে লিখেছে, আরও লিখবে।' আইএসআই-এর কথা মনে পড়ল রানার। সম্ভবত তারাই ভাড়া করেছে মার্ডককে। নিশ্চিত হয়ে গেল ও, আইএসআই-এর কোনও প্রয়োজন পড়েনি জার্মানির প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দেয়ার। কিন্তু নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপর আক্রোশ আছে তাদের। যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও শাস্তি ঠেকাতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন এই একটি ব্যক্তিকে খুন

করতে পারলেই স্তব্ধ হয়ে যাবে বিচারের কার্যক্রম। অতীতে বেশ কয়েকবার নিজেরা চেষ্টা করে বিফল হওয়ায় কিল-মাস্টারকে ভাড়া করেছে তারা ইউনিয়নের মাধ্যমে।

উঠে দাঁড়াল রানা, শান্ত স্বরে বলল, 'কাকে খুন করবার চেষ্টা হবে সেটা পাওয়া গেছে, স্টার্ন।'

'কাকে?' জানতে চাইল স্টার্ন।

মার্ডক নতুন শিকার সম্পর্কে কী বলেছে সংক্ষেপে জানাল রানা। যোগ করল, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, নইলে খুন হয়ে যাবেন উনি।'

'এফবিআই কোনও সাহায্য করতে পারে?' জানতে চাইল স্টার্ন।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের প্রধানমন্ত্রীর শিডিউল যোগাড় করব আমি, ওঁর সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে থাকলে খুশি হবো।'

একুশ

নিউ ইয়র্ক জবুথবু হয়ে গেছে শীতে। আটলান্টিক থেকে শীতল হাওয়া ধেয়ে আসছে, বিখ্যাত নেভি পিয়ারে দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল মাসুদ রানা। অবজার্ভেশন ডেক-এ দাঁড়িয়ে সূর্যের পড়তি আলোয় শহরের দিকে তাকাল। মনে মনে জটিল একটা দাবা খেলছে ও, নানাভাবে হিসাব কষছে। পাশে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখছে এরিক স্টার্ন।

রানার চিন্তা বাধা পেল, এক যুবক খাস কুমিল্লিয়ান ভাষায় বলে

উঠেছে! 'মাসুদ বাই, আইয়েন। ডাক পরছে আপনেরার।' স্যুট পরনে তরুণ, বোঝা যায় না বুকের কাছে শোল্ডার হোলস্টার আছে। থমথম করছে মুখ।

'চলো যাই,' স্টার্নকে বলল রানা। অবজার্ভেশন ডেক থেকে নেমে এল দু'জন, বিসিআই-এর তরুণ এজেন্টের সঙ্গে এগোল।

ওদের পথ দেখিয়ে কনফারেন্স হল-এ নিয়ে এল ছেলেটা। একঘণ্টা পর ডায়াসে উঠবেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রকাণ্ড হল এখন পর্যন্ত প্রায় ফাঁকা। বাংলাদেশিরা মাত্র আসতে শুরু করেছে। সাংবাদিক ও টেলিভিশন ক্রুরা অবশ্য চলে এসেছে আগেভাগেই।

প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন বিভিন্ন দেশের বিশজন রাষ্ট্রপ্রধান, যুক্তরাষ্ট্রের পঁচিশজন প্রভাবশালী সিনেটর, ও পঁয়তাল্লিশজন কংগ্রেসম্যান। তাঁরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পেশ করা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন। তবে তাঁদের আসতে এখনও পঞ্চাশ মিনিট বাকি আছে। বাংলাদেশ বিমান তাঁদের ওয়াশিংটন থেকে নিয়ে এসেছে, পাঁচ মিনিট হলো ওটা জন এফ কেনেডি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমেছে।

কিছুক্ষণ আগে নেভি পিয়ারের কানেক্টেড হল থেকে সংযুক্ত দেয়ালগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ঘরদুটো মিলে এখন প্রকাণ্ড একটা হলঘর হয়েছে। সাতশো লোক বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম সারি চেয়ারের সামনে উঁচু পডিয়াম, ওখানে অসংখ্য মাইক্রোফোন ও টিভি ক্যামেরা দেখা গেল।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আজ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষ থেকে উন্নত বিশ্বের কাছে সহায়তা চাইবেন। পরিষ্কার ভাবে জানাবেন, সাগরের উচ্চতা বাড়তে শুরু করায় বাংলাদেশের মত যেসব নিচু দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জন্য দায়ী উন্নত বিশ্বের বিশেষ কয়েকটি দেশ। তারাই হাজারো কারখানা গড়ে কার্বন বিষ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষিত করেছে। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য

করতে হবে তাদের। তিনি পঞ্চাশ বছর পরের পৃথিবীর বর্ণনা দেবেন। স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেবেন উন্নত দেশের উচিত এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে কোটি কোটি লোক সরিয়ে নেয়া। তাঁর বক্তব্য শেষে নিজেদের কথা বলবেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা।

সিকিউরিটির কাজে ব্যস্ত রয়েছে বাংলাদেশ আর্মির চৌকশ অফিসাররা, রয়েছে সিআইএ ও এফবিআই। অনায়াসে এদের সবাইকে পার হলো সৈয়দ তওসিফ ইমরান। তার সঙ্গে এগিয়ে চলল রানা ও স্টার্ন। কনফারেন্স হলের পিছনে ছোট কয়েকটা হল পার হলো ওরা, তারপর একটার সামনে থামল তওসিফ। দরজা নক করে হাতের ইশারা করল সঙ্গীদের। 'মে উই কাম?' দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তরুণ এজেন্ট। বলল, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মিস্টার মাসুদ রানা ও এরিক স্টার্ন এসেছেন।'

সিকিউরিটি ফোর্সের লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী, চোখ তুলে মৃদু হাসলেন, হাতের ইশারায় সামনের চেয়ার দেখালেন। 'মেজর রানাকে আমি চিনি, কেমন আছেন আপনি? ...আর এঁর নাম ঠিক জানি না।'

'ভাল আছি,' বলল রানা। হাতের ইশারায় দেখাল, 'ইনি এফবিআই-এর স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন।'

কার্পেটের বুকে নিঃশব্দে চেয়ারে টেনে বসল ওরা। খসখস আওয়াজ হলো।

'বলুন?' একটু ঝুঁকে রানার দিকে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী।

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার জীবনের উপর হামলা আসতে পারে, বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে,' বলল রানা। 'সে-কারণেই আজকের এই কনফারেন্স বাতিল করলে ভাল হয়।'

'জীবনের উপর হামলা আসতে পারে তা আমাকে জানানো হয়েছে,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। মৃদু হাসছেন। 'আপনারা তো আছেনই। বিসিআই নিরাপত্তার দিকটা দেখছে, আমার গার্ডরা রয়েছেন, এদিকে সিআই-এফবিআই-এনএসএ সবাই তৈরি, তাঁরা

বিদেশি ডিগনিটরি, সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানদের নিরাপত্তার দিকটা দেখছেন।'

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী...' শুরু করলেন তাঁর একান্ত সচিব।

ডানহাত সামান্য উঁচু করলেন প্রধানমন্ত্রী, রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি কি চেনেন কে আমাকে খুন করতে আসবে?'

'লোকটাকে চেহারায় চিনি, সে নিজে আসবে না কিলার পাঠাবে, কিংবা কোন্ পন্থা গ্রহণ করবে, তা জানি না,' বলল রানা। দু'সেকেণ্ড দ্বিধা করে বলল, 'আজ পর্যন্ত কয়েক শ' মানুষ হত্যা করেছে সে। বিফল হয়েছে কেবল একবার।'

টেবিলের বামদিকে বসে থাকা এক ভারিক্কি, গোমড়া চেহারার ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনারা কী বলেন?'

'আমি মিস্টার রানার সঙ্গে একমত,' বললেন ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আক্তার হাসান। 'আজকের কনফারেন্স বাতিল করে দেওয়াই ভাল বলে মনে করি।'

'কিন্তু আমি ভয় পাই না,' শান্ত স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'এই কনফারেন্স এখন আর থামানো যাবে না। আমাদের বাংলাদেশের মত যত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য জানাতে হবে আমার। অনেকদিন ধরে ইউএস সিনেট ও কংগ্রেসে লবিং করেছি আমরা, ক্ষমতাধর বহু দেশের প্রধানদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছি; তাঁরা অনেকেই আমাদের পক্ষে কথা বলবেন জানিয়েছেন। এখন আমরা পিছিয়ে যেতে পারি না। আমি অন্তত আমাদের কথা বলবই।'

'মাননীয়...'

মৃদু হেসে ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) আক্তার হাসানকে থামিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী, 'আগেও আমার দিকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, গ্রেনেড দিয়ে আমাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে অনেকে। সন্ত্রাসী, খুনিদের নানা অত্যাচার সয়েছি, মরতে মরতে বেঁচে গেছি—কিন্তু পিছিয়ে যাইনি কখনও। আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছি। আজও

তাঁর ভরসায় দাঁড়াব আমি, দুনিয়ার মানুষকে জানাব আমাদের দুরবস্থার কথা।'

'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার আদেশের অন্যথা হবে না,' বললেন ব্রিগেডিয়ার হাসান। 'আমরা আপনাকে সরিয়ে নেব না। তবে একটু আগে বিসিআই-এর চিফের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। এই মুহূর্ত থেকে কনফারেন্সটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিস্টার মাসুদ রানা আপনার সিকিউরিটি দেখবেন।' রানার দিকে তাকালেন তিনি।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আমাদের প্রথম কাজ হবে সিকিউরিটির সবাইকে ব্রিফ করা। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই ঠেকাতে হবে খুনির পরিকল্পনা। এফবিআই এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে থাকবে। চলুন, সবাইকে নিয়ে বসি কোথাও।'

'নিশ্চয়ই, মেজর রানা,' উঠে দাঁড়ালেন ব্রিগেডিয়ার। 'প্রথমে ওদের জানতে হবে লোকটা কে এবং কী করতে চায়।'

প্রধানমন্ত্রীর দিকে একবার তাকাল রানা, তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে সালাম জানাল।

উঠে দাঁড়িয়েছে স্টার্ন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ছোট্ট একটা নড করল।

মৃদু হাসলেন তিনি, স্টার্নের উপর থেকে রানার উপর চোখ চলে গেল তাঁর। মনে হলো না ভয় পেয়েছেন। বললেন, 'কনফারেন্স শেষ হলে দেখা হবে।'

ব্রিগেডিয়ার হাসানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল রানা ও স্টার্ন। ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'ছেলেদের কী বলবেন দেখতে চাই আমি, আমিও সঙ্গে থাকছি।'

'আমাদের প্রথম কাজ হবে সবাইকে সাসপেক্টের ছবি পৌঁছে দেয়া,' বলল রানা। জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা কাগজ বের করল ও, ভাঁজ খুলে এগিয়ে দিল। ওর দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী স্টার্নের এক লোক ওটা এঁকেছে। মার্ডককে চেনা যায় কোন নিষ্ঠুর লোক হিসাবে।

আধ ঘণ্টা পর প্রথম সিকিউরিটি চেক পয়েন্টে হাজির হলো মার্ডক শিমার ম্যাসন, হালকা পায়ে এগিয়ে গেল। চেক পয়েন্টের পাশের দেয়ালে নিজের আঁকা ছবি দেখল সে। বিশেষ করে চোখ দুটো ভাল এঁকেছে শিল্পী। মৃদু হাসল মার্ডক। যে দু'জন গার্ড সবাইকে একে একে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে তাদের দিকে তাকাল সে। চেহারা দেখে মনে হলো এরইমধ্যে বিরক্ত হয়ে গেছে তারা। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে চারজন সশস্ত্র প্রহরী। সবার উপর চোখ রাখছে তারা। তবে মাসুদ রানা যে চেহারা আঁকিয়ে নিয়েছে, সেটার সঙ্গে মার্ডকের এখন আর কোনও মিল নেই।

নিজের পালা আসতেই বামপাশের গার্ডের সামনে দাঁড়াল মার্ডক, নিচু স্বরে বলল, 'আজকে তো দেখছি খুব কড়া সিকিউরিটি।' অপলক চোখে লোকটার দিকে তাকাল সে।

'সতর্ক থাকছি আমরা,' কষ্ট করে হাসল গার্ড। এই একই কথা বলেছে অন্তত এক ডজন অতিথি। এদিকে উপর মহলের কর্মকর্তা জানিয়ে দিয়েছেন, অতিথিদের দিকে চেয়ে হাসি-হাসি ভাব করতে হবে তাদের।

মার্ডকের চোখে দৃষ্টি রাখল গার্ড, এক সেকেণ্ড পর হাতের ইশারায় এগিয়ে যেতে বলল।

সহজে চেক পয়েন্ট পার হওয়ায় বিন্দুমাত্র অবাক হলো না মার্ডক। গার্ডদের যতই সতর্ক করা হোক, মানুষের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সে প্রথম দৃষ্টিতে সামনের লোকটাকে মোটামুটি দেখে। হয়তো কারও নাক অতিরিক্ত বড়, চোখ ছোট, বা ঠোঁট পাতলা—এসবই মনের উপর ছাপ ফেলে। সময় নিয়ে অভিনিবেশ দিয়ে না দেখলে কেউ বোঝে না সামনের লোকটা কেমন।

নিজের চেহারার মূল ভাবটা বদলে নিয়েছে মার্ডক, চোখ-নাক-মুখে সূক্ষ্ম পরিবর্তন এনেছে। বড় পরিবর্তন হচ্ছে তার চুল—লম্বা কালো চুলগুলো নেই এখন, সোনালী ক্রু কাট করেছে সে

চুলগুলো। দাড়িটা গায়েব হয়েছে, এখন সে ক্লিন শেভড। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লুকাতে নাকের উপর রেখেছে ওয়ায়্যার-রিম্‌ড্ গ্লাস। ওটার কারণে গর্তে বসে যাওয়া চোখ দুটো আর নজরে আসে না। ভ্রূতে সামান্য কারিগরী করেছে, সঙ্গে রয়েছে চোয়ালের হাড়ে সামান্য শ্যাডোয়িং। সব মিলে নিজেকে একদম নতুন করে নিয়েছে সে। তার মা পর্যন্ত দ্বিতীয়বার না দেখলে বুঝতে পারত না এ ভদ্রলোকই আসলে তার ছেলে।

ওর জন্যে কঠিনতম কাজটা ছিল স্বাভাবিক ভাবে হাঁটা। এখন তার সঙ্গে কোনও ওয়াকিং স্টিক নেই। প্রতিমুহূর্ত হিপের ব্যথার সঙ্গে লড়াই করছে সে, আপাতত নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। মাসুদ রানা নিশ্চয়ই এই ব্যথার কথা জানিয়েছে গার্ডদের, কাজেই তারা খোঁড়া কোনও লোকের জন্য চোখ খোলা রাখবে। তবে বেশিক্ষণ এভাবে হাঁটতে পারবে না সে, প্রতি কদমে ব্যথা বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয় চেক পয়েন্ট পার হয়ে গেল মার্ডক, কনভেনশন হল-এ ঢুকে পড়ল। চারপাশ দেখল না, সিঁড়ি বেয়ে দোতলা ব্যালকনিতে উঠে এল, বুলেট প্রুফ কাঁচের ভিতর দিয়ে নীচের হল-এর দিকে তাকাল। উপরের ব্যালকনিতে দু'চারজন আছে। তাদের এড়িয়ে নির্দিষ্ট লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। এ লোকই ইউনিয়নের লেফটেন্যান্ট, তার কানেকশন। আর সবার থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছে সে।

'সব ঠিক চলছে,' নিচু স্বরে বলল লোকটা। 'ডিভাইস জায়গামত বসানো হয়েছে। ট্রিগার নিয়ে আমি তৈরি। অনুষ্ঠান শুরু হলেই...' মৃদু হাসল সে।

আস্তে করে মাথা নাড়ল মার্ডক, 'না। প্ল্যান বাতিল করেছি আমি। তুমি হোটেলে ফিরবে এখন। কী করা হবে সেটা পরে জানাব আমি।'

মার্ডকের মুখোমুখি হলো লোকটা, অবাক চোখে তাকাল।

একটু চড়ে গেল কণ্ঠ, 'কেন? সবই তো ঠিক ছিল। আপনার লোকের কাছে শুনেছি জিনিসটা এখানে রাখতে ঝাড়া দুই-দু'টা সপ্তাহ লেগেছে।'

'গলাটা নামাও, লেফটেন্যাণ্ট,' চাপা স্বরে বলল মার্ডক। 'পরিস্থিতি বদলে গেছে। আমার নির্দেশ বদলেছি। হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করো। কী করতে হবে পরে জানিয়ে দেব।'

রাগে লোকটার চেহারা লাল হয়ে গেল, বড় করে শ্বাস ফেলল। তবে হুকুম মেনে নিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

একা দাঁড়িয়ে থাকল মার্ডক, কোটের উপর হালকা চাপড় দিল। ওখানে রয়েছে তার তৈরি ট্রিগার। সত্যিকারের ট্রিগার! এখন পর্যন্ত তার প্ল্যানমত চলছে সব। ভদ্রমহিলাকে নিজের হাতে শেষ করবে সে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে পুলিশে ফোন দিয়ে লেফটেন্যাণ্টকে ধরিয়ে দেবে। এরপর থেকে যা ঘটবে সেসবের ঠেলা সামলাবে ইউনিয়ন।

ডানহাতে ক্লিন শেভড গালে হাত বোলাল মার্ডক, স্মিত হাসল। তিন শ'তম হাতের কাছে চলে এসেছে। নিজের হাতে খুন করবার আনন্দই আলাদা!

প্রকাণ্ড হলঘর ও উপরের সবখানে ঘুরে এসেছে রানা, সিক্রেট সার্ভিস ডিটাচমেণ্টও সন্তুষ্ট হয়েছে। চারপাশের পজিশনগুলো চেক করেছে রানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর আততায়ী হিসাবে ওকে পাঠানো হলে ও নিজে কী করত, ভেবেছে। চারপাশ দেখে কয়েকটা জায়গা বাছাই করেছে। গার্ডদের জানিয়ে দিয়েছে কোথায় নজর রাখতে হবে। নিজে এখন সবার উপর চোখ রেখেছে। হলরুমে সাতশো অতিথির মৃদু গুঞ্জন। বিদেশি অতিথি, সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান সবাই চলে এসেছেন, তাঁদের প্রথম সারিতে বসানো হয়েছে। এফবিআই ও সিআইএ তাঁদের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। একটু পর প্রধানমন্ত্রী পডিয়ামে উঠবেন। সময় হয়ে এল

প্রায়। কিন্তু মার্ডকের কোন পাত্তা নেই। চারপাশে সমস্যার কোনও চিহ্নমাত্র নেই।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন। আপনারা জানেন তিনি...'

পিএ সিস্টেমের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিল রানা, মার্ডকের খোঁজে আবারও চারপাশ দেখতে শুরু করল।

কাছাকাছি চেহারার কোনও লোক নেই, যাকে সন্দেহ করা যায়। কিন্তু হঠাৎ ঘাড়ের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল ওর, পরিচিত অনুভূতিটা চেনে। কেউ একজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুরে দাঁড়াল রানা, সরাসরি চোখ চলে গেল উপরের ব্যালকনির দিকে। এক লোক বুলেট প্রুফ কাঁচের ওপাশ থেকে শীতল চোখে তাকিয়ে আছে। তার দিকে দু'সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর হঠাৎ বুঝে ফেলল ওখানে কে আছে! তার চুল বদলে গেছে, দাড়িটা নেই, যোগ হয়েছে ওয়ায়্যার-রিম্‌ড্ চশমা; কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি বদলে যাওয়ার নয়! লোকটা ধূসর ব্রিয়োনি স্যুট পরেছে, কিন্তু সন্দেহ নেই লোকটা মার্ডক শিমার ম্যাসনই!

রানার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল সে, কোমরের পিছনে দুই হাত বাঁধা, নীরবে তার চোখ যেন বলছে, 'এই মজার খেলাতে আমিই জিতলাম, মাসুদ রানা—তুমি হেরে গেছ!'

বলে চলেছেন প্রেস সচিব, 'এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এখনই আপনাদের সামনে আসছেন। আপনারা প্লিজ...'

পডিয়ামের পিছনের পর্দা সরে গেল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বেজে উঠল বিউগলে, উঠে দাঁড়ালেন সবাই।

রানার দিকে আর তাকাল না মার্ডক, তার দৃষ্টি চলে গেল অন্যদিকে। তার চোখ অনুসরণ করল রানা। লোকটা প্রধানমন্ত্রীর

দিকে তাকিয়ে নেই! ছাদের দিকে চেয়ে আছে! ওখানের লাইট ফিক্সচারে কোনও ধরনের ডিভাইস আছে! সম্ভবত লুকানো কোনও বোমা! অবশ্য কিছুই চোখে পড়ছে না!

বেল্ট থেকে রেডিওটা খুলে নিল রানা, সিকিউরিটির চিফকে কল দিল, 'মিস্টার হাসান, ও এখানে। প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নিন!' বোধহয় জোরাল মাইকের কারণে ওর কণ্ঠ বুঝতে পারছেন না ভদ্রলোক। মার্ডকের দিকে তাকাল রানা, চোখ লক্ষ্য করল। অনুসরণ করল দৃষ্টি, এবার পডিয়ামের মাথার উপরের আই বিমের উপর চোখ থামল ওর। ওখানে খুদে একটা লাল দাগ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কী ঘটতে চলেছে। ডিভাইসটা আছে মেঝেতে। ওখান থেকে লেজার পয়েন্টারটা সরাসরি গেছে সিলিঙে—ওটাই বলে দেবে প্রধানমন্ত্রী ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়েছেন কি না। আবারও মার্ডকের দিকে তাকাল রানা, লোকটা গাড়ির অ্যালার্ম রিমোটের মত একটা জিনিস বের করেছে, এখনও চেয়ে আছে লাল বিন্দুটার দিকে!

ব্রিগেডিয়ার হাসানকে বলে আর কোনও লাভ নেই! তবুও রেডিওতে মেসেজ দিল রানা, 'ও দোতলায়, মিস্টার হাসান!'

কোনও সাড়া নেই। বিউগল বাজছে। ইয়ার-পিস রানার কথাটা ব্রিগেডিয়ার আক্তার হাসানের কাছে পৌঁছে দেয়নি। নিশ্চয়ই নীচের ডিভাইসটার আরেকটা কাজ, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জ্যাম করা। সে-কারণেই সিক্রেট এজেন্টদের কাছে কিছুই পৌঁছেনি।

সংক্ষিপ্ত ভাবে জাতীয় সঙ্গীত থেমে যেতেই বিউগল স্তব্ধ হলো, আরেকবার রেডিওতে বলল রানা, 'ব্রিগেডিয়ার হাসান, আমি মাসুদ রানা বলছি, ওই লোক এখন দোতলায়।'

কোনও জবাব এল না।

সবাই বসে পড়েছে।

এক সেকেণ্ড মার্ডকের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, ভাবল, জ্যামার্সের কারণে কোনও কথা বলা যাবে না। কোমরে গোঁজা

ওয়ালথার এক টানে বের করে নিল ও, পরমুহূর্তে হলঘরে গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। আওয়াজটা চারপাশে প্রতিধ্বনিত হলো। বুলেটের আঘাতে ছাদ থেকে সিমেণ্ট খসে পড়ল।

সবাই হৈ-চৈ শুরু করেছে। দ্বিতীয় গুলির আওয়াজে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করলেন ভদ্রমহিলারা। পডিয়ামের দিকে তাকাল রানা। ব্রিগেডিয়ার হাসান ও তাঁর এক গার্ড পাশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নিজেদের শরীর দিয়ে আড়াল করে ফেললেন তাঁকে। বাংলাদেশ আর্মির গার্ড রেজিমেণ্ট, সিআইএ ও এফবিআই এজেণ্টরা অস্ত্র বের করে ফেলেছে, গুলির উৎস খুঁজছে। সবাই খেয়াল করল যে-লোক তাদের অতি সতর্ক থাকতে বলেছে, সেই লোকই গুলি করেছে। লোকটার পিস্তলের নল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে এখনও! উন্মুক্ত অস্ত্র হাতে তার দিকে ছুটে এল সবাই।

পিস্তলের নল ডানহাতে ধরে বুঝিয়ে দিতে চাইল রানা, ওর পক্ষ থেকে কোনও বিপদ হবে না। দেরি না করে পিস্তলটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখল ও।

প্রধানমন্ত্রীকে পডিয়াম থেকে সরিয়ে দেয়ার আর কোনও পথ ছিল না ওর, নিজে গার্ডদের গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে। চারপাশ থেকে তেড়ে আসছে গার্ড ও এজেণ্টরা। আস্তে করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। আই বিমের দিকে চোখ গেল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল। অভিশাপ দিল নিজেকে। ব্রিগেডিয়ার হাসান সম্ভবত মার্ডকের ডিভাইসের উপর প্রধানমন্ত্রীকে নামিয়ে এনেছেন! উঠে দাঁড়াতে চাইল রানা, কিন্তু তখনই চারপাশ থেকে এল গার্ডরা, কয়েকজনের বুট ওকে মেঝের সঙ্গে গেঁথে ফেলল।

সবার পায়ের ফাঁক দিয়ে তখনও মার্ডকের হাসি-মুখ দেখতে পেল রানা। লোকটা বুলেট প্রুফ কাঁচের ওপাশ থেকে তাকিয়ে আছে, মাথা উপর-নীচ করল, যেন নিঃশব্দে বলছে, 'ভালই চেষ্টা করেছ তুমি, হে!' পরমুহূর্তে রিমোটের বাটন টিপল সে।

হলঘর আবারও কেঁপে উঠল গুলির আওয়াজে। পডিয়ামের

উপর ঝর্নার মত রক্ত ছিটকে উঠল।

প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করেছে মার্ডক, ভাবল রানা। মন তিক্ত হয়ে গেল, সহজ একটা অ্যাসাইনমেন্ট কেঁচে ফেলেছে ও।

রেজিমেন্ট অভ গার্ডস্ ও এজেন্টরা চারপাশ থেকে রানাকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু কেউ কেউ এখন অন্যদিকে অস্ত্র তাক করছে, টার্গেট খুঁজছে। এফবিআই ও সিআইএ-র এজেন্টরা সিনেটর ও কংগ্রেস-ম্যানদের ঘিরে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। ওদিকে দর্শক-শ্রোতারা হুড়মুড় করে দরজাগুলোর দিকে ছুটেছে।

রানার মাথা এখনও মেঝেতে পড়ে আছে, কিন্তু ওর দৃষ্টি দোতলার বুলেট প্রুফ কাঁচের দিকে। খুঁড়িয়ে সরে যাচ্ছে মার্ডক শিমার ম্যাসন!

বাইশ

'ঠিক আছে, ওঁকে তুলুন,' কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রানা, ব্রিগেডিয়ার হাসানের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড এই ভদ্রলোক, কর্নেল আতিক।

তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট এরিক স্টার্ন। রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

দেড় মিনিট ধরে রানার মাথার উপর বুট রেখে দাঁড়িয়ে ছিল এফবিআই-এর এক এজেন্ট, একটু সরে দাঁড়াল সে।

'ব্রিগেডিয়ার হাসান গুলি খেয়েছেন,' বলল কর্নেল আতিক। 'প্রাইমমিনিস্টার সুস্থ আছেন। ব্রিগেডিয়ারের কাঁধে গুলি লেগেছে। অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে।'

'আপনি গুলি করে সাবধান করে দেয়ায় প্রাইমমিনিস্টার বেঁচে গেছেন,' বলল স্টার্ন।

'মার্ডক শিমার ম্যাসন এখানে ছিল,' নিচু, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল রানা।

'আপনার সেই লোক?' বললেন কর্নেল আতিক। 'ভেতরে ঢুকতে পেরেছে লোকটা?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'খাটো সোনালী চুল, চশমা আছে, দাড়ি কেটে ফেলেছে, কিন্তু চোখ দেখে চিনেছি। আমাকেও ভালভাবেই চিনেছে সে।'

'কোথায় ছিল?' জানতে চাইলেন কর্নেল আতিক।

দু'চার কথায় জানাল রানা।

'আমরা গোটা নেভি পিয়ার বন্ধ করে দিচ্ছি,' বলল স্টার্ন। 'থরো চেকিং ছাড়া কাউকে ছাড়া হবে না। লোকটা যদি এরইমধ্যে বেরিয়ে না গিয়ে থাকে, ধরা পড়তে হবে।'

কর্নেল আতিক এক গার্ডকে হাতের ইশারা করলেন, সে মেঝে থেকে ওয়ালথারটা তুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। ওটা নিল রানা।

কর্নেল আতিক বললেন, 'আপনি একমাত্র লোক যে তাকে দেখেছেন, কাজেই চারপাশ ঘুরে দেখুন যদি ধরতে পারেন।'

ওয়ালথারটা বেল্টে গুঁজে চারপাশ দেখল রানা।

নিজের লোকদের নির্দেশ দিতে শুরু করলেন কর্নেল আতিক।

এফবিআই এজেন্টরা নির্দেশ পেল এরিক স্টার্নের কাছ থেকে। নেভি পিয়ারের চারপাশ আটকে দেবে তারা।

শুরু হলো মানুষ শিকার।

স্টার্নকে নিয়ে মূল হলের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। দেখল দরজার কাছে অনেকে ভিড় করেছে, বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

স্টার্ন জিজ্ঞেস করল, 'আগে কোনদিকে যাবেন?'

হাতের ইশারায় দোতলা দেখাল রানা। 'ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল

মার্ডক। একটা রিমোট দিয়ে ট্রিগার করেছে। বোধহয় ধরে নিয়েছে প্রাইমমিনিস্টার খুন হয়ে গেছেন। তাকে হাসতে দেখেছি আমি। তারপর ধীর পায়ে রওনা হয়ে গেছে।'

দশ মিনিট পর কর্নেল আতিক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে। ছড়িয়ে পড়ছে সবাই, অস্ত্র হাতে খুঁজছে আততায়ীকে। কিছুক্ষণ আগে এফবিআই থেকে অনেকে এসেছে, উপরের হলওয়ে খুঁজে কর্ডন করছে তারা।

সাধারণ স্ট্র্যাপিঙের এদিক-ওদিকে কিছু ফ্রি-স্ট্যাণ্ডিং পোস্ট রয়েছে, এফবিআই ওখানে চওড়া করিডর আগেই খুঁজেছে। স্টার্নকে নিয়ে স্ট্র্যাপের ব্যারিকেড ডিঙাল রানা, পিছন দিকটা একবার দেখে নিল। প্রকাণ্ড ব্যালকনির তিরিশ গজ পরপর একটা করে সিঁড়ি নেমেছে, বাইরের দিকের দেয়াল ঘেঁসে আছে ফাঁকা ম্যাজেনিন—দেড় তলা জায়গাগুলো দিয়ে যে-কেউ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারবে। কাঁচের ওপাশ থেকে প্রকাণ্ড কনভেনশন হলের দিকে তাকাল রানা। ওখানে উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে দেয়া হলো। অল্প ওয়াটের কিছু বাতি রাখা হয়েছে শ্রোতাদের বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। বাইরের অতিথিদের তল্লাসি শেষে আবারও এখানে ফিরবে এজেন্টরা, হলঘর আরেকবার নতুন করে সার্চ করবে।

নীরব অন্ধকার হল, ওটার দিকে তাকিয়ে ভাবল রানা—মার্ডক কি ওখানকার বিভিন্ন ডিসপ্লের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে? এফবিআই তো পুলিশের সহায়তা নিয়ে পিয়ার সিল করেছে। কারও চোখে না পড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে মার্ডক? কোনও বোট থাকলে অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু ওই জিনিস অনেকে দেখবে। পানির তলা দিয়ে চলে যেতে পারে লোকটা, কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম। মনে হয় না পালাতে পারবে।

ধারণা করল রানা, মার্ডক আবারও ছদ্মবেশ পাল্টাবে, ভিড়ের সঙ্গে মিশে যাবে। হেঁটে বা গাড়ি নিয়ে পিয়ার ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু বেশভূষা বা চেহারা বদলে নেয়ার জন্য তাকে

কোথাও আত্মগোপন করতে হবে। নিজের গাড়িতে বসে কাজটা করতে পারে, কিন্তু সেটা খুব কঠিন হবে—কনভেনশন সেন্টারের নীচের পার্কিং গ্যারাজে এখন অনেক লোকের ভিড়। সবাই লাইন দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মার্ডক তাদের সামনে কিছু করবে না।

লোকটার সামনে নানা পথ খোলা রয়েছে, ভাবল রানা। তবে ওর মন বলছে খুব কাছেই আছে সে। নিচু স্বরে বলল ও, 'স্টার্ন, পার্কিং গ্যারাজটা দেখবে একবার?'

নীরবে মাথা দোলাল স্পেশাল এজেন্ট, ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত এগোল রানা, তারপর নেমে এল হলঘরে। একটু আগেও এখানে ছিল ও, তখন ধারণা করেছে কোন জায়গা থেকে গুলি আসতে পারে। তবে এখন কোনও উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে না। ওর মন বলছে, মার্ডক পালানোর জন্য এখানে লুকাবে না। সে থাকবে, কারণ তার আরেক শিকার—ও নিজে এখানে আছে! শীতল স্রোত নেমে গেল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। মন বলছে, পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে।

প্রকাণ্ড ঘরে টিমটিমে বাতি জ্বলছে, একসিটগুলো সে-আলোয় আবছা দেখা গেল। হলঘরের গোলাকৃতি দেয়াল থেকে শুরু করে তিরিশ ফুট পর্যন্ত ভরে আছে কৃষি পণ্যের নানান জিনিসে। এক অংশ পেরিয়ে গেলেই ম্লান আলোয় অদ্ভুত কিছু গাছ দেখল। আরেকটু এগোতেই পাওয়া গেল লাইফ সাইজ কার্ডবোর্ড, ওটাতে লেখা মণ্ট্যানা ফার্টিলাইজার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি কোন্ সার তৈরি করছে।

ঘরে মানুষের সাড়া বা কোনও আওয়াজ নেই, কিন্তু রানার বুকের ভিতর কী যেন খচখচ করছে! গরম হয়ে উঠেছে দুই কান। দীর্ঘ র‍্যাফটারের কাছে কারও শ্বাসের আওয়াজ পেল যেন! গোলাকৃতি দেয়ালের কাছে ছায়ামত কী যেন নড়ছে! সাবধানে পা

টিপে এগোল রানা।

দেয়ালের কাছে কালো মত ওটা কী?

হয়তো ওটা ওর অতি-কল্পনা, বা এয়ার কণ্ডিশনারের কারণে ডিসপ্লের কিছু দুলেছে। রানা ভাবছে, এখানে হয়তো বোকার মত খামোকা খুঁজছে ও মার্ডককে। কিন্তু মন উল্টো গাইছে—এখানেই আছে সে!

একটা পটিং সয়েল ডিসপ্লের পিছনে আড়াল নিয়ে এগোল রানা, চলে এল সামার হাউজের মত একটা জায়গায়—এখানে ভিনাইলের ডিসপ্লে দেয়া হয়েছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, কী রে ব্যাটা, তোর মন নাকি বলে মার্ডক এখানে থাকবে! ছায়ার ভিতর জিনিসটা প্লাস্টিকের বড় একটা পাতলা শিট, হলের ফ্যানগুলো ওটাকে নাড়ছে।

বিরক্ত হয়ে নিজেকে বলল রানা, এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। ঘুরে দাঁড়াল ও, আর সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার বার্নহার্টের পরিচিত চেহারা দেখতে পেল মুখের কাছে!

'মিস্টার রানা,' খসখসে স্বরে বলল মিস্টার বার্নহার্ট, ঠোঁট চওড়া করে হাসল। 'আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো। খুব ভাল লাগছে।'

জলহস্তির কথা ভুললাম কী করে, ভাবল রানা। মার্ডক আর তার তিন শ' খুন নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে ওর মনেই পড়েনি এই কুকুরের কথা। মস্ত ভুল করেছে!

শান্ত কণ্ঠে বলল রানা, 'আমারও ভাল লাগছে এমন কথা বলতে পারছি না, কারণ...' কথাটা শেষ করল না ও, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মিস্টার বার্নহার্টের তলপেটের বামদিকে ঘুসি চালাল। স্পর্শকাতর জায়গায় লাগিয়েছে, যে-কোনও লোকের কিডনি নড়ে যাবে। জলহস্তিটা এবার শুয়ে পড়বে, ভাবল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে গেল, মিস্টার বার্নহার্ট পড়ল না। এখনও হাসছে, যদিও চোখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

হাসি হাসি ভাব করে বলল বার্নহার্ট, 'ভাল চেষ্টা। এবার আমার পালা, কেমন?'

বলে কী শালা...শালী! এক পা পিছিয়ে যেতে চাইল রানা, কিন্তু মিস্টার বার্নহার্ট বামহাতে ওর কাঁধ পাকড়ে ধরল, পরমুহূর্তে ডান হাত উপরে তুলেই নামিয়ে আনল!

চোয়ালে ঘুসি খেয়ে মাটিতে বিছানা নিল রানা। তিন সেকেণ্ড পর ধড়মড় করে উঠে বসল, মুখ ভরা রক্ত থু-থু করে ফেলল। বামপাশে চলে এসেছে মিস্টার বার্নহার্ট। এবার ওকে ঘাড় ধরে টেনে তুলবে, ভাবল রানা। না, তার চেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে!

গণ্ডারটা কুস্তির সুদিনের কথা ভোলেনি—কনুই নিয়ে নামবে পেটে! প্রফেশনাল কুস্তিগীর শো দেখানোর জন্য ওটা করে, মাটিতে পড়বার সময় কনুই হালকা ভাবে ফেলে। কিন্তু এই জন্তুটা ব্যথা দেয়ার জন্য পড়বে! দু'হাতে মেঝে ছেঁচড়ে পিছিয়ে গেল রানা, কিন্তু ততক্ষণে মিস্টার বার্নহার্ট মেঝের দিকে নেমে আসছে—ওর উপর পড়ছে!

বিরাট দেহটা আসছে, আরেকটু ছেঁচড়ে পিছাল রানা। ওর বদলে মেঝের উপর কনুই নিয়ে পড়ল বার্নহার্ট। তার গভীর কণ্ঠ থেকে মেয়েলি স্বর শুনল রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠেছে লোকটা।

পুরো দেহ নিয়ে সরে যেতে পারেনি রানা, ওর হাঁটুর উপর আড়াআড়ি ভাবে পড়েছে সে। চেষ্টা করেও পা টেনে নিতে পারল না রানা। গণ্ডারটা একবার ওর ঊরুর উপরে গড়িয়ে এলেই পেট-বুকের উপর পৌঁছে যাবে! তাই করল, দুই গড়ান দিয়ে একহাতে ধরে বসল রানার ঘাড়, জাপ্টে ধরে রানাকে হাফ-নেলসন ভঙ্গিতে আটকে ফেলল।

বামহাত অবশ হয়ে গেছে তার, কিন্তু অনায়াসে রানাকে একহাতে তুলে নিল, উঠে দাঁড়াল। রানাকে কিছু বলল না, হলঘরের আরেকদিকের কাউকে জানাল, 'ওকে পেয়েছি, বস!

আপনার জিনিস বুঝে নিন না!'

এই ভঙ্গিতে চোখ তোলা কঠিন, কিন্তু ডিসপ্লেগুলোর দিকে দৃষ্টি তুলল রানা—অবাক হয়ে দেখল, মার্ডক শিমার ম্যাসন ওদিকে একটা ববক্যাট এস২৫০ স্কিড স্টিয়ার লোডারের খাঁচার ভিতর বসে আছে। ববক্যাটের এক শ' সাতাত্তর কিউবিক ইঞ্চি ডিজেল টার্বো ইঞ্জিন থেকে মাঝারি গর্জন শোনা গেল। দ্রুত এগিয়ে এল লোডারটা।

এখন পর্যন্ত খুন করতে বলা হয়নি মিস্টার বার্নহার্টকে, ভাবল রানা। সে-সুযোগ এর নেই। এর বস নিজের হাতে খুন করতে চায় ওকে!

বিভিন্ন কৃষি পণ্যের পাশ দিয়ে এগিয়ে এল মার্ডক, গতি কমাল কাছাকাছি এসে। রানাকে নিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল মিস্টার বার্নহার্ট।

ববক্যাট এক্সিবিটের শেষ ডিসপ্লে পেরিয়ে আসতেই দেখা গেল ওটার বিপজ্জনক অস্ত্র। যন্ত্রের এসএসএল-এর সামনে লাগিয়ে রাখা হয়েছে একটা ট্রেঞ্চার। জিনিসটা দেখতে মস্ত বড় একটা দুই মিটার লম্বা চেইন-স'র মত। করাতটার আধহাত লম্বা ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো দিয়ে মাটিতে কেব্‌ল্‌ ও পাইপলাইন বসাবার জন্য হাতখানেক চওড়া সরু নালা তৈরি করা হয়। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য দাঁতগুলোর উপর ঢাকনা থাকে, কিন্তু এটার সেফটি শিল্ড সরিয়ে ফেলা হয়েছে। রানার কয়েক ফুট সামনে এসে থামল ববক্যাট। খাঁচার ভিতর থেকে কড়া চোখে শিকারের দিকে তাকিয়ে আছে মার্ডক। হাসছে না।

ট্রেঞ্চ-ডিগারের ধাতব দাঁতগুলো ঘিশঘিশ আওয়াজে ঘুরছে। স্কুপগুলো পুরু ব্লেডের উপর দিয়ে ঘুরছে। ববক্যাট ঝাঁকি খেল, আরেকটু এগিয়ে এল—খুব ধীরে রানার দিকে আসছে! থামল আবার। যেন ইঁদুর-বেড়াল খেলছে রানার সঙ্গে।

ঘোরার গতি বেড়ে গেল ট্রেঞ্চ-ডিগারের, ব্লেডগুলো পূর্ণ

গতিতে বন-বন ঘুরছে! আবার ববক্যাট সামনে বাড়ল!

ককপিটে বসে দেখছে মার্ডক, চোখ আঠার মত আটকে গেছে রানার উপর। একইঞ্চি, দুইইঞ্চি করে অতি ধীরে এগিয়ে আসছে ববক্যাট। ব্লেডগুলো গিজগিজে দাঁত খিঁচিয়ে ঘুরছে। আর মাত্র নয় ইঞ্চি দূরে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর দাঁতগুলো ওর বুকে গাঁথবে। সম্মোহিত দৃষ্টিতে ব্লেডের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, এঁকেক ঝাঁকিতে এগিয়ে আসছে ববক্যাট—পাঁচ সেকেণ্ড পরপর আধ ইঞ্চি করে আসছে।

রানার মনে হলো কয়েক ঘণ্টা হলো মার্ডক এ কাজ শুরু করেছে। মিস্টার বার্নহার্ট শক্ত করে ওকে আটকে রেখেছে, আসল সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। আর কয়েক সেকেণ্ড পর রানার বুকে বসবে ব্লেডগুলো!

ক্ষতবিক্ষত লাশটা হবে ভয়াবহ দৃশ্য!

যে ভাবেই হোক পিয়ার থেকে মিস্টার বার্নহার্টকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে মার্ডক। হলঘরে থাকবে শুধু রানার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ। কাছের ডিসপ্লেগুলোর উপর গিয়ে পড়বে রক্ত ও মাংসের টুকরো। সবাই অবাক হয়ে ভাববে, প্রাইমমিনিস্টারকে বাঁচিয়ে লোকটা শেষে নিজেই মরল এভাবে!

মার্ডক কি এই পরিকল্পনা করেছে শুরু থেকে, না কি প্রথমে ভেবেছে প্রধানমন্ত্রীকে শেষ করবে! হয়তো ভেবেছে এক ঢিলে দুই পাখি মারবে! হয়তো বিমানে মৃত লোকটাকে শেষ করে রানাকে ইঙ্গিত দিয়েছে—চলে এসো তুমি, পারলে ধরো আমাকে! ঘটনা যা-ই হোক, আসল কথা, কয়েক সেকেণ্ড পর ওই যন্ত্র-দানব ওকে ফালি ফালি করবে!

সামান্য আশা আছে এখনও, ভাবল রানা। যা করবার পরের সেকেণ্ডেই করতে হবে। মিস্টার বার্নহার্টকে শক্তিতে হারাতে পারবে না ও, হয়তো গতি ও দ্রুততা কাজে লাগতে পারে। প্রচণ্ড একটানে ডানহাত ছাড়িয়ে নিল রানা, ঘাড়ের হোল্ডের নীচে হাত ভরে দিয়েই

শরীরে জোর মোচড় দিল—মুহূর্তে বার্নহার্টকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও! একইসঙ্গে তার পায়ে ল্যাং মেরেছে রানা, পরমুহূর্তে নিতম্ব দিয়ে ধাক্কা দিয়েই বসে পড়ল।

বার্নহার্ট বেকায়দা ভাবে পড়ছে ট্রেঞ্চারের উপর! কোমর দিয়ে ব্লেডের উপর পড়ল সে, সঙ্গে সঙ্গে মাংসের খণ্ডগুলো ধাতব দাঁতের সঙ্গে মেঝের দিকে রওনা হয়ে গেল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত, ভিজিয়ে দিল রানার চোখ-মুখ। মাংসের টুকরোগুলো যেন লোডারের সামনে বিস্ফোরিত হচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পা থেকে তার কোমর পর্যন্ত গিলে নিল লোডার!

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল মার্ডক, কণ্ট্রোলে ঝটকা দিয়ে ট্রেঞ্চার থামাতে চাইল। মিস্টার বার্নহার্ট ততক্ষণে মেঝেতে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। মুহূর্তে ব্লেড বন্ধ হলো, কিন্তু ততক্ষণে আস্ত রয়েছে শুধু মিস্টার বার্নহার্টের অর্ধেক দেহ। প্রিয় দোসরের এই অবস্থা দেখে চমকে গেল মার্ডক, বুঝতে পারল বার্নহার্টের পক্ষে বেঁচে থাকা এখন অসম্ভব!

বেল্টে গোঁজা পিস্তল বের করে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'বিদায়, মিস্টার বার্নহার্ট!'

প্রকাণ্ড লাশের অর্ধেকটা এখনও দেখছে মার্ডক, তারপর হঠাৎ খেয়াল করল খাঁচার ওপাশ থেকে পিস্তল তাক করছে মাসুদ রানা! লোডারের কণ্ট্রোলে হ্যাঁচকা টান দিল মার্ডক, ববক্যাট নিয়ে পিছিয়ে গেল। ঠিক তখনই গুলি করল রানা। খাঁচার সঙ্গে পিছলে গেল বুলেট, মার্ডকের মাথার পাশে সিটে গাঁথল। ববক্যাটের চাকাগুলো মেঝেতে পিছলে দ্রুত ঘুরল, রানার কাছ থেকে দূরে সরছে। কিন্তু কয়েক গজ সরতেই একসারি লনমোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেল। এক শ' আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল ওটা, সঙ্গে সঙ্গে আরেক দিকে ছুটল।

গুলি করল রানা, দুটো বুলেট লোডারের পিছনে গিয়ে বিঁধল।

ডিসপ্লে হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল ববক্যাট, যন্ত্রটা থামিয়েই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মার্ডক, কাছের একটা একযিট পেরিয়ে উধাও

হলো মুহূর্তে!

ঝেড়ে দৌড় দিল রানা, বুথগুলো পেরিয়ে একযিটের দিকে ছুটল। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে কিল-মাস্টার!

হিপের ভয়ঙ্কর ব্যথা সহ্য করতে পারছে না মার্ডক, দুই বিল্ডিঙের মাঝখানের সরু গলি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল সে। ডানপাশের গলিটা দেখল, একটু দূরে মানুষজনের ভিড়, এখনও এলাকা ত্যাগ করছে তারা। মার্ডক ভাবল, হিপের ব্যথাটা না থাকলে এদের সঙ্গে মিশে যেতে পারত সে। ব্যথা সত্যিই ভীষণ হয়ে উঠেছে, প্রতিমুহূর্তে পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে ভাঙছে যেন কোমরের হাড়। এগিয়ে চলল সে, খানিকটা পেরিয়ে মোড়। বামে চওড়া একটা ইস্পাতের গেট দেখল। ওটার উপর সাইনবোর্ডে লেখা: *নিউ ইয়র্ক নেভি পিয়ার, শেক্সপিয়ার থিয়েটার।*

স্বয়ংক্রিয় ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল মার্ডক, সামনে পড়ল থিয়েটারে ঢুকবার গ্র্যাণ্ড হলওয়ে। ভিতরে সব বাতি জ্বলছে। এখানে বোধহয় একটু পর সার্চ করবে এফবিআই। এগিয়ে চলল মার্ডক। লবিতে দেখা গেল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা-পত্র: *আগামী শনিবার থিয়েটারের গ্র্যাণ্ড ওপেনিং হইবে!*

এদিকে গলিতে বেরিয়ে এল রানা, চারপাশ দেখল—আন্দাজ করতে চাইল মার্ডক কোথায় গেছে। এক সেকেণ্ড পর জবাবটা পেয়ে গেল। থিয়েটারের অটোমেটিক দরজা ধাতব ক্লিক্ শব্দ করে বন্ধ হয়েছে।

দরজার সামনে যে ধাতব পাত রয়েছে সেটাতে পা রাখল রানা, দরজা আবারও খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, দূরে মার্ডককে দেখতে পেল—লোকটা গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে ঢুকছে! পাশে সারি সারি চেয়ার, ওগুলো ধরে ধরে এগিয়ে চলেছে সে। সামলে নিতে চাইছে ব্যথা, একবারও পিছনে তাকাচ্ছে না। দু'হাতের জোরে মঞ্চে উঠে গেল। এগোতে চাইল, কিন্তু ভাঙা হিপ তাকে অনুমতি দিল

না—ব্যথা সহ্য করতে না পেরে পড়ে গেল মার্ডক।

হালকা পায়ে তার কাছাকাছি চলে এল রানা, মঞ্চে উঠে কিল-মাস্টারের কপালে তাক করল পিস্তল। গম্ভীর শোনাল ওর কণ্ঠ, 'মার্ডক, তোমার কপাল খারাপ, আর কোনদিন তিন শ'-তে পৌঁছানো হলো না তোমার। প্রাইমমিনিস্টারকে খুন করতে পারোনি তুমি, আমাকেও শেষ করতে পারলে না।'

মনে হলো শেক্সপিয়ার থিয়েটারে প্রথম ড্রামা শুরু হয়েছে। মঞ্চের মাঝখানে পড়ে আছে মার্ডক শিমার ম্যাসন। লোকটার চোখে নিঃসীম আতঙ্ক দেখল রানা। বেশ অনেকটা উপর থেকে উজ্জ্বল আলো পড়েছে স্টেজে। মার্ডক জানে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। পাশে থমকে দাঁড়ানো এই গম্ভীর লোকটাই আসলে মৃত্যু-দূত!

চোখ তুলে তাকে দেখল মার্ডক, থরথর করে কেঁপে উঠল পুরো দেহ, তারপর প্রচণ্ড মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে সামলে নিল নিজেকে। মনে হলো মুখের ভিতর নড়ছে জিভটা, ঢোক গিলে গলা ভেজাবার চেষ্টা করছে। পিস্তলের নলের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল লোকটা। 'বুঝতে পারছি আমার সমাপ্তি এখানেই, মাসুদ রানা।' ফাঁকা থিয়েটারে তার কণ্ঠস্বর জোরাল শোনাল, 'ভাবতে ভাল লাগছে যে তোমার মত শক্ত লোকের কাছে হারলাম। আমরা একই ধাতু দিয়ে তৈরি, মাসুদ রানা। মানুষ মারা আমাদের কাজ, আর সে-কাজে আমরা অন্য যে-কারও চেয়ে ভাল।' রানার চোখে তাকিয়ে আছে মার্ডক।

লোকটার রক্তচক্ষুর পাগলাটে দৃষ্টি লক্ষ্য করল রানা। ভাব দেখে মনে হলো যেন এই পরাজয়টাকেও নিজের জিত বলে মনে করছে লোকটা।

'আমি মানুষ মারি না, মার্ডক,' বলল রানা। 'আমি মারি মানুষরূপী পিশাচ।'

ট্রিগার টিপতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা—নিথর হয়ে গেছে মার্ডকের দেহটা। মারা গেছে নাকি? কীভাবে?

তেমনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কটমট করে চেয়ে আছে ওর দিকে কিল-মাস্টার। তবে সে চোখ থেকে নিভে গেছে জীবনের আলো। চোয়ালটা ঝুলে পড়তেই বুঝতে পারল রানা মৃত্যুর কারণটা। মুখ থেকে স্টেজের উপর পড়ল ছোট্ট কয়েকটা কাচের টুকরো। বিষ ভরা অ্যাম্পুল চিবিয়ে আত্মহত্যা করেছে বিকৃতমস্তিষ্ক পিশাচটা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, ওয়ালথারটা কোমরে গুঁজে মঞ্চ থেকে নেমে ফিরে চলল হলঘরের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি শুধু তোমার মত মানুষরূপী পিশাচ হত্যা করি, মার্ডক!'

তেইশ

দক্ষিণ মিসৌরি। পাহাড়ি এলাকা।

ব্লাফের উপর কাঠের শক্তপোক্ত কেবিনটা। ওটার সামনে গাড়ি রাখল রানা, নেমে টোকা দিল দরজায়।

কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল দরজা। রানাকে দেখে চওড়া হাসি উপহার দিল জন ওভারটন। মিষ্টি মেয়েটিকে রানার পাশে দেখে হাসি আরও বিস্তৃত হলো তার। 'রানা, লায়লা! আমন্ত্রণটা গ্রহণ করেছ বলে খুব খুশি হয়েছি!' মাথা নাড়ল অবিশ্বাস নিয়ে। 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে নরক ঘুরে এসেছ দু'জনে। এসো!'

ভিতরে ঢুকল লায়লা ও রানা।

মৃদু হাসল রানা, 'বলতে পারো, জন। ...তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে উঠছ।'

জন ওভারটনের কাঁধে এখনও ব্যাণ্ডেজ, ভারী একটা স্লিঙে ঝুলছে হাত। তবে চেহারা বলল, আরামে আছে। রানার কানের

কাছে ফিসফিস করল, 'রূপসীকে বিয়ে করবে না কি?'

জনের পাঁজরে হালকা গুঁতো দিল রানা। 'ক্যারল কোথায়?'

'শপিঙে গেছে, চলে আসবে যে-কোনও সময়।' লায়লার দিকে মনোযোগ দিল ওভারটন, 'লায়লা, তোমাদের বেডরুম ঘুরে দেখে নাও। আপত্তি থাকলে বদলা-বদলি করে নেব আমরা। এ বাড়ি আপাতত আমাদের চারজনের।'

রানার চোখে তাকাল লায়লা, তারপর ভিতরে চলে গেল।

'কেবিনটা সুন্দর করে সাজিয়েছ, জন,' বলল রানা।

'আমি না,' অনাবিল হাসল জন। 'আমার নিজের বাড়ি হলে নোংরা থাকত। এটা আমার বাপের। বাপের হোটেলের আরাম সবসময় অন্যরকম! কাঁধ সেরে ওঠা পর্যন্ত থাকছি এখানে, তারপর নিজের বাড়িটা মেরামত করে নিয়ে বিয়ে করব ক্যারলকে। তারপর তো বোঝোই, কঠিন সংসার!' রানার কাঁধে হাত রেখে এগোল সে। 'আমাদের সঙ্গে অন্তত মাসখানেক থাকছ তো?'

'পাঁচদিন আছি,' বলল রানা, 'তারপর দেশে ফিরতে হবে।' খেয়াল করল লায়লা পার্লারে ঢুকেছে। চারপাশ ঘুরে দেখছে ও, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে নিজেকে।

দূর থেকে ওর দিকে খেয়াল রেখেছে রানা। ভাবল, ওর কারণে মেয়েটির জীবন এলোমেলো হয়ে গেল। নিজেকে জিজ্ঞেস করল ও, 'আমি কি ওর জীবনে অভিশাপ হয়ে এসেছি?' মন থেকে কোনও জবাব পেল না।

ব্রান্সউইকের হাসপাতালে ট্রিটমেণ্ট হয়েছে লায়লার, কিন্তু ডাক্তারদের কথা মত কাউন্সেলিং নেয়নি ও। রানা বারবার অনুরোধ করায় বলেছে, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, রানা। ভাল আছি আমি। ডাক্তার বলেছেন, গায়ের এ দাগ থাকবে না।'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতো রানা। হয়তো সত্যিই লায়লা শক্ত মনের মেয়ে। ও নিজেই সব সামলে নিতে চাইছে।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমেছে কেবিনে, পার্লারে গিয়ে দাঁড়াল

জন, তাড়াতাড়ি করে বলল, 'লায়লা, তুমি বোধহয় আগে বিগ রিভারে আসোনি?'

'আসিনি,' বলল লায়লা।

'ক্যারল আর আমি তোমাদের চারপাশ ঘুরিয়ে দেখাব,' বলল জন। 'তারপর আছে আমার নিজের হাতে তৈরি মাটন স্টেক, সালাদ, রুটি, বাড়িতে বানানো ওয়াইন ইত্যাদি। অনেকে বলে আমার তৈরি এসব দুনিয়ার সেরা।'

জনের আন্তরিক হাসি লায়লার অন্তর ছুঁয়েছে। ফার্নিচারের ফ্যাব্রিক সম্বন্ধে জানতে চাইল, টুকটাক শো পিসগুলো দেখে প্রশ্ন করছে।

খুশি হয়ে জবাব দিল জন।

লায়লাকে নিয়ে যে ভয় পেয়েছে রানা, সেটা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। ও সুস্থ হয়ে যাবে, নিজেকে বলল রানা।

দু'ঘণ্টা পর দুর্দান্ত একটা ডিনার সারল ওরা চারজন। লায়লা সবাইকে অবাক করল স্ক্যালোপ পেস্টো তৈরি করে খাইয়ে।

কিচেন পরিষ্কার করে আধঘণ্টা পর পুরুষদের পাশে বারান্দায় এসে বসল লায়লা ও ক্যারল। ততক্ষণে ক্যারলের সঙ্গে লাযলার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

এফবিআই-এর প্রসঙ্গ তুলল ওভারটন।

তার প্রশ্নের জবাবে রানা বলল, 'মার্ডকের প্লট ওরা জানে। মুখে বলবে না কিছুই, কিন্তু স্টার্নের কথা থেকে মনে হলো আইএসআই অনেকদিন ধরেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে খুন করাতে চাইছে। কোনও প্রমাণ অবশ্য আমাদের হাতে নেই।'

পাশের টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল রানা, জনকে একটা দিয়ে নিজে ধরাল।

ব্লাফ থেকে নদী বেশ অনেকটা নীচে। অন্ধকার থেকে অপূর্ব দেখাচ্ছে নদীর ঝকঝকে পানি। কারও আলাপ জমল না। আকাশে জ্বলছে লক্ষকোটি নক্ষত্র। ঝিরঝিরে বাতাসে ভেসে এল বুনো

ফুলের সুবাস। নীচে কুল কুল করছে নদী।

নীরবে সিগারেট শেষ করল রানা ও জন।

কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে আছে লায়লা।

ওর দৃষ্টি দেখে জন ও ক্যারল বুঝল, লায়লা আসলে রানাকে কিছু বলতে চায়—একাকী পেতে চাইছে।

'রাত অনেক হলো,' আড়মোড়া ভেঙে সঙ্গিনীকে নিয়ে উঠে পড়ল জন। 'লায়লা-মজনু, আমরা ঘুমাতে চললাম।'

'গুডনাইট,' বলল ক্যারল। 'সকালে দেখা হবে।'

কেবিনে গিয়ে ঢুকল দু'জন।

অস্বস্তি বোধ করছে রানা, বলল, 'চলো আমরাও উঠে পড়ি।'

'আরেকটু বসি,' বলল লায়লা। রানার চোখে চোখ রাখল, কয়েক সেকেণ্ড দ্বিধা করে বলল, 'পাঁচদিন পর চলে যাবে তুমি?'

'জরুরি কাজ।'

'আর কোনও মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে?' জানতে চাইল লায়লা, মিটিমিটি হাসছে।

'না,' বলল রানা। 'আর কোনও মেয়ে নেই। থাকবেও না। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, আমার পেশা বিপদ নিয়ে—সঙ্গিনী বিপদ বাড়ায়; আমারও, তারও।'

'ঠিক বলেছ,' সহজ কণ্ঠে বলল লায়লা, 'তারও। তবে সেজন্যে কেউ যদি তোমাকে দোষ দেয়, মস্ত ভুল করবে।'

চুপ করে থাকল রানা, স্বস্তি অনুভব করছে। ভাবল, লায়লা সুস্থ হয়ে উঠছে, সত্যিই একদিন ভুলে যাবে কষ্টের স্মৃতিগুলো।

'আগামী কয়েকটা দিন তো আমাদের হাতে রয়েছে, তা-ই না?' বলল লায়লা। 'সেটাই বা কম কীসে!'

রানার হাতে হাত রাখল ও।

***